চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister
Masala
নিশ্চিন্তের
প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 4 June, 2020 ■ আগরতলা, ৪ জুন, ২০২০ ইং ■ ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জিবি হাসপাতালের তিনটি ওয়ার্ডে করোনা আক্রান্তের সন্ধান, গোষ্ঠী সংক্রমণের আশঙ্কা, লকডাউন কঠোরের পক্ষে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড়

লাগামহীন বৃদ্ধি, একদিনেই ১৫১ জনের সন্ধান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন।। করোনা সংক্রমণের লাগামহীন বৃদ্ধি হচ্ছে। শুধু বহিঃ রাজ্য নয়, কুয়েত ফেরত ত্রিপুরার নাগরিকদের মধ্যেও করোনার সংক্রমণ মিলেছে। আজ সমস্ত রেকর্ড ভেঙ্গে একদিনে ১৫১ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। শুধু তাই নয়, গোষ্ঠী সংক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। কারণ, আজ সকলকে চমকে দিয়ে জিবি হাসপাতালের তিনটি ওয়ার্ডে করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। তাদের মধ্যে একজন শিশুও রয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে বলেই মনে করা হচ্ছে। তাই আজ সোশ্যাল মিডিয়াতে লকডাউন অন্তত একমাস কঠোর ভাবে পালনের পক্ষে জোড়ালো সওয়াল হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, করোনা সংক্রমিতের সংখ্যা প্রতিদিন বেড়ে চলেছে। আজ ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৬০০ ছাড়িয়ে গেছে। নতুন করে ১৫১ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। চিন্তার বিষয় হল, ধলাই, সিপাহিজলা, গোমতি এবং ঊনকোটি জেলার সাথে পাল্লা দিয়ে এবার পশ্চিম জেলায়ও করোনা আক্রান্তের সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। বুধবার নতুন ১৫১ জনের মধ্যে ১৮ জনই পশ্চিম জেলার বাসিন্দা। তবে, আজ সিপাহীজলা জেলা সকলকে টেক্কা দিয়ে করোনা আক্রান্তে শীর্ষে পৌঁছেছে। সবমিলিয়ে ত্রিপুরায় বর্তমানে ৬২২ জন করোনা-য় আক্রান্ত হয়েছেন।

আজ দুই দফায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব টুইট করে জানান, ১৫৪৯ টি নমুনা পরীক্ষায় ১৫১ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তাঁদের সকলের বহিঃরাজ্য সফর এবং করোনা আক্রান্তের সংস্পর্শে থাকার তথ্য রয়েছে। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, আজ পশ্চিম জেলায় ১৮ জন, গোমতি জেলায় ২০, সিপাহিজলা জেলায় ৭৭ জন, দক্ষিণ জেলায় ২৩ জন এবং খোয়াই জেলায় ৭ , উত্তর জেলায় ১ জন ও ঊনকোটি জেলায় ২ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তবে, তাঁদের মধ্যে ৩ জন করোনা আক্রান্তের ঠিকানা জানা যায়নি।

করোনা-র ব্যাপ্তি ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এখন এই ভাইরাস জিবি হাসপাতালের মহিলা মেডিসিন ওয়ার্ড, ফ্লু ওয়ার্ড এবং শিশুদের ওয়ার্ডে পৌঁছে গেছে। এতে পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বলে মনে করা হচ্ছে। আজ বুধবার ১৫১ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। এই সকল করোনা সংক্রমিত ওই ওয়ার্ডগুলিতে ভরতি ছিলেন। তাতে গোষ্ঠী সংক্রমণের সম্ভাবনাকে উস্কে দিয়েছে।

এ-বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, আজ নতুন করে করোনা সংক্রমিতের মধ্যে কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে ৪ জন এবং জিবি হাসপাতালের মহিলা মেডিসিন ওয়ার্ডের ৩ জন, ফ্লু ওয়ার্ডের ৩ জন এবং শিশু ওয়ার্ডের ১ জন রয়েছে।

জিবি হাসপাতালের মহিলা মেডিসিন, ফ্লু ওয়ার্ড এবং শিশু ওয়ার্ডে করোনা সংক্রমিতের ঘটনায় গোষ্ঠী সংক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কারণ, তাঁদের সংক্রমণের উৎস খুঁজে বের হওয়া না পর্যন্ত এ-বিষয়ে নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। তবে, কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে চারজন গতকালের করোনা সংক্রমিত ব্যক্তির সংস্পর্শে গিয়েই আক্রান্ত হয়েছেন। কারণ, তারা একই ব্লকে ছিলেন।

কুয়েত ফেরত আট জনের দেহে করোনার সংক্রমণ

এদিকে, কুয়েত ফেরত এখনও পর্যন্ত আটজনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। গত ২৯ মে কুয়েত থেকে ১৩৬ জন ভারতীয় নাগরিক নিয়ে বিশেষ বিমান গুয়াহাটি বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে। ওই বিমানে ত্রিপুরার ৪৬ জন নাগরিক ছিলেন। ত্রিপুরা সরকার দুটি বাসে তাদের গুয়াহাটি থেকে ফিরিয়ে এনেছে। আজ তাদের মধ্যে আটজনের দেহে করোনা সংক্রমণ মিলেছে।

খাবার নিয়ে অসন্তোষ ভগৎ সিংয়ে করোনা রোগীদের তান্ডব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন।। কয়েকদিন ধরে খাবারের গুনমান নিয়ে আপত্তি জানাচ্ছিলেন ভগৎ সিং যুব আবাসে চিকিৎসাধীন করোনা রোগীরা। আজ রাতে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কয়েকজন রোগী রেগে খাবার ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন। অভিযোগ তারা চিকিৎসা কর্মীদের উদ্দেশ্যে অশ্রাব্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মধুপুর থানায় সহকর্মীর সাথে ডিউটি নিয়ে বিবাদ সার্ভিস রাইফেল থেকে গুলি ছুড়ল কনস্টেবল

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩ জুন।। ডিউটি নিয়ে বাক বিতন্ডা। মধুপুর থানার সেন্ট্রি ডিউটিতে থাকা অবস্থায় পুলিশ কনস্টেবল আচমকা বন্দুক উঁচিয়ে থানার মধ্যে দুই রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে দেয়। ঘটনাটিকে ঘিরে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে থানার অভ্যন্তরে। জানা যায়, বিশ্বজিৎ দাশগুপ্ত নামে এক পুলিশ কনস্টেবল মঙ্গলবার রাত দশটা থেকে সেন্ট্রি ডিউটিতে ছিলেন। তখন থানার অভ্যন্তরে এএসআই ধ্রুব রঞ্জন গুহ এর সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়।

প্রসঙ্গত, এই দিনেই করোনা আতঙ্কে এই থানার ১০ জন পুলিশকর্মীকে কোয়ারেন্টাইনে নিয়ে যাওয়া হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই থানায় পুলিশ কর্মীর সংখ্যা কমে যায়। তার উপরে এদিনই দুপুরবেলা মধুপুর থানাধীন অরবিন্দ নগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ২ নং ওয়ার্ডের একটি পুকুরে অপরিচিত পচাগলা লাশ উদ্ধার করা হয়। রাতের বেলা লাশটিকে ঘটনাস্থল থেকে কোথাও নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেনি প্রশাসন। ফলে এই লাশটির কাছেই থানার কয়েকজন পুলিশ সারারাত পাহারা দেওয়ার জন্য ডিউটিতে নিযুক্ত করা হয়। স্বভাবতই বাকি যে সকল পুলিশকর্মী এই থানায় অবশিষ্ট রয়েছেন তাদের ওপর একটা বাড়তি চাপ রয়েছে। একদিকে করোনা আতঙ্ক, পরিবার আত্মীয় পরিজন থেকে ফোনের পর ফোন।

কারণ রাজ্যজুড়ে প্রচার চলছিল মধুপুর থানার পুলিশও ভয়ঙ্কর করুণায় সংক্রমিত হতে পারেন। সবকিছু মিলিয়ে রাত দশটা থেকে সেন্ট্রি ডিউটির দায়িত্ব পান বিশ্বজিৎ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা আক্রান্ত আত্মঘাতী মহিলার শেষকৃত্য সম্পন্ন সীমান্তে বেড়ার ওপাড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন।। করোনা ভাইরাসের আতঙ্ক ত্রিপুরায় এক লজ্জাজনক অধ্যায়ের রচনা করেছে। গলায় ফাঁস জড়িয়ে আত্মঘাতী জনৈক করোনা-আক্রান্ত পঞ্চাশোর্ধ মহিলার মরদেহ শেষকৃত্যের জন্য বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। তবে রাত দুটো নাগাদ তাঁর মৃতদেহ কবরস্থ করা সম্ভব হয়েছে। গতকাল বিকেল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত করোনা আক্রান্তের মৃতদেহ সৎকারে প্রশাসনের কালঘাম ছুটেছে। সাথে প্রমাণিত হয়েছে, করোনা আতঙ্ক মানুষকে অমানবিক করে তুলে। অবশ্য তাতে ত্রিপুরা সরকারেরও গাফিলতি রয়েছে, তা অস্বীকার করার অবকাশ নেই। কারণ, করোনায় আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হলে শেষকৃত্যের জন্য নির্দিষ্ট স্থান চিহ্নিত করেনি রাজ্য প্রশাসন। ফলে, করোনায় আক্রান্ত আত্মঘাতী মহিলার মরদেহ নিয়ে প্রশাসনকে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছে। একই সাথে মৃতের পরিবারও চরম বিড়ম্বনায় পড়েছিল। কিন্তু মৃতদেহ সৎকার নিয়ে মানুষের অমানবিক চরিত্র নোংরা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আগরতলার জিবি হাসপাতালের ফ্লু ক্লিনিকের শৌচালয়ে পঞ্চাশোর্ধ এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। তিনি গলায় ফাঁস জড়িয়ে আত্মহত্যা করেন। ওই মহিলা আমতলি থানাধীন মতিনগরের বাসিন্দা ছিলেন। সোমবার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় হাতির হামলায় আহত অটোচালক, ভাগ্যক্রমে অক্ষত যাত্রীরা, আতঙ্কে জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩ জুন।। করিডোর দিয়ে হাতির পাল যাওয়ার সময় সামনে এসে পড়ে একটি যাত্রীবোঝাই অটো। হতচকিত হয়ে অটোয় হামলা চালায় হাতি। তখন যাত্রীরা পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। কিন্তু অটোচালক পালাতে গিয়ে আহত হয়েঠেন। হাতির দল অটোকে উল্টে ফেলে চলে তার গন্তব্যের দিকে চলে যায়। আহত অটোচালক অভিজিৎ ধরকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। এ ঘটনাষ কৃষ্ণপুর ভূমিহীন কলোনি এলাকার জনমনে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। ঘটনাটি গতকাল রাত সাড়ে দশটা নাগাদ ঘটেছে।

বন দফতরের জনৈক আধিকারিক জানিয়েছেন, গতকাল রাতে টিআর ০৬ ২৩৭৫ নম্বরের একটি অটো রিকশা যাত্রী বোঝাই করে উত্তর মহারানি থেকে যাচ্ছিল। এক সময় এক দল হাতির হামলার শিকার হয় যাত্রীবোঝাই অটোটি। তিনি জানান, ওই এলাকাটি বুনো হাতির যাতায়াতের করিডোর হিসেবে পরিচিত। সেখান দিয়ে সবসময় হাতি যাতায়াত করে। সেখানে সাইনবোর্ডে সতর্কবার্তাও ঝুলানো রয়েছে। তাছাড়া, দুটি ওয়াচ টাওয়ারে বন দফতরের কর্মীরা নজরদারি করেন। কিন্তু, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহামারীর এই জটিল পরিস্থিতিতে সমগ্র দেশ আপনার পাশে রয়েছে। অতিক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প সংস্থাগুলির জন্য সহজশর্তে ঋণ সহায়তায় ৩ লক্ষ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। আপনি নিকটবর্তী ব্যাঙ্ক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের পোর্টালে ঋণ সহয়তার জন্য আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি জানেন?

• কেন্দ্রীয় সরকার আপনার গৃহীত ঋণে ১০০ শতাংশ গ্যারান্টি দেবে।
• এক বছর মাসিক ইএমআই-এ ছাড়, সুদের হার কেবল ৭.৫ শতাংশ।

এমএসএমই ক্ষেত্রে বিকাশে নিয়মাবলীতে সংশোধন।
এ ধরনের ব্যবসার আকার ও পরিধি বাড়বে

• ছোট উৎপাদক ইউনিট এবং পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলির জন্য লেনদেনের সীমা বাড়িয়ে ৫ কোটি টাকা করা হয়েছে। একইভাবে মাইক্রো সেগমেন্টের ক্ষেত্রে লেনদেনের সীমা বাড়িয়ে ৫০ কোটি টাকা এবং মাঝারি মানের শিল্প সংস্থার জন্য ১০০ কোটি টাকা করা হয়েছে।

• এমএসএমই ক্ষেত্রের সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে ২০০ কোটি টাকা পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বরাতগুলিতে অনুমোদন দেওয়া হবে না।

যখন আপনি এই যুদ্ধে সাফল্য পাবেন, তখন দেশও জয়লাভ করবে।

“আমাদের অতিক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প সংস্থাগুলি লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন-জীবিকার উৎস। এমনকি, এক আত্মনির্ভর ভারত গঠনের জন্য আমাদের সঙ্কল্পের দৃঢ় ভিত্তি...”
- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

বিস্তারিত বিবরণের জন্য - transformingindia.mygov.in/aatmanirbharbharat দেখুন।

davp 22112/13/0013/2021

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২৩১ ▫ ৪ জুন ২০২০ ইং ▫ ২১ জ্যৈষ্ঠ ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

বর্ণ বিদ্বেষের বিরুদ্ধে ইতিহাস

বর্ণ বৈষম্যের ছায়া করোনা বিধ্বস্ত আমেরিকায় রক্ত স্রোত বহিয়াছে। মার্কিন নাগরিক জর্জ ফ্লয়েরের নৃশংস হত্যার বিরুদ্ধে গর্জিয়া উঠয়াছে গোটা দেশ। একদিকে যখন করোনার প্রকোপে মৃত্যুর মিছিল আরেক দিকে পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফুর্ত বিক্ষোভ মিছিল। বিক্ষোভে গোটা দেশ যখন অবরুদ্ধ শেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গরা এক সাথে হাঁটিতেছে। যেন এক অভুতপূর্ব সংহতি দেখিতেছে গোটা দেশ। মঙ্গলবার পর্য্যন্ত চার হাজার জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। বিক্ষোভ সামাল দিতে ডাকা হইয়াছে সেনাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণ বৈষম্যের ঘটনা নতুন নহে। বারবার কৃষ্ণাঙ্গরা পুলিশী নির্যাতনের মুখে পড়িয়াছে। গত বছর ফার্গুসন এলাকায় এক মৃত্যু ঘিরে উঠিয়াছিল বিক্ষোভ। এইবার মার্কিন নাগরিক জর্জ ফ্লয়েডের আর্ত চিৎকার গোটা বিশ্বকে স্তম্ভিত করিয়াছে। ব্যাপক বিক্ষোভে আমেরিকার বিভিন্ন শহর কার্য্যত অবরুদ্ধ। উত্তাল আমেরিকা। প্রবল চাপের মুখে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও। কৃষ্ণাঙ্গ হত্যার প্রতিবাদে আগুন জ্বলিতেছে আমেরিকা জুড়ে। বাধ্য হইয়া শুক্রবার রাতে বিক্ষোভের ভয়ে হোয়াইট হাউসের বাঙ্কারে লুকাইয়াছেন ট্রাম্প। শেষ পর্য্যন্ত তিনি মঙ্গলবার বাহির হইলেন হোয়াইট হাউস হইতে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে অন্তত চার হাজার প্রতিবাদীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে পুলিশ। আমেরিকার বর্ণ বিদ্বেষের বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ আন্দোলন। এত এত গ্রেপ্তারের ঘটনা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল যে, মানুষকে চোখে বিদ্বেষের বীজ লাগাইয়াও ফায়দা কুড়ানো যাইবে না। ইহাকে ঐতিহাসিক প্রতিবাদ বিক্ষোভ হিসাবে ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে। কৃষ্ণাঙ্গ ও শেতাঙ্গরা একযোগে বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ঘটনা গোটা বিশ্বকে স্তম্ভিত করিয়াছে। ২৫ মে, সোমবার আফ্রিকান আমেরিকান জর্জ ফ্লয়েডকে নিরস্ত্র অবস্থায় খুনের অভিযোগ উঠে মার্কিন পুলিশের বিরুদ্ধে। সেই ভিডিও সোস্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হইতেই বিক্ষোভ দানাা বাঁধে। সেখানেই আন্দোলনের সুত্রপাত। আর সেখান হইতে রণক্ষেত্র ছড়াইয়া পড়ে আমেরিকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে। আমেরিকা বা এই আন্দোলন চরম শিক্ষা দিল কিনা জানা নাই। তবে, একথা ঠিক, বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমেরিকার সকল অংশের মানুষ গোটা বিশ্বের কাছে একটি বড় শিক্ষা। বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে যুগ যুগ ধরিয়া অত্যাচার শোষণ চলিতেছে। সেই শোষণের সুতিকাগাড়ই ছিল আমেরিকা। আজ মানুষকে জাত পাত বর্ণ বিদ্বেষের লড়াইয়ের ক্ষেত্রে আমেরিকা নতুন স্বপ্ন দেখাইয়াছে। আমেরিকা নতুন ইতিহাস গড়িয়াছে।

স্বামীর কুকীর্তির বিরুদ্ধে কবে সরব হবে ভারতীয় নারী

রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

আমেরিকাতে কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েডের হত্যাকারী পুলিশ আধিকারিক ডেরেক চৌভিনের স্ত্রী কেলি তাকে বিবাহবিচ্ছেদ দিতে চলেছেন। কেলি রাগান্বিত এবং একই সঙ্গে লজ্জিত। তিনি ধূর্ত স্বামীর স্ত্রী হতে চান না, যে কিনা এক কৃষ্ণাঙ্গকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। ভেবে দেখুন কত মহান বিবেকের অধিকারী কেলি। এখন তার তুলনা ভারতের এনকাউন্টার প্রিয় পুলিশ, দুর্নীতিবাজ সরকারী বাবু, কর না ব্যবসায়ী এবং কয়েকটি টাকার জন্য জন্য শত্রুপক্ষের হাতে দেশের গুরুত্বপূর্ণ নথি তুলে দেওয়াদের স্ত্রীয়ের সঙ্গে। দেশ ও সমাজের কোনও শত্রুর স্ত্রী তাকে বিবাহবিচ্ছেদ দিয়েছে, এমন দৃষ্টান্তের কথা কি মনে পড়ছে? সকলেই জানেন যে শীর্ষস্থানীয় কিছু আধিকারিক শত্রু দেশগুলিকে দেশের সুরক্ষা সম্পর্কিত তথ্য দিয়ে আসছিলেন। মেজর জেনারেল ফ্রাঙ্ক লারকিনস, তার ভাই এয়ার মার্শাল কেনিনিথ লারকিনস এবং লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাসবীর সিং যখন দেশের সবচেয়ে সংবেদনশীল প্রতিরক্ষা দলিল সরবরাহ করতে গিয়ে ধরা পড়েছিলেন। সেই সকল ঘটনা দেশ কি ভুলে গেছে? সেই চাঞ্চল্যকর মামলার নাম ছিল লারকিনস গুপ্তচর কেলেঙ্কারী। এই তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগও প্রমাণিত হয়েছিল। তাদের সমস্ত স্ত্রী বা পরিবারের অবশিষ্ট আত্মীয়রা কি তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল? সম্ভবত না। সম্ভবত এদের আত্মা মারা গিয়েছিল। যদি দেখা যায় তবে তারাও তাদের স্বামীর এই কুকীর্তির একটি অংশ ছিল। তারা কি দেখছিলেন না যে তাদের বাড়িতে এত অর্থের ঐশ্বর্য কোথা থেকে আসছিল?

ডেরেক চৌভিনের স্ত্রী কেলির নৈতিকতা আমেরিকান সমাজের নৈতিকতা বলে আপনি মনে করতেও পারেন আবার নাও করতে পারেন? এটি আপনার পছন্দ। তবে তাঁর ব্যক্তিগত বিবেকবোধকে মেনে নিতে হবে। যদি আমার এবং আপনার মধ্যে মানবতা বোধ থাকে তবে অন্তত আপনি সেই মহিলাকে সালাম জানাতে পারেন।সেনা গুপ্তচরবৃত্তি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধের বিভাগে চলে আসে।এই অপরাধে জড়িতদের সঙ্গে নমনীয় আচরণ করা একেবারে কাঙ্কিত নয়। তারা কঠোরতম শাস্তির যোগ্য। তবে তারা তাদের বাড়ি ও সমাজ থেকে কোনও দংশন পায় না। এটি একটি বোধগম্য জিনিস। ওই ব্যক্তি সর্বদা নিজের স্ত্রীর জন্য আদর্শ হিসেবে রয়ে যান।

এবার ইয়েস ব্যাংকের প্রাক্তন চেয়ারম্যানের সর্বশেষতম মামলাটি নিন। ইয়েস ব্যাঙ্ক ধীরে ধীরে ধ্বংস করে ছেড়েছে রানা কাপুর।তাঁর স্ত্রী এবং কন্যারাও লুট করার মিশনে সঙ্গ দিয়েছিল। তার বিবেকবোধ কি ঝাঁকুনি দেয়নি? যে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।তবে তিনি এই সব করা ঠিক মনে করেননি, কারণ বিপুল কালো টাকা তার চোখে ঠুলি পড়িয়ে দিয়েছিল। তার নৈতিকতা ও বিবেক ধূলায় মিশে গিয়েছিল। রানা কাপুরের মতো উপাদান আমরা অনেক ব্যাংকে দেখেছি।

কিছু সময় আগে, প্রতিমাসে সরকারী সেক্টরের ব্যাংকগুলির কয়েক ডজন কর্মীকে বরখাস্ত করার খবর পাওয়া গিয়েছিল। কারণ এরা সমস্ত দুর্নীতিমূলক আচরণের সঙ্গে জড়িত ছিল। তবে কেউ কি মনে করতে পারেন যে একজন দুর্নীতিবাজ অফিসারের স্ত্রী তার স্বামীকে দেশ বা সমাজের জন্য কলঙ্কিত বলে মনে করে তাকে বিবাহবিচ্ছেদ দিয়েছেন? আপনি এর উদাহরণ পাবেন না, কারণ; এত বড় পদক্ষেপ নেওয়ার সাহস কারও নেই।

বিষয়টি নিয়ে আপনি যদি কেবল কয়েকটি বিভাগে সীমাবদ্ধ না থাকেন তবে ভাল হবে। সকলেই জানেন যে ক্রিকেটে ফিক্সিং য়ের অভিযোগ অনেক বড় ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে করা হয়েছিল এবং প্রমাণিতও হয়েছিল। তবে কি কোনও ক্রিকেটারের স্ত্রী বা পরিবারের কেউ তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল? এটি আমাদের সমাজেরও মনোভাব। মহাম্মদ আজহারউদ্দিন, অজয় জাদেজা, অজয় শর্মার মত ক্রিকেটাররা ম্যাচ ফিক্সিং কাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছিল। এখন, সেই ক্রিকেটারদের অনেকেই নিয়মিত টিভিতে বিশেষজ্ঞ হিসাবে তাদের মতামত প্রকাশ করছেন।

রাজনীতিতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও বিশুদ্ধতার বক্তৃতার পিছনে নেতারা কারা? এরা তাদের বিগরে যাওয়া বাচ্চাদের সুরক্ষা দিতে পিছুপা হয় না।এর অর্থ হল যে তাদের বড় বড় কথাগুলি কেবল প্রতিবেশী এবং জনসাধারণের জন্য। আপনার কি মনে আছে যে কোনও নেতা তার অসামাজিক পুত্র বা কন্যার বিরুদ্ধে কখনও কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছেন? এমনকি ইন্দিরা গান্ধী কখনও সঞ্জয় গান্ধীকে থামায়নি। ফলে তাদের বিচ্যুত ঘটেছে। এটা ঠিক যে সুনীল দত্তও মুম্বইয়ের দাঙ্গায় জড়িত থাকার অভিযোগ থেকে তার ছেলে সঞ্জয় দত্তকে বাঁচানোর জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা এবং আপস করেছিলেন।কয়েক বছর আগে লখনউতে একটি সংস্থা অফিসার বিবেক তিওয়ারিকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। রাস্তায় একটি পাগল পুলিশ গুলি চালিয়েছিল। এরপরে যা ঘটেছিল তাতে আমরা লজ্জিত হতে পারি। তাঁর স্ত্রী এবং তাঁর জাতির লোকেরা দৃঢ় ভাবে তিওয়ারির হত্যাকারীর পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন।

কিছু লোক বিবেক তিওয়ারির মৃত্যুকে কেবল ব্রাহ্মণের হত্যা হিসাবে দেখেছে।এখন বলুন আমাদের সমাজের বিবেক কখন জাগ্রত হবে? দেখুন, কেলি হওয়া সহজ নয়, তবে সমাজ কেবল তখনই পরিষ্কার প্রকাশ পাবে যখন লোকেরা এখানে নৈতিকতার প্রশ্নে আপস করা বন্ধ করে দেবে। আমরা অনেক কিছুই কথা বলি, কিন্তু যখন আমরা কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হই, তখন আমরা পিছিয়ে পড়তে শুরু করি। মহাত্মা গান্ধীর বড় ছেলে হরিলাল গান্ধী পথ হারিয়েছেন। সে নেশা করাও শুরু করে দিয়েছিল। তখন গান্ধীজি তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। তবে বাবা ও ছেলের মাঝে মাঝে মাঝে দেখা হত। তবে গান্ধীজির মতো ব্যক্তিত্বের জন্ম কয়েক শতাব্দীতে একবার। সাধারণ মানুষ বা আজকের রাজনীতির খেলোয়াড়দের সাথে তাদের তুলনা করাটা অর্থহীন হবে। আসলে কথাটি হল আমাদের সমাজের জঞ্জাল সাফ তখনই হবে যখন আমরা ভুল কাজের জন্য প্রিয়জনদের শাস্তি দেব। কেলি এটাই করেছেন।কেলি একজন অসাধারণ মহিলা হওয়ার পরিচয় দিয়েছেন।

ভারতীয় স্ত্রীর চিত্র দেবী হিসাবে অনুমান করা হয়। এটিও ঠিক আছে। সর্বোপেরি, তিনি স্বামীকেও প্রতিটি দিকে সমর্থন করেন। তবে একই স্ত্রীকে কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েডের ঘাতক ডেরেক চৌভিনের স্ত্রী কেলির আদর্শকেও বিবেচনা করতে হবে। (লেখক বরিষ্ঠ সম্পাদক, কলাম্নিস্ট ও রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ)

সহ উপাচার্য বিতর্ক

বোতলবন্দী করে ফেলেছি, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার পর বললেন রাজ্যপাল

কলকাতা, ৩ জুন (হি. স.) : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে সহ উপাচার্য নিয়ে রাজ্যপাল-শিক্ষামন্ত্রী বিতর্কের জের গড়াল মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত। বুধবার রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। এর পর রাজভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যপাল বলেন, "পুরো বিষয়টা আমি মুখ্যমন্ত্রীর বিবেকের ওপর ছেড়ে দিয়েছি।"

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য (প্রশাসন ও শিক্ষা) পদে অধ্যাপক গৌতম চন্দ্রকে সম্প্রতি নিয়োগ করেন রাজ্যপাল তথা আচার্য জগদীপ ধনকর। আর ওই নিয়োগের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক প্রতিক্রিয়া দেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। রাজ্য সরকারের পাঠানো নামের তালিকা থেকে সব নাম বাদ দিয়ে রাজ্যপাল বেছে বেছে বিজেপি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিকে সহ-উপাচার্য পদে বসিয়ে দিয়েছেন বলে পার্থবাবু দাবি করেন। এই নিয়োগ মানা হবে না বলেও শিক্ষামন্ত্রী মন্তব্য করেন। অন্যদিকে, শিক্ষামন্ত্রীর কঠোর সমালোচনা করে কাল এক বিবৃতি দেন রাজ্যপাল। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে শুরু হওয়া বিতর্কে শিক্ষামন্ত্রী যা বলেছেন রাজ্যপাল সম্পর্কে, তার নিন্দা করেই মঙ্গলবার বিবৃতিটি প্রকাশ করে রাজভবন। সংবিধান এবং গণতন্ত্র সম্পর্কে পার্থবাবু কিছুই জানেন না বলেও মন্তব্য করা হয় সেখানে। মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপও চাওয়া হয় রাজভবনের তরফে।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্যের কঠোর সমালোচনা করে বিবৃতিতে লেখা হয় যে, শিক্ষামন্ত্রী যে সব মন্তব্য রাজ্যপাল সম্পর্কে করেছেন, সে বিষয়ে রাজভবন অত্যন্ত কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করছে। রাজ্যপাল সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রীর যে সব মন্তব্য সংবাদমাধ্যমে দেখা গিয়েছে, তার কিছুটা অংশ তুলে ধরা হয় রাজভবনের বিবৃতিতে। রাজ্যপাল সব সময় বিজেপি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের নিয়োগ করতে চান বলে যে মন্তব্য পার্থবাবু করেছিলেন এবং রাজ্যপালকে 'বিজেপির লোক' বলে যে আক্রমণ পার্থ করেছিলেন, তা নিয়ে তীব্র উষ্মা ধরা পড়ে রাজভবনের বিবৃতিতে।

সংশ্লিষ্ট বিতর্কে গতকাল রাজ্যপাল প্রকাশ্যে বলেন, শিক্ষামন্ত্রী যা বলেছেন রাজ্যপাল সম্পর্কে, তা 'অত্যন্ত দুঃখজনক' এবং একজন মন্ত্রীর মুখে এ ধরনের কথা মানায় না। মন্ত্রী হিসেবে পার্থ চট্টোপাধ্যায় যে শপথ নিয়েছেন, সেই শপথের জন্যও এটা অত্যন্ত অবমাননাকর বলে লেখা হয় রাজভবনের বিবৃতিতে। কোন আইনের বলে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য (প্রশাসন ও শিক্ষা) পদে অধ্যাপক গৌতম চন্দ্রকে নিয়োগ করেছেন রাজ্যপাল তথা আচার্য, তা ব্যাখ্যা করে রাজভবনের তরফে বলা হয়, 'পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বিধি (সংশোধান) আইন, ২০১১'-র ৯এ (১) (বি) ধারা অনুযায়ী সহ-উপাচার্য (প্রশাসন ও শিক্ষা)-কে আচার্য নিয়োগ করবেন মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে। কাকে নিয়োগ করা হচ্ছে ওই পদে, তা মন্ত্রীকে জানানো হয়েছিল বলেও রাজভবন দাবি করে। অন্যদিকে শিক্ষামন্ত্রী এর বিরোধিতা করে রাজ্যপালের সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করেন।

বুধবার রাজ্যপাল সাংবাদিকদের বলেন, "এখন শিক্ষাক্ষেত্রে বিতর্কের সময় নয়। এ রকম বিতর্ক পড়ুয়াদের উপকারে আসবে না। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী নিয়ে এদিন সকালে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি। আমিও তাঁর মত এই বিতর্ক অবাঞ্ছিত বলে মনে করি। আমি কোনও বিতর্ক চাই না। উনি উৎসাহপূর্ণ জবাব দিয়েছেন। উনি ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। কিছু পরামর্শও দিয়েছেন। আমি এই আলোচনা আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই।'

গত বছর থেকেই রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর সাংবিধানিক ক্ষমতা বা এক্তিয়ার প্রয়োগয়করতে না পেরে বারবার প্রকাশ্যে ক্ষোভ দেখিয়েছেন আচার্য-রাজ্যপাল ধনকর। বারবার রাজ্যের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছেন। রাজ্যপাল তথা আচার্যের অফিসের গায়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায় আগেও রাজনৈতিক রং লাগানোর চেষ্টা করেছেন এবং এটা কিছুতেই আর মেনে নেওয়া যাবে না গতকাল রাজ্যপাল এই মন্তব্য করেন। বিবৃতিতে তিনি গতকাল লেখেন, পার্থ চট্টোপাধ্যায় যে সব মন্তব্য করেছেন তা প্রত্যাহার করবেন, এমনটাই আশা করছেন। এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাওয়া হচ্ছে বলেও বিবৃতিটির কাল জানিয়েছিলেন রাজ্যপাল।আজ রাজ্যপাল সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "এ রকম পরিস্থিতি এড়াতে ভবিষ্যতে একটা অবাধ ও মসৃণ প্রক্রিয়া তৈরি হবে। মুখ্যমন্ত্রী এবং আমি একই পরিসরে কাজ করছি। আমি অনুঘটকের ভূমিকা নেব।" বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য পদে রাজ্যপাল অধ্যাপক গৌতম চন্দ্রকে বেছে নিয়েছেন। তাঁকে না মেনে অধ্যাপক আশিস পাণিগ্রাহীকে উচ্চশিক্ষা দফতর ওই পদে মনোনীত করেছে। শেষ পর্যন্ত কে ওই কূর্সিতে বসেন, সময়ই তার উত্তর দেবে।

করোনায় করুনায় প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির একটি হিসাব

প্রদীপ্ত রঞ্জন দেব

করোনার প্রেক্ষিতে দীর্ঘ লকডাউনে —'কাজের মধ্যে ছিল শুধু দুই, খাই আর শুই।" গৃহবন্দী। অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কার্য ক্ষেত্র। শুধু আকথা-কুকথায় মনটা ছিল ব্যস্ত। কখন ও কখন যে সু-কথাই মনে আসেনি তাও নয়। সবমিলিয়ে পাঁচ মেশালী ভাব। এই ভাবের ফলেই যে যে কথাগুলি মনে এসেছিল তাই লিপিবদ্ধ করার প্রকাশ এই ক্ষুদ্র লেখায়। সবিনয়ে পাঠক বর্গ মিলিয়ে দেখতে পারেন। করোনা বা সার্স বা ইবোলা ইত্যাদি দীর্ঘকাল আগেই ছিল। শুধু রকম ফের মাত্র। তবে এবারের করোনা বা কভিড-১৯ বহু মাত্রিক। বিধ্বংসী। বিশ্বব্যাপী ত্রাস সৃষ্টিকারী। এক সাথে বহু লোকের প্রাণ হানির এক-বিশ্ব ইতিহাস। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মন্দার এক ভয়ঙ্করী প্রভাব।

এই করোনা বা সার্স ইত্যাদির শুরুয়াত নাকি বেশির ভাগের অংশীদার প্রাচীন চিন নামক এর দেশ। ইউয়েন সাঙ -এর দেশ। পরবর্তীকালে যে দেশ "চিনের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা"। সহসা কেউ ঢুকতেও পারবেনা আবার বেরুতেও পারবেনা। তৎ সঙ্গে রয়েছে ঐ দেশের বিবেকহীন, মানবতা হীন এক বাক রুদ্ধকর শাসন ব্যবস্থা।

ছোট বেলায় কলেজে পড়ার সময় (১৯৬৪-৬৫ ইং) আগরতলা ইউমেনস কলেজও বর্তমান বি বি এম সি কলেজরে (পুর্বতন বি এড্ কলেজ) দেওয়ালে কে বা কারা একটি শ্লোগান লিখে রেখেছিল। যে এরকম —"রুশ-আমেরিকা, চিন সাম্রজ্যবাদী তিন"। তখন শুধু জানতাম রুশ এবং আমেরিকাই ছিল সাম্রজ্যবাদী। এবং পরস্পর সাম্রাজ্য বিস্তারের মূল পাণ্ডা। কিন্তু চিনও যে সাম্রাজ্যবাদী আর এক পাণ্ডা কভিড-১৯ না হলে জানতেই পারতাম না। তারপর তো বুঝার পালা। অথচ যারা ওই শ্লোগানগুলি লিখে ছিলেন তাদের দর্পণে প্রতিফলন হয়েছিল বোধহয়—"রুশ-আমেরিকা,চিন -এ সাম্রাজ্যবাদী তিন। তারও আগে জানতাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্ত যে তো না কোন কালে ও। একে একে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন ও ঘটতে শুরু করলো—কালের প্রবাহে। এখন ব্রিটিশ সিংহ নখ দন্ত বিহীন। কিন্তু বৃদ্ধ ব্রিটিশ সিংহের তেজ কমলো না।

বর্তমানে ঐ ব্রিটিশ সিংহের ঘরেও ঢুকল সাম্রাজ্যবাদী চিনের কভিড-১৯। তছনছ করে দিলো আক্রান্ত ও মৃত্যুর মিছিল। ধ্বস নামিয়ে দিল সামাজিকও অর্থনৈতিক জগতে। শুধু কি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধবস নামালো কভিড-১৯। রুশ আমেরিকা সহ সমগ্র বিশ্বের এক করুণ প্রতিছবি। সামাজিক - অর্থনৈতিক মেরুকরনের জগতে।

এজন্য অবশ্যই চিনকে বাহবা দিতেই হবে। কারণ কম্যুনিস্টারা এতদিন মুটি বদ্ধ হাত শুন্যে তুলে সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসের আবাহ তুলে ছিলেন। শ্রমিক-শিক্ষক-ছাত্র-মেহনতী মানুষের শোষণ মুক্তির কথা বলেছিলেন। আর তলে তলে সাম্রাজ্যবাদী লালসাকে লালন-পালন করে চলে ছিল। কভিড-১৯ কর্মচারী দরদ আসলে বোগাস শ্লোগান। তিনেয়ন-আন-স্কোয়ারে গণতন্ত্র প্রেমি, যুব সামাজকে বুলডজার দিয়ে পিষে মেরেছিল ১০,০০০ যুবক-যুবতীকে। আবার ১৯৮০ সালের জন দাঙ্গায় ও অপহরণ বাণিজ্যের নামে আমাদের ছোট্ট ত্রিপুরায় কি করল কম্যুনিষ্টরা। ভেবে দেখুন। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। এতা জনঞ্জাল।

রুশ আমেরিকা ব্রিটিশ তোমার দীর্ঘদিন সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলে। বাজার অর্থনীতি মুঠু করে রেখেছিল। এবার বোঝা সারা বিশ্বে চিনের আগ্রাসী সাম্রাজ্যের ঠ্যালা। একেক বারে সবাইকে এক সঙ্গে কাত করে দিয়ে নিজের চিনের অস্তিত্বের জানান দিলাম। উঠে এসো দেখি এবার সাম্রাজ্যের কুস্তির ময়দান।

অন্তরীক্ষ থেকে অমর বাণী হলো---"তোমাকে বধিবে যে গকুলে বাড়িছে সে। কথাটা সবার জন্যই প্রযোজ্য। চিনের জন্যও কী নয়?

চিন সারা দুনিয়াকে টাইট করতে গিয়ে নিজেই বুঝি এখন সারা দুনিয়া থেকে গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো না? দুনিয়া জুড়ে ধিক্কার এলো—ছিঃ ছিঃ। একী কাণ্ড করেছিস।

এবার আসুন দেখ কভিড-১৯ এর ফলে প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির হিসাব নিকাষ টুকু।

১) চিন বাদে সারা বিশ্ব এখন এক ভাবনায় প্রেক্ষিত থাক ভিক্ষা তোর কুত্তা সামলা"-অবস্থা।

২) এক যোগে সবাই এক মঞ্চে আসতে বাধ্য হলো।

৩) গৃহীবন্দী হলো সমস্ত পৃথিবী এক সঙ্গে।

৪) বিশ্ব অর্থনীতি ঢলে পড়লো এক সাথে গাড্ডায় এখানো আছে সময় আর বিলম্ব নয়? যদি সবাই এক যোগে রুখে দাঁড়ায় চিনের বিরুদ্ধে। তখন?

৫) সংঘ শক্তি বলো যুগে। সবাইকে (চিন বাদে) একতা বদ্ধ করে দিল কভিড-১৯।

৬) শিক্ষা-স্বাস্থ্য, অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থানের জন্যে এখন সবাইকে এক হতেই হবে।

৭) এই বিশ্বের প্রতিটি সম্পদ স্থাবর জঙ্গম জল, স্থল অন্তরীক্ষা-এর সবার, প্রতিটি বিশ্ব নাগরিকের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতির প্রশ্নে। কেউ পরে নয় সবাই আপন। কবি গাইছেন—

" মানুষ সবাই আপন,
দুঃখে কাঁদি মোরা, সুখে হাসি
প্রিয় জন প্রিয় মুখ ভালবাসী
ক্ষুদার অন্ন মোরা মিলে মিশে খাই
বুঝি সবাকার তাহা প্রয়োজন।

কভিড-১৯ তাই করে দিল।

সমস্ত বিশ্বেকে এক ভাবনায় প্রেক্ষিত করে উদ্বেলিত করে দিল। এক বিশ্ব রাষ্ট্র গঠন করার প্রয়োজনীয়তার কথা।

শ্রীকৃষ্ণ এ ধরাধামে এসেছিলেন এক মহাভারত গঠন করার জন্য। তাহলে একক চিন্তা চেতনায় চলে এলো এক বিশ্বরাষ্ট্র সংরচনার। ওয়ান কোড্ অব কন্ডাক্ট বিশ্বটা ঈশ্বরই বলুন, আল্লাহ বা গড্ যাই বলল কারো নামে বা রাষ্ট্রের নামে দলিল করে দিয়ে দেননি।

সাদা কালো লম্বা বেটে চোখ ডাগর বা চ্যাপ্টা। যেই হোন গবার জন্যই এই ধরণী বিশ্ব পিতা বা বিশ্ব সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তেষ্টা মেটানোর জন্য যে জল কোন বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক তৈরি করে রেখে যাননি। তেমনি প্রাণ বায়ুর জন্য অক্সিজেন বা ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য যে দানা শষ্য তাও কোন কোন জড় বিজ্ঞানী তৈরি করে রাখেননি। যিনি করে রেখেছেন তাঁকে চর্ম চোখে দেখা যায় না। তিনি সর্বভূতেই বিদ্যমান তাঁকে উপলুব্ধি করতে হলে চাই এক সূক্ষাতি সুক্ষা থার্ড আই বা তৃতীয় নয়ন।

তাই দেখা যায় বিশ্ব সৃষ্টির লগ্নেই বিশ্ব স্রষ্টা তাঁর সুষ্ঠু জগতের তাঁর সবার সন্ততিদের সবারজন্য জল, স্থাল, অন্তরীক্ষে সমূদয় সম্পদ তৈরি করে রেখেই ছিলেন।

তাই দেখতে পাই মাতৃ ক্রোড়ে সন্তান আসার পরই মাতৃ স্তনে দুধের যোগান। এটা কি কোন ডাক্তার বৈজ্ঞানিক তৈরি করে দিয়েছেন? এটা অটোমেটিক স্বতঃস্ফূর্ত সেই স্রষ্টারই দান। আমাদের বড়াই করার কি এমন আছে। আমরা স্রষ্টার কাছে শিশু। এই প্রেক্ষিতে একটা গানের কলি মনে পড়ে যায়—

" বিশ্ব যখন হয়নি তখন তুমি শ্রেষ্ঠা
ছিলে কোন্ খানে?
তুমি ছিলে কার মনে?
কেউ ছিলনা কইতে কথা, দিতে
ব্যথা করি প্রাণে?

পঙ্গপালের হানা

ড. রতন ভট্টাচার্য

একদিকে মহামারীর ধাক্কায় থরহরি কম্পমান গোটা দুনিয়া। তারপর আর যা যা হচ্ছে তাতে খুব একটা সুখকর ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছেন না পৃথিবীর মানুষ। সুপার সাইক্লোন আম্ফান, দাবানল, বন্যার পর এবার খাঁড়ার ঘা পঙ্গপাল। পঙ্গপালের অস্তিত্ব মেলে প্রাচীন মিশরীয় ধর্মগ্রন্থ, গ্রীক সাহিত্যে। পঙ্গপালের ইংরেজি 'লোকস্ট', যা লাতিন শব্দ 'লোকস্তা' থেকে এসেছে। লোকস্তা মানে ফড়িং। এরকম পঙ্গলাপের হানার কথা নাকি উল্লেখ করা হয়েছিল বাইবেলে। মহামারীর সঙ্গে এই পঙ্গপালের হানা দুয়ে দুয়ে চার হয়ে যাচ্ছে। বাইবেলের একাধিক জায়গায় এই পঙ্গপালের হানার উল্লেখ আছে। ধ্বংসের ইঙ্গিত দিতেই পঙ্গপালের ব্যবহার কতা হয়েছে। ভগবান খুব রেগে গেলেই পঙ্গপাল পাঠানোর গল্প বাইবেলে। 'বুক অফ এক্সোডাস'-এ রয়েছে এই সংক্রান্ত আরও একটা গল্প। সেই সময় মিশরের শাসক ফরাও ইসরায়েলিদের বন্দি করে রেখেছিলেন। ক্রীতদাস হিসেবে কাজে লাগাতেন তাদের । কোনও ভাবেই মুক্তি দিতে চাইতেন না। মিশরের মানুষ তাই ভগবানের থেকে শাস্তি পেয়েছিল। সেই সময় মিশরকে ১০ রকমের শাস্তি দিয়েছিল ভগবান। জল পরিণত হয়েছিল রক্তে, পোকা আর পঙ্গপালে ছেয়ে গিয়েছিল দেশ। প্রথম সন্তানের জন্ম হলেই তার মৃত্যু হত। যদিও অলৌকিক যুগের কথা তর্কসাপেক্ষ, তবে একথা বলাই যায় যে মানব সভ্যতার প্রায় শুরু থেকেই রয়েছে এই পঙ্গপাল। বরাবরই খাদ্যশস্য খেয়ে শেষ করে ফেলা এদের কাজ। তাই একে ধ্বংসের প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। পঙ্গপালের উৎপাত সম্বন্ধে প্রাচীন মিশনেরর একটি বর্ণনায় উল্লেখিত আছে---পরমেশ্বর আমাদের দেশের উপর দিয়ে সারাদিন সারারাত পূর্ব দিকের বায়ু প্রবাহিত করালেন। প্রভাত হবার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব বায়ু পঙ্গপালের আবির্ভাব ঘটল। পঙ্গপালেরা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। তারা যেন পৃথিবীর সর্বস্থান ঢেকে ফেলল। কাজেই দেশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

দেশের যেখানে লতাপাতা, শাক সব্জি, গাছপালা ছিল, তা সবই নিঃশেষ করে ফেলল। বিস্তীর্ণ মিশরের কোথাও একটু সবুজের চিহ্নমাত্র রইল না। বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির যুগে আজও পঙ্গপালের উপদ্রব প্রতিকারের তেমন কোনও কার্যকর পন্থা আবিষ্কৃত হয়নি। ১৯২৮ সালে ডানাশূন্য অপরিণত বয়স্ক পঙ্গপালের আক্রমণের প্যালেস্টাইন এক প্রকার শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। ১৯২৫ সালে মিশরে পঙ্গপালের আক্রমণ হয়। কিন্তু কীটতত্ত্ববিদ বৈজ্ঞানিকদের সমবেত প্রচেষ্টায় মিশর সে যাত্রায় অনেকটা আত্মরক্ষায় সক্ষম হয়েছিল। আলজিরিয়া, পারস্য, দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা ও রাশিয়ার বহু স্থানে কয়েক বছর পর পর পঙ্গপালের উপদ্রব হয়। তার ফলে সেখানে খাদ্য রেশনের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। ১৯২৬ সালে একমাত্র উত্তর ককেশাস প্রদেশেই প্রায় ৮০ হাজার একর জমির গম, ভুট্টা, বজরা প্রভৃতি শস্য পঙ্গপালের উদরস্থ হয়েছিল। মানুষের ধারণা তৈরি হয়েছে পঙ্গপালের হানা নাকি আসলে পৃথিবী ধ্বংসের কোনও ইঙ্গিত।

ইহুদি কীটতত্ত্ববিদ জ্যাকবের এক রোমাঞ্চকর কাহিনিতে জানা যায় নাৎসী জার্মানরা ইহুদিদের উপর অত্যাচার করার প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হয়ে সিসি বা সিস্টোসাকা গ্রিগেরিয়া নামের পঙ্গপাল পাঠিয়ে ইউরোপের শস্যভাণ্ডার ধ্বংস করা জ্যাকবের পরিকল্পনা ছিল। ইতালি থেকে পঙ্গপাল পাঠানোর পরিকল্পনা ছিল তার। বাই আইজ্যাককে বললেন সেকথা ইহুদি হলেও আইজ্যাক ওরফে ভর্নভ প্রাশিয়ান সেজে নাৎসী জার্মানদের আস্থাভাজন হয়েছিলেন। তাই তিনি ভাইকে ট্রেনে হঠাৎ দেখে কথা দিলেও এরকম পঙ্গপাল পাঠিয়ে প্রতিশোধ নিতে শেষ অবধি রাজি হননি কারণ এরকম নিদারুণ পিবর্যয়ে ইউরোপকে জড়াতে চাননি। উল্টে এই পঙ্গপাল ধ্বংস করার জন্য গোপনে আবিষ্কার করলেন পঙ্গপালের দেহে একটি থেকে অন্যটিতে ছড়িয়ে যাওয়ার এক রোগজীবাণু। শুধু তাই নয়, ১৯৫৮ সালে নাইজেরিয়ান দেখকের লেখা একটি উপন্যাসে রয়েছে পঙ্গপালের উল্লেখ। 'থিংস ফল অ্যাপার্ট নামে ওই উপন্যাসে ধ্বংসের প্রতীক হিসেবে পঙ্গপালের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বাঙালির সঙ্গে পঙ্গপালের

ছয়ের পাতায় দেখুন

বুধবার আগরতলায় স্বাস্থ্য কর্মীদের মধ্যে মাস্ক বিতরণ করেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। ছবি- নিজস্ব।

করোনা পরিস্থিতির অবনতি হলে ছুটিতেই ফিরবে বাংলাদেশ সরকার

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ০৩।। বাংলাদেশে করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতি ক্রমেই অবনতির দিকে গেলে সরকার ফের ছুটিতে ফিরে যাবে। সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলদের সঙ্গে কথা বলে এ তথ্য জানা গেছে।করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ার আশঙ্কার মধ্যেই টানা ৬৬ দিনের ছুটি শেষে গত ৩১ মে থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত বিভিন্ন নির্দেশনা মানা সাপেক্ষে সীমিত পরিসরে সরকারি-বেসরকারি অফিস খুলে দেয়া হয়। একই সঙ্গে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বন্ধ থাকা গণপরিবহনও (বাস, লঞ্চ, ট্রেন) চালু হয়। কিন্তু করোনা পরিস্থিতির উন্নতি নেই।

সংক্রমণ পরিস্থিতি ক্রমেই অবনতির দিকে যেতে থাকলে ফের ছুটি দেয়া হবে কিনা- জানতে চাইলে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বুধবার (৩ জুন) দুপুরে বলেন, 'আমরা যদি দেখি আমাদের ব্যাপক অবনতি ঘটছে তাহলে তো আমাদের বিকল্প কিছু থাকবে না। আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলো চালিয়ে নেয়ার জন্যই এটা খুলে দেয়া হলো।'তিনি বলেন, 'মানুষ যাতে মাস্ক পরে নিরাপদ দূরত্বে থাকে, আমরা সেটা বলছি। যখন মানুষ এটা করতে ব্যর্থ হবে, এবং এটা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে। তখন তো ঘরে থাকা ছাড়া উপায় থাকবে না।'

প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'আমরা জানি যে ৮৫ শতাংশ করোনা আক্রান্ত রোগী ঘরে বসেই চিকিৎসা নিতে পারবে। সংক্রমণ যাতে না বাড়ে সেজন্য আমরা ব্যাপকভাবে চেষ্টা করছি। ছোট দেশ বিশাল জনসংখ্যা, ম্যানেজ করা কঠিন হচ্ছে। আমরা পুলিশ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করছি ইতোমধ্যে।'মানুষের চলাচল বাড়লে করোনা সংক্রমণ আরও বাড়বে জানিয়ে ফরহাদ হোসেন বলেন, 'বিভিন্ন স্টেজ আছে, আস্তে আস্তে ছড়াতে ছড়াতে শেষের দিকে হয়তো বেশি ছড়াবে। এর চেয়েও সামনে বাড়বে হয়তো। বেড়ে আবার নামা শুরু করবে।'

সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশ কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়ে সরকারি দফতরগুলোকে অফিস করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে জানিয়ে তিনি আরও বলেন, 'আমরা ১৫টি দিন দিয়েছি। আজ চতুর্থ দিন যাচ্ছে। প্রথম দিনের চেয়ে আরও কম সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়ে অফিস করছি। আমাদের ম্যাসেজটা অলরেডি সব জায়গায় পৌঁছে গেছে। অফিস টাইমটাও খুবই ফ্লেক্সিবল। যার যখন কাজ শেষ হবে দ্রুত চলে যাবে। যদি কেউ ২ ঘণ্টায় কাজ শেষ করতে পারে সে চলে যাবে। যদি না এসে বাসায় বসে করতে পারে করে দেবে। কোনো কিছু আটকাবে না। কিন্তু মুভমেন্টটা কম থাকবে।'

গত সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন, 'হুড়োহুড়ি, বাড়তি যাত্রী হওয়া, স্বাস্থ্যবিধি না মেনে দেশকে আরো সংকটে নিমজ্জিত করতে পারে। আমি পরিবহন মালিক ও শ্রমিকদের সংকটে মানবিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপনের অনুরোধ জানাচ্ছি। আমাদের অসচেতনতা এবং স্বাস্থ্যবিধি না মানায় পরিস্থিতির যদি আরও অবনতি হয় তাহলে জনস্বার্থে সরকার আবারও কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবে।'স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ও করোনা সংক্রান্ত মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক মো. হাবিবুর রহমান খান বলেন, 'আমাদের হাতে আরও কিছুটা দিন সময় আছে। আমরা পরিস্থিতি দেখছি। পরিস্থিতির উন্নতি হলেও তো কোনো সমস্যা নেই। তবে অবনতি হতে থাকলে আমরা বসে তখন করণীয় সিদ্ধান্ত নেব।'মার্চ মাসের শুরুতে দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগী প্রথম ধরা পড়ে। পরিস্থিতি ক্রমে অবনতির দিকে যেতে থাকলে ২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে সরকার। এরপর দফায় দফায় ছুটি বাড়তে থাকে। সর্বশেষ ঘোষণা অনুযায়ী গত ৩০ মে ছুটি শেষ হয়।দীর্ঘ ছুটির কারণে ইতিমধ্যে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা নেমেছে। কষ্টে পড়েছে নানা শ্রেণি পেশার মানুষ। তাই এখনও করোনাভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতির উন্নতি না থাকলেও জীবিকা ও অর্থনৈতিক কারণে ছুটির পথ থেকে সরে এসেছে সরকার।

বুধবার (৩ জুন) দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস বিষয়ক নিয়মিত হেলথ বুলেটিনে জানানো হয়, দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। টানা দ্বিতীয় দিনের মতো এতো সংখ্যক মানুষের মৃত্যু হলো। এতে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ৭৪৬ জনে। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন দুই হাজার ৬৯৫ জন। এতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৫৫ হাজার ১৪০ জনে।

পরিযায়ী শ্রমিক প্রসঙ্গে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ৩ জুন (হি. স.): পরিযায়ী শ্রমিক প্রসঙ্গে ফের কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়ালো কংগ্রেস। পরিযায়ী শ্রমিকদের বিনামূল্যে ট্রেনে করে বাড়ি পাঠানোর যে দাবি কেন্দ্র করেছে তা ভিত্তিহীন। সরকারের মিথ্যে দাবির থেকে পর্দা খসে পড়েছে। সুপ্রিম কোর্টে দাঁড়িয়ে সলিসিটর জেনারেল জানিয়েছিলেন পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি ফেরানোর জন্য ট্রেনের ভাড়া রাজ্য সরকারগুলি থেকে নেওয়া হয়েছে। সেখানে কোথাও কেন্দ্রের কোনও উল্লেখ করা হয়নি। কখনই মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ইচ্ছা কেন্দ্র দেখায়নি বলে দাবি করেছে কংগ্রেস।

ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা অভিষেক মনু সিংভি জানিয়েছেন, এদিন সুপ্রিম কোর্টে দাঁড়িয়ে সলিসিটর জেনারেল মেনে নিয়েছেন যে গরীব এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের ট্রেনে করে বাড়ি ফেরানোর জন্য শুরু থেকে রাজনীতি করে গিয়েছে কেন্দ্র।শুধুমাত্র আর্থিকভাবে লাভবান হবার জন্যই রেল চালিয়েছে কেন্দ্র। ট্রেনের ভাড়ার টাকাটা গরিবের এবং রাজ্যগুলির থেকে উসুল করা হয়েছে। নিজেদের কর্তব্য পালন না করে বিজেপি সরকার মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। রেলভাড়া ৮৫ শতাংশ ভর্তুকির কথা যে কেন্দ্র এতদিন বলে আসছিল আদালতে গিয়ে তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যে দাবি করে আসছিল তা যে বিভ্রান্তি মূলক সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। অবিলম্বে পদত্যাগ করা উচিত রেলমন্ত্রীর। মোদী সরকার পরিযায়ীদের বাড়ি ফেরানোর জন্য একটা টাকাও খরচ করেনি।উল্টে পানীয় জল এবং খাবার সরবরাহের জন্য বাড়তি ৩০ টাকা এবং অতিরিক্ত সুপারফাস্ট শুল্ক ২০ টাকা ধার্য করেছে।

অভিষেক মনু সিংভি আরও জানিয়েছেন, বিজেপি সরকারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ এবং অবিশ্বাস থেকেই ধৈর্য হারিয়ে মানুষ পায়ে হেঁটে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে।

ত্রাণ এবং আশ্রয় পৌঁছে দিতে ব্যর্থ হয়েছে বিজেপি সরকার। নিজেদের ব্যর্থতা বিজেপি সরকার পরিযায়ীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। ট্রেনের মধ্যে ন্যূনতম সুবিধা ও স্বচ্ছন্দটুকু ছিল না। এর মধ্যেই পরিযায়ীদের যাতায়াত করতে হয়েছে। ট্রেন থেকে নামানো লাশ তার পরিচয় বহন করে।ট্রেনের মধ্যে খাবারের কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি।প্রায় প্রতিটি ট্রেন প্রায় ৮ ঘণ্টা দেরিতে চলেছে।

বায়ুসেনা জওয়ানদের সতর্ক ও সুস্থ থাকার বার্তা এয়ার মার্শালের

নয়াদিল্লি, ৩ জুন (হি. স.): ওয়েস্টার্ন এয়ার কমান্ড এর এয়ার অফিসার কমান্ডিং ইন চিফ এয়ার মার্শাল বি সুরেশ বুধবার পঞ্জাবে বায়ুসেনা ঘাঁটি হলবারা পরিদর্শনে আসেন। সেখানে তাকে স্বাগত জানান এয়ার ফোর্স স্টেশনের এয়ার অফিসার কমান্ডিং এয়ার কমোডর এ ভদ্র। পঞ্জাবের হলবারা বায়ুসেনার বিমান ঘাঁটি সবথেকে পুরনো এবং প্রথম শ্রেণীর এয়ার বেস হিসেবে পরিচিত। ১৯৬৫ এবং ১৯৭১ সালের ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে হওয়া যুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল বায়ুসেনার এই বিমান ঘাঁটি। এই বিমানঘাঁটিতে রয়েছে বায়ুসেনার ২২০ নম্বর স্কোয়াড্রন এবং সুখোই ৩০ এমকেআই যুদ্ধবিমান বিশিষ্ট ২২১ নম্বর স্কোয়াড্রন।নিজের সফরে বি সুরেশ গোটা বিমানঘাঁটির প্রস্তুতি এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক খতিয়ে দেখেন। বিমান ঘাঁটিতে করোনার বিরুদ্ধে নেওয়া যাবতীয় পদক্ষেপ তিনি খতিয়ে দেখেন। বর্তমানে যে প্রতিরক্ষা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তাতে সকল বায়ুসেনা কর্মী এবং জওয়ানদের সুস্থ এবং সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। পাশাপাশি এই সকল জওয়ানদের সাহসিকতার প্রশংসা করেছেন। তার কথায় সম্পদের সঠিক ব্যবহার এবং সর্তকতা একান্তভাবেই জরুরি।

নাগাল্যান্ডে কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৫৮, উত্তরপূর্বে সর্বোচ্চ অসম, দ্বিতীয় স্থানে ত্রিপুরা

গুয়াহাটি, ৩ জুন (হি.স.) : উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যতম রাজ্য নাগাল্যান্ডেও প্রতিদিন বাড়ছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। নতুন আরও নয়জনের শরীরে করোনা পজিটিভের উপস্থিতি ধরা পড়েছে। এ নিয়ে নাগাল্যান্ডে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৫৮ হয়েছে। নতুন আক্রান্ত সকলেই চেন্নাই থেকে সংক্রমিত হয়ে এসেছেন বলে বুধবার রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী এস পাংগ্যু ফোম তাঁর টুইটার হ্যান্ডলে লিখে জেনিয়েছেন।

মন্ত্রী জানান, মঙ্গলবার চেন্নাই থেকে আগত ১১৫ জনের সোয়াব টেস্ট হয়। তাঁদের মধ্যে ৯ জনকে পজিটিভ রোগী বলে শনাক্ত করা হয়েছে। রাজ্যের মোট ৫৮ জন কোভিড হাসপাতাল চিকিৎসাধীন।

এদিকে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবরে প্রকাশ, নাগাল্যান্ড একজন করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হয়নি বা কেউ এখনও সুস্থও হননি। আক্রান্তদের মধ্যে ৩৬ জন ডিমাপুর জেলা, ১৭ জন কোহিমা এবং ৫ জন তুয়েংসাং জেলার বাসিন্দা। অন্য আট জেলার কোনও রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়নি, জানিয়েছে সূত্রটি। প্রসঙ্গত, গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে সর্বাধিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা অসমে। অসমে এই খবর লেখা পর্যন্ত কোভিড-১৯ সংক্রমণে আক্রান্ত হয়েছেন ১, ৬৭২ জন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ৩৩৭ জন এবং মৃত্যুবরণ করেছেন চারজন। সক্রিয় ১৩২৮ জন করোনা রোগী বিভিন্ন হাসপাতালের চিকিৎসাধীন।

অন্যদিকে করোনা-আক্রান্তের তলিকায় দ্বিতীয় ত্রিপুরায় ৫২০টি করোনা মামলার মধ্যে ১৭৩ জনকে সুস্থ বলে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় স্থানাধিকারী মণিপুরে ৮৯ জনের মধ্যে ১৪ জন সুস্থ হয়েছেন। মেঘালয়ে ২৭টি পজিটিভ মামলা ধরা পড়েছে। তার মধ্যে একজনের মৃত্যুর পাশাপাশি ১২ জনকে

ছয়ের পাতায়

বাংলাদেশে করোনা আক্রান্ত হয়ে এক দিনে ৩৭ জন মারা গেছেন

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ০৩।। করোনাভাইরাস আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘন্টায় বাংলাদেশে ৩৭ জন মারা গেছেন। এ নিয়ে দেশে করোনায় মারা গেছেন ৭৪৬ জন।এ ছাড়া দেশে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৫৫ হাজার ছাড়িয়েছে। বর্তমানে এ ভাইরাসে আক্রান্ত ৫৫ হাজার ১৪০ জন রোগী রয়েছেন। গত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ২ হাজার ৬৯৫ জন। বুধবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন হেলথ বুলেটিনে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা এসব তথ্য জানান।তিনি জানান, করোনাভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১১ হাজার ৫৯০ জন। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন সুস্থ হয়েছেন ৪৭০ জন।গতকালের চেয়ে আজ ২১৬ জন কম আক্রান্ত হয়েছেন। গতকাল আক্রান্ত হয়েছিলেন ২ হাজার ৯১১ জন। নমুনা পরীক্ষায় আজ আক্রান্তের হার ২১ দশমিক ৫৪ শতাংশ। আগের দিন এ হার ছিল ২২ দশমিক ৯১ শতাংশ। সোমবার ছিল ২০ দশমিক ৮১ শতাংশ।শনাক্ত বিবেচনায় আজ সুস্থতার হার ২১ দশমিক ০২ শতাংশ ও মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩৫ শতাংশ। আগের দিন সুস্থতার হার ছিল ২১ শতাংশ ও মৃত্যুর হার ছিল ১ দশমিক ৩৫ শতাংশ। সোমবার সুস্থতার হার ছিল ২১ দশমিক ৩৯ শতাংশ এবং মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩৬ শতাংশ।

নাসিমা সুলতানা জানান, 'করোনাভাইরাস শনাক্ত করতে গত ২৪ ঘন্টায় নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে সর্বাধিক ১৫ হাজার ১০৩টি। আগের দিন নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল ১৪ হাজার ৯৫০টি। গতকালের চেয়ে আজ ১৫৩টি নমুনা বেশি সংগ্রহ হয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় দেশে ৫০টি পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ১২ হাজার ৫১০টি। আগের দিন নমুনা পরীক্ষা হয়েছিল ১২ হাজার ৭০৪টি। গত ২৪ ঘন্টায় আগের দিনের চেয়ে ১৯৪টি কম নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ৩ লাখ ৪৫ হাজার ৫৮৩টি।তিনি জানান, গত ২৪ ঘন্টায় যারা মারা গেছেন তাদের মধ্যে ২৮ জন পুরুষ এবং ৯ জন নারী। ১৯ জন ঢাকা বিভাগে, ১৩ জন চট্টগ্রাম বিভাগে, ২ জন রংপুর বিভাগে এবং ১ জন করে সিলেট ও খুলনা বিভাগে মারা গেছেন। বয়স বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ৭১ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে ৪ জন, ৬১ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে ১২ জন, ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে ১২ জন, ৪১ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে ৫ জন, ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে ৩ জন, ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে ১ জন মারা গেছেন। তাদের মধ্যে হাসপাতালে ৩১ জন এবং বাসায় ৫ জন মারা গেছেন। মৃত অবস্থায় হাসপাতালে এসেছেন ১ জন।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশনে রাখা হয়েছে ৩৯৫ জনকে। বর্তমানে মোট আইসোলেশনে আছেন ৬ হাজার ৪৯৮ জন। আইসোলেশন থেকে ২৪ ঘণ্টায় ১৩৭ জন এবং এখন পর্যন্ত মোট ৩ হাজার ৫৪৪ জন ছাড়পত্র পেয়েছেন। দেশে মোট আইসোলেশন শয্যা রয়েছে ১৩ হাজার ২৮৪টি। এর মধ্যে রাজধানী ঢাকায় ৭ হাজার ২৫০টি এবং ঢাকার বাইরে বিভিন্ন হাসপাতালে ৬ হাজার ৩৪টি শয্যা রয়েছে। সারাদেশে আইসিইউ শয্যার সংখ্যা ৩৯৯টি এবং ডায়ালাইসিস ইউনিট রয়েছে ১১২টি। রাজধানীর বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টারে করোনা ডেডিকেটেড ২ হাজার বেডের হাসপাতালে রোগী ভর্তি শুরু হয়েছে।তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় প্রাতিষ্ঠানিক ও হোম পর্যায়ে কোয়ারেন্টিন করা হয়েছে ২ হাজার ৪২৮ জনকে। এখন পর্যন্ত মোট ২ লাখ ৯২ হাজার ৮১৩ জনকে কোয়ারেন্টিন করা হয়েছে। কোয়ারেন্টিন থেকে গত ২৪ ঘণ্টায় ৩ হাজার ১৪৫ জন এবং এখন পর্যন্ত ২ লাখ ৩৪ হাজার ৯৮৫ জন ছাড়পত্র পেয়েছেন। বর্তমানে কোয়ারেন্টিনে আছেন মোট ৫৭ হাজার ৮২৮ জন।দেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য ৬২৯টি প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে সেবা দেয়া যাবে ৩১ হাজার ৯৯১ জনকে।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, কেন্দ্রীয় ঔষধাগার থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (পিপিই) গত ২৪ জানতে সংগৃহিত হয়েছে ৯ হাজার ৯০৭টি। এ পর্যন্ত সংগ্রহ করা হয়েছে ২৫ লাখ ৯ হাজার ১৪২টি। গত ২৪ ঘন্টায় বিতরণ করা হয়েছে ৯ হাজার ৮শ'টি। এ পর্যন্ত মোট বিতরণ করা হয়েছে ২১ লাখ ৭০ হাজার ৫২৩টি। বর্তমানে ৩ লাখ ৩৮ হাজার ৬১৯টি পিপিই মজুদ রয়েছে।গত ২৪ ঘন্টায় হটলাইন নম্বরে ১ লাখ ৭৭ হাজার ৬৬টি এবং এ পর্যন্ত প্রায় ৯২ লাখ ৫০ হাজার ৫৭৭টি ফোন কল রিসিভ করে স্বাস্থ্য সেবা ও পরামর্শ দেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।তিনি জানান, করোনাভাইরাস চিকিৎসা বিষয়ে এ পর্যন্ত ১৬ হাজার ২৫৮ জন চিকিৎসক অনলাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ২৪ ঘন্টায় আরও ৫ জন চিকিৎসক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এদের মধ্যে ৪ হাজার ২১৭ জন স্বাস্থ্য বাতায়ন ও আইইডিসিআর হটলাইনগুলোতে স্বেচ্ছাভিত্তিতে সপ্তাহে ৭ দিন ২৪ ঘন্টা জনগণকে চিকিৎসাসেবা ও পরামর্শ দিচ্ছেন।ডা. নাসিমা সুলতানা জানান, দেশের বিমানবন্দর, নৌ, সমুদ্রবন্দর ও স্থলবন্দর দিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় ১ হাজার জনসহ সর্বমোট বাংলাদেশে আগত ৭ লাখ ৪ হাজার ৫৪০ জনকে স্ক্রিনিং করা হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরিস্থিতি তুলে ধরে তিনি জানান, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২ জুন পর্যন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ২৪ ঘন্টায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১১ হাজার ৩৩৩ জন। এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ২ লাখ ৮৩ হাজার ৮৪৫ জন। গত ২৪ ঘন্টায় মারা গেছেন ২৫৭ জন এবং এ পর্যন্ত ৮ হাজার জন।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২ জুন পর্যন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী, সারাবিশ্বে ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১ লাখ ১৩ হাজার ১৯৮ জন। এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ৬১ লাখ ৯৪ হাজার ৫৩৩ জন। গত ২৪ ঘন্টায় ৪ হাজার ২৪২ জন এবং এ পর্যন্ত ৩ লাখ ৭৬ হাজার ৩২০ জন মারা গেছেন।

১৪৪ ধারা কাছাড় জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায়

শিলচর (অসম), ৩ জুন (হি.স.) : কাছাড় জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় সিআরপিসি-র ১৪৪ টি ধারা জারি করেছেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কীর্তি জল্লি। জেলার আন্তর্জাতিক সীমান্ত নিরাপত্তা পরিস্থিতি পুনর্বিবেচনা করা এবং বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশ সহ সীমান্ত দিয়ে কাছাড় থেকে বাংলাদেশে পণ্য সরবরাহ, গবাদি পশু ইত্যাদি পাচার রুখতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তথা জেলাশাসক কীর্তি জল্লি এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই নির্দেশিকা জারি করেছেন।

ওই নির্দেশিকার বলে কাছাড় জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ১ কিলোমিটারের মধ্যে কোনও ব্যক্তিকে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত যাওয়ার অনুমতি রদ করা হয়েছে। তাছাড়া কোনও ব্যক্তিকে সুরমা নদী এবং নদীর পাশে উঁচু তীরেও চলাচল করতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয়ের মাঝামাঝি কাছাড় জেলার ভারত ভূখণ্ডে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে সুরমা নদীতে কোনও ব্যক্তিকে নৌকা চালানোর ক্ষেত্রেও নিষেধ করা হয়েছে। অবশ্য মাছ ধরার জন্য কেবল স্থানীয় মানুষকে সংশ্লিষ্ট এলাকার সার্কল অফিসার তথা প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে। তবে তা লেসির শর্ত অনুসারে ইজারাদারের কাছ থেকে অনুমতি প্রাপ্তির পর তাঁদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য এবং এজাতীয় অনুমতির অনুলিপি কাছাড় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং ধলছড়াষ ১৩১ নম্বর বিএসএফ-এর কমান্ডেন্টের কাছে পাঠানো হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, জেলার আন্তর্জাতিক সীমান্তের পাঁচ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে কোনও ব্যক্তিকে ঠালাগাড়ি রিকশা ইত্যাদি যে কোনও যানবাহনে করে বা অন্য কোনওভাবে সূর্যাস্ত এবং সূর্যোদয়ের মধ্যে চাল, চিনি, গম, ভোজ্য তেল, এসকে তেল এবং লবণ বহন করতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, কাছাড়ের বাংলাদেশ সীমান্তে কাটিগড়ার সার্কল অফিসার এ বিষয়ে অনুমতিপত্র জারি করতে পারেন। এ তিনি সরবরাহকারীকে একটি অনুলিপি সহ স্থানীয় সরবরাহ কর্মকর্তাদের কাছ থেকে যাচাইয়ের পর নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে, সময় ও স্থানের জন্য কেবলমাত্র ছাড়ের অনুমতি দিতে পারবেন। শিলচরের ডিডিআইপিআর দফতর থেকে এক প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে বুধবার এই নির্দেশিকার তথ্য জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশের জনগন সচেতন না হলে সরকার আবারও কঠোর হবে : ওবায়দুল কাদের

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ০৩।। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, সবাই সচেতন না হলে জনস্বার্থে সরকার আবারও কড়াকড়ি আরোপ তথা কঠোর হতে বাধ্য হবে।করোনার সংক্রমণ ঠেকাতে সবাইকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনাগুলো কঠোরভাবে মেনে চলার আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, 'সবাইকে সচেতনতার প্রাচীর গড়ে তুলতে হবে। নেতাকর্মীরা নিজেরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবেন এবং জনগণকে সচেতন করবেন। করোনা সংক্রমণ রোধে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।'

জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায় নিজের সরকারি বাসভবন থেকে মেট্রোরেল প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে ওবায়দুল কাদের এসব কথা বলেন।সেতুমন্ত্রী বলেন, শেখ হাসিনা সরকারের সাহসী মানবিক এবং উদ্যমী প্রয়াস দেশ-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও কিছু কিছু মানুষ স্বাস্থ্যবিধি মানতে শৈথিল্য প্রদর্শন করছে। যা সংক্রমণের মাত্রাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে।এতে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে, মৃত্যুর হারও ক্রমেই বাড়ছে। এ অবহেলা নিজের জন্যই শুধু নয়, পরিবার সমাজ তথা অন্যদের জন্যও ভয়ানক পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে।ঐক্যবদ্ধ সাহসী ও মানবিক প্রয়াস সংকট উত্তরণের পথ সুগম করবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'সব রাজনৈতিক দলকে সরকারকে সহায়তা এবং দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানিয়েছি। কিন্তু একটি দল সার্কাসের হাতির মতো সমালোচনার বৃত্তেই আবর্তিত হচ্ছে। সেই দলটি বিএনপি। তারা সংকটকে পুঁজি করে, রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে চায়। এটা তাদের কার্যক্রমে ইতোমধ্যে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।'

তিনি বলেন, 'ক্রম অবনতিশীল এ পরিস্থিতিতে সরকার সংক্রমিত এলাকা এবং নানান দিক বিবেচনায় নিয়ে এলাকাভিত্তিক জোনে বিভক্ত করার বিষয়টি ভাবছে। বিশেষজ্ঞরা এ বিষয়ে কাজ করছেন। কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে।'

গণপরিবহনের অতিরিক্ত ভাড়া আদায় ও স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'অধিকাংশ গণপরিবহন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছে। আবার বেশ কিছু অভিযোগ আমরা পাচ্ছি। আমি প্রশাসনিক নজরদারি বাড়ানোর অনুরোধ করেছি।'তিনি বলেন, গণপরিবহনে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ইতোমধ্যে ভাড়া বাড়ানো হয়েছে। এ ব্যাপারে মালিক, শ্রমিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অতিরিক্ত ভাড়া আদায়কারীদের বিরুদ্ধ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিআরটিএ'কে নির্দেশনা দিচ্ছি।

একদিনে দেশে ১,৩৭,১৫৮ জন ব্যক্তির লালারস পরীক্ষা করা হয়েছে : আইসিএমআর

নয়াদিল্লি, ৩ জুন (হি.স.): ভারতে দ্রুত গতিতে বাড়ছে কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা। একইহারে চলছে করোনা-পরীক্ষাও। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ১৫৮ জন ব্যক্তির লালারস পরীক্ষা করা হয়েছে। ফলে এ পর্যন্ত সারা ভারতে এই পরীক্ষার মোট সংখ্যা দাঁড়াল ৪১ লক্ষ ৩ হাজার ২৩৩।

বুধবার সকালে আইসিএমআর জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ১৫৮ জন ব্যক্তির লালারস পরীক্ষা করা হয়েছে। ফলে এ পর্যন্ত সমগ্র ভারতে করোনা-টেস্টের মোট সংখ্যা দাঁড়াল ৪১ লক্ষ ৩ হাজার ২৩৩।

নিজের তিন মাসের বেতনের ৩০ শতাংশ দানের সিদ্ধান্ত মিজোরামের রাজ্যপাল শ্রীধরণের

আইজল, ৩ জুন (হি.স.) : অতিমারি করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিজের তিন মাসের বেতন থেকে ৩০ শতাংশ দান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মিজোরামের রাজ্যপাল পিএস শ্রীধরণ পিল্লাই। রাজভবন সূত্রে এ কথা জানা গেছে।

জানা গেছে, ইতিমধ্যে ১ লক্ষেরও বেশি টাকা রাজ্যের কোভিড-১৯ ফান্ড অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করেছেন মিজোরামের রাজ্যপাল। এছাড়া অতিমারিতে সারা বিশ্ব বিপুল অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। তার প্রতি লক্ষ্য রেখে ২০২০-২১ অর্থবর্ষে রাজভবনে নতুন করে সংস্কারের কাজ বন্ধ থাকবে। অপ্রয়োজনীয় খরচ কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রাজ্যপাল পিএস শ্রীধরণ পিল্লাই।

উল্লেখ্য, মিজোরাম গত সোমবার পর্যন্ত করোনা মুক্ত রাজ্য ছিল। মিজোরামে একমাত্র কোভিড-১৯ পজিটিভ রোগী গত ৯ মে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠার পর রাজ্যকে গ্রিন জোন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। তার পর বহিরাজ্যে আটক মিজোরামের নাগকিকরা রাজ্যে প্রবেশ করলে এক রাতের মধ্যে ১২ জনের দেহে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়ে।

দেবাশিস গগৈ গণহত্যা : আটক মরিয়নির গাভরু চা বাগানের দুই ম্যানেজার

মরিয়নি (অসম), ৩ জুন (হি.স.) : উজান অসমের যোরহাট জেলার মরিয়নির গাভরু চা বাগানে দেবাশিস গগৈ গণ-হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সংশ্লিষ্ট বাগানের দুই ম্যানেজারকে আটক করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে মরিয়নি থানার পুলিশ ওই চা বাগানের চিফ ম্যানেজার জয়দীপ কল এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার বলবীর সিংকে জেরার জন্য আটক করেছে। উভয়কে বাগানে তাঁদের বাংলোবাড়ি থেকে আটক করে সোজা মরিয়নি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

জানা গেছে, থানায় মহকুমা পুলিশ অফিসার অরমিত হোজাই দুই ম্যানেজারকে টানা জেরা করছেন। প্রসঙ্গত এখন পর্যন্ত মরিয়নি থানার পুলিশ গাভরু চা বাগানে গণ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ১১ জনকে আটক করে নিজেদের হেফাজতে রেখেছে। তাদেরও দফায় দফায় জেরা করছে পুলিশ। উল্লেখ্য, গত ২৯ মে মরিয়নির গাভরু চা বাগানে গণ প্রহারে মৃত্যু হয়েছিল নাকসারির তরতাজা যুবক দেবাশিস গগৈয়ের। তার মৃত্যুতে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। দোষীদের ধরে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

বিক্ষোভে রাস্তায় তারকারাও

কেবল ঘরে বসে কণ্ঠ ছাড়েননি মার্কিন তারকারা। কেবল টুইট করেই ঘুমিয়ে পড়েননি। করোনাকে ভুলে বিক্ষুব্ধ মানুষের সঙ্গে পথে নেমেছেন তাঁদের অনেকে। পুলিশের পায়ে পিষ্ট হয়ে মারা যাওয়া কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিকের মৃত্যুর প্রতিবাদ করেছেন। যেন করোনায় ভয় নেই তাঁদের।গত ২৫ মে যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যে পুলিশের নির্যাতনে মারা যান সাবেক বাস্কেটবল খেলোয়াড় জর্জ ফ্লয়েড। আফ্রো-আমেরিকান এই ব্যক্তির মৃত্যুতে ফুঁসে উঠেছে সারা বিশ্ব। যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা, আটলান্টা, লস অ্যাঞ্জেলেস, নিউইয়র্ক সিটি, ওয়াশিংটন ডিসিসহ দেশটির বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের প্রধান সব শহরের পথে নেমেছেন লাখ লাখ মানুষ। তাঁদের দলে ভিড়েছেন অস্কার ও গ্র্যামিজয়ী মার্কিন তারকারা।

অস্কারজয়ী অভিনেতা জেমি ফক্স বলেছেন, 'আমরা অবস্থান নিতে ভয় পাই না, আমরা কোনো কিছুর তোয়াক্কা করি না।' সান ফ্রান্সিসকোর পথে পথে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীরা যখন মৃত ফ্লয়েডের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে চিৎকার করছিলেন, 'আমি শ্বাস নিতে পারছি না', সেই দলে ছিলেন ফক্সও। তারকাদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, 'হলিউডের বন্ধুরা, চলে এসো। এটা ঘরে বসে থাকার সময় নয়, এটা টুইট বা খুদেবার্তা পাঠানোর সময় নয়।'

বিক্ষুব্ধ মানুষের দলে ফ্লয়েডের ছবি হাতে ছিলেন মার্কিন অভিনেতা নিক ক্যানন, প্রতিবাদী বার্তা হাতে গায়িকা আরিয়ানা গ্রান্ডে। অভিনেত্রী টেসা থম্পসনকে চিৎকার করতে দেখা গেছে 'আমেরিকা আমাদের' বলে। 'দ্য ইনসিকিউর' ছবির অভিনেতা কেনড্রিক স্যাম্পসন জানিয়েছেন, বিক্ষোভে গিয়ে সাতবার রাবার বুলেটে বিদ্ধ হয়েছেন তিনি, লাঠিপেটা খেয়েছেন তাঁর বন্ধু। গায়িকা কেহলানিকে দেখা গেছে প্ল্যাকার্ড হাতে, তাতে লেখা 'আমাদের অস্তিত্বকে শ্রদ্ধা করো, নয়তো রুখে দেব।'

সালমানের জন্যই শেষ সুর বেঁধেছিলেন ওয়াজিদ

প্রথমে ইরফান খান, তারপর ঋষি কাপুর। একের পর এক নক্ষত্রপতন ঘটেছে বলিউড। সোমবার আবারও শোকস্তব্ধ বলিউড। রোববার দিবাগত রাতে মারা গেলেন সংগীত পরিচালক ওয়াজিদ খান। বয়স হয়েছিল ৪২ বছর। মুম্বাইয়ের এক বেসরকারি হাসপাতালে মারা যান তিনি। তবলাবাদক ওস্তাদ সারফত আলী খানের ছেলে ওয়াজিদ। ভাই সাজিদের সঙ্গে জুটি বেঁধে গত ২০ বছর ধরে বলিউড কাঁপিয়েছেন তিনি।

হাসিখুশি, প্রাণবন্ত এই সংগীত পরিচালকের সঙ্গে বলিউডের অনেকেরই আত্মিক সম্পর্ক ছিল। তবে এঁদের সবার মধ্যে বলিউড সুপারস্টার সালমান খানের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক ছিল। এমনকি ওয়াজিদ তাঁর জীবনের শেষ কাজ সালমানের সঙ্গে করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে রীতিমতো ভেঙে পড়েছেন সালমান। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই বলিউড নায়ক ওয়াজিদের প্রতি শোকবার্তা দেন। বলিউডের সংগীত দুনিয়ার দুই ভাই সাজিদ-ওয়াজিদ জুটি সৃষ্টি করেছেন একাধিক অমর সুর। এই জনপ্রিয় জুটি আজ বাঁধনহারা। কিছুদিন আগে ঈদের দিন তাঁরা একত্রে উপহার দেন "ভাই ভাই" গানটি। সালমান খানের এই গানে ওয়াজিদ সাজিদের সঙ্গে সুর দেন। শুধু তা—ই নয়, এই লকডাউনের সময়ে সালমানের জন্য নতুন সুর বেঁধেছিলেন ওয়াজিদ। সালমান খান কোভিড—১৯ এর ওপর "প্যায়ার করোনা" গানটি গেয়েছিলেন। এই গানে ওয়াজিদ সুর দিয়েছিলেন।

২০ এপ্রিল ভাইজানের গানটি তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে রিলিজ হয়েছিল। সালমানের সঙ্গে জীবনের শেষ সুরটি ওয়াজিদ বেঁধেছিলেন।

আবার এই সুপারস্টারের সঙ্গেই তিনি তাঁর সংগীত সফর শুরু করেছিলেন। ওয়াজিদ তাঁর বলিউডি ক্যারিয়ার শুরু করেন ১৯৯৮ সালে, ভাইজানের সঙ্গে। সোহেল খান পরিচালিত "প্যায়ার কিয়া তো ডরনা ক্যায়া" ছবিতে সংগীত পরিচালনা করে অভিষেক হয় সাজিদ-ওয়াজিদ জুটির। এই ছবির নায়ক ছিলেন সালমান খান। আর নায়িকা ছিলেন কাজল। সালমানের একাধিক ছবিতে সুপারহিট গান উপহার দিয়েছেন এই জনপ্রিয় সংগীত পরিচালক। ওয়াজিদ সালমানকে তাঁর গডফাদার হিসেবে মানতেন। সব সময় মুক্ত কণ্ঠে সালমানের প্রশংসা করতেন তিনি। ওয়াজিদ সালমানের "দাবাং", "বীর", "ওয়ান্টেড", "নো প্রবলেম", "গড তুসি গ্রেট হো", "পার্টনার"সহ আরও ছবিতে গানও গেয়েছেন। সাজিদ-ওয়াজিদের জুটি "এক থা টাইগার", "দাবাং", "দাবাং টু", "দাবাং থ্রি", "রাউডি রাঠোর", "পার্টনার", "সন অব সরদার", "হাউসফুল টু"র মতো ছবিগুলো গান দিয়ে সাজিয়ে তুলেছেন। সালমানের অত্যন্ত প্রিয় বিটাউনের এই মানিকজোড়। তাই তিনি তাঁর একাধিক ছবির সংগীতের দায়িত্ব সাজিদ-ওয়াজিদের ওপর তুলে দিয়েছিলেন। সালমানের সঙ্গে কাজ করাকে ওয়াজিদ এক শিক্ষণীয় সফর বলে মনে করতেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সালমান ওয়াজিদের উদ্দেশে বলেন, "ওয়াজিদকে আমি সারা জীবন ভালোবাসব, এবং সম্মান করব।

একজন ব্যক্তি এবং প্রতিভাবান হিসেবে সর্বদা তোমার অভাব অনুভব করব। আর তোমাকে স্মরণ করব।

ভালোবাসা নিয়ো। তোমার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।" শোক প্রকাশ করেছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়াও। লিখেছেন, "ওয়াজিদ ভাই, তোমার ওই হাসিটা খুব মিস করব। বড্ড তাড়া ছিল তোমার।" চার মাস আগে ওয়াজিদের কিডনি প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল। এই জনপ্রিয় সংগীত পরিচালকের হার্টজনিত সমস্যাও ছিল। আর সেই কারণে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাকালীন ওয়াজিদের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়ে।

সাড়ে চার হাজার টাকার চাকুরে সোনু আজ ১৩০ কোটি টাকার মালিক

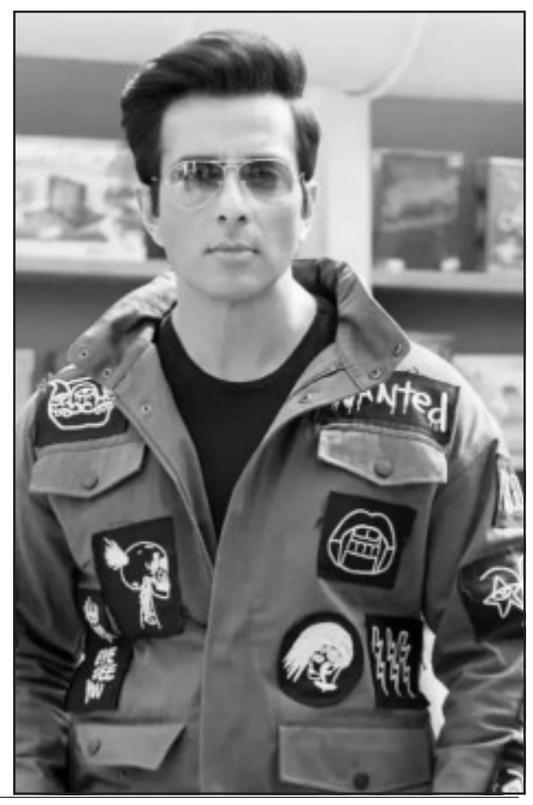

পরিযায়ী শ্রমিকদের অসহায়ত্ব দেখে প্রাণ কেঁদে উঠেছিল বলিউড তথা দক্ষিণী তারকা সোনু সুদের। তাই তাঁদের দুঃখে ছুটে গেছেন এই অভিনেতা। মুম্বাইসহ বিভিন্ন রাজ্যে আটকে পড়া পরিযায়ী শ্রমিকদের বাসায় ফেরানোর জন্য দিনরাত এক করেছেন তিনি। বলিউডের খানদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে করোনাকালে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন ৪৭ বছর বয়সী এই তারকা। তবে ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার সোনুর জীবনের শুরুটা ছিল সংগ্রামের। পাড়ি দিয়েছেন অমসৃণ পথ।

সেই মানুষগুলোর কাছে ৪৭ বছর বয়সী সোনু সুদ দুঃসময়ে সাহায্য নিয়ে আসা দূতের মতো। তাই তাঁদের কাছে করোনাকালে অসহায়, দুস্থ মানুষের জন্য পানির মতো অর্থ ব্যয় করেছেন 'দাবাং' খ্যাত এই অভিনেতা। এ ছাড়া আরও নানান ভাবে করোনার সংক্রমণ রুখতে সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছেন সোনু। মুম্বাইতে নিজের বিলাসবহুল হোটেল খুলে দিয়েছেন কোয়ারেন্টিন সেন্টারের জন্য। এবার জেনে নিন, করোনাকালে ত্রাতারূপী এই বলিউড তারকার মোট সম্পত্তির পরিমাণ।

প্রায় দুই দশক ধরে দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রি ও বলিউড দুনিয়ায় দাপটের সঙ্গে কাজ করছেন সোনু। জানা গেছে, প্রায় ১৩০ কোটি রুপির সম্পত্তির মালিক তিনি। তবে শুধু ছবি করেই এত বিপুল পরিমাণ অর্থ আয় করেননি সোনু। সিনেমা ছাড়া এই বলিউড অভিনেতা নিয়মিত বিজ্ঞাপন করেন। আয়ের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য অভিনয় জগতের বাইরেও পা রেখেছেন সোনু। অভিনয়ের পাশাপাশি হোটেল ব্যবসা শুরু করেছেন তিনি। চেইন হোটেল ব্যবসার মাধ্যমেও ভালো আয় করেন এই তারকা।

পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য সোনুর এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন অমিতাভ বচ্চন, অজয় দেবগনসহ আরও অনেক বিটাউন তারকা। শ্রমিকদের তাঁদের বাসায় ফেরানোর পাশাপাশি তাঁদের খাওয়াদাওয়ার দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন তিনি। সোনুর এই অভিনব উদ্যোগের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে তাঁর মূর্তি গড়ে তোলা হচ্ছে। এমনকি নবজাতকের নামও সোনু রাখা হয়েছে।

তবে ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার সোনুর জীবনের পথ পুরোটাই মসৃণ ছিল না। পাঞ্জাবের মোগা শহরে সোনুর জন্ম ১৯৭৩ সালের ৩০ জুলাই। স্যাক্রেড হার্ট স্কুলের ছাত্র সোনু নাগপুরের যশবন্তরাও চহ্বন কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে পাস করেন। আরও অনেকের মতো সোনুর জীবনেও সাফল্য এসেছে পরিশ্রমের ধাপ বেয়েই। সোনু ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করার আগে কয়েক দিনের জন্য কাজ করেছেন তাঁর বাবার শোরুমেও। মাত্র সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা সম্বল করে সোনু মুম্বাই গিয়েছিলেন। প্রথম দিকে থাকতেন আরও ছয়জনের সঙ্গে, এক কামরার ফ্ল্যাটে।

খরচ জোটাতে কাজ নিয়েছিলেন বেসরকারি অফিসে। অফিসের কাজে ঘুরতে হতো মুম্বাইয়ের নানা প্রান্তে। বরিভেলি থেকে চার্চগেট যাওয়ার জন্য লোকাল ট্রেনই ছিল তাঁর পরিবহন। প্রতি মাসে বেতন পেতেন সাড়ে চার হাজার টাকা।

কারিনাকে নিয়ে যা বললে অনন্যা

এখনও খুব একটা সুবিধে করে উঠতে পারেননি বলিউডে। একটু একটু করে আগাচ্ছেন চাঙ্কি পান্ডে কন্যা। স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার টু দিয়ে বলিউড যাত্রা শুরু। এখন কাজ করছেন খালিপেলি ছবিতে ইশান খাট্টারের সঙ্গে। এরই মধ্যে তাঁকে নিয়ে আলোচনা উঠে এসেছে বলি পাড়ায়। এবার বলিউড বেবো কারিনা কাপুরখানকে নিয়ে কথা বলে ফের আলোচনায় এলেন অনন্যা পান্ডে।

সম্প্রতি তরুণ এই উঠতি নায়িকার কাছে ভারতীয় গণমাধ্যম বলিউড হাঙ্গামা প্রশ্ন করে বলিউডের গসিপ গার্লকে? আর তাতেই প্রথম নামটিই আসে কারিনা কাপুর খানের।অনন্যা বলেন, "আমি মনে করি কারিনা কাপুর খান, করণ জোহর ও রণবীর কাপুর হলো বলিউডের গসিপ গার্ল। এটাই সবাই বলছে। তারা সবকিছু জানে। তো আমি মনে করি, এই তিনজনই হতে পারেন গসিপ গার্ল।"

শুধু তা—ই নয়, গত মার্চ মাসে কপিল শর্মা শোতে সূর্যবংশী ছবি নিয়ে কথা বলতে এসেছিলেন করণ জোহর এবং অক্ষয় কুমার। সেখানে অক্ষয় ও করণ বলেন, কারিনা হলো বলিউডের গল্পের রানি। অক্ষয় বলেন, সে সবকিছুই জানে সঠিকভাবে।

করণ বলেন, "আমি বলি কি, মুম্বাই পুলিশ তো তাহলে ওকে নিতে পারে। আমি মনে করি, তার সিসিটিভির ব্যবসা আছে। মানে সে মানুষের বাড়িতে সিসিটিভি লাগিয়ে রেখেছে। আর সব নিয়ন্ত্রণ আছে তার কাছে। কে কখন কোথায় যায়? কী করে। এমন কোনো ছোটখাটো খবরও বলিউডের নেই, যা কারিনার জানা নেই।"

শুধু তা—ই নয়, পরিচালক রোহিত শেঠিও এক পা এগিয়ে এলেন কারিনার সুনাম বলতে। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, "অবশ্যই এটা কারিনা। আমার নিজের অভিজ্ঞতা আছে। চেন্নাই এক্সপ্রেস ছবির জন্য আমি শাহরুখ খানের সঙ্গে মিটিং করলাম রাতে। কেউ এ খবর জানে না। আমি ভাবছি, শুধু করণ এটা জানে। পরের দিন সকালে আমি কারিনার বাসায় গেলাম। সে বলল, কী, শাহরুখের সঙ্গে মিটিং হলো? কসম করে বলছি।"

যা—ই হোক কারিনা যে বলিউডের অঘোষিত সাংবাদিক, তা প্রমাণ হয়েছে অনেকবার। ভারতজুড়ে এখন লকডাউন, বাড়িতেই আছেন কারিনা কাপুর। তাঁর শেষ ছবি ছিল ইরফান খানের সঙ্গে আংরেজি মিডিয়াম। ফের দেখা যাবে আমির খানের সঙ্গে লাল সিং চাড্ডা ছবিতে।

পুরোনো প্রেমিকের সঙ্গে দীপিকা

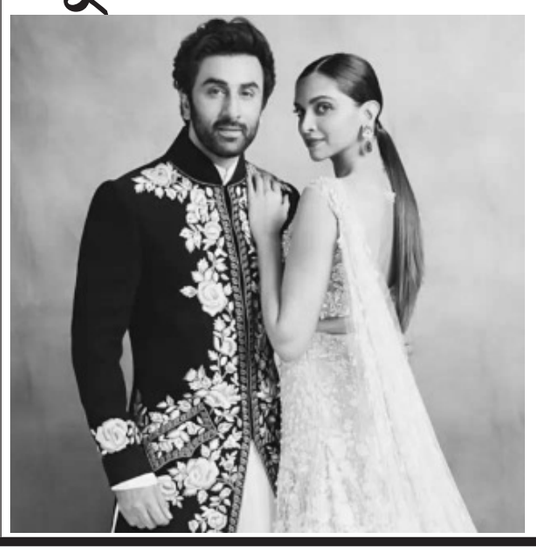

সে অনেক কাল আগের কথা। তখন বলিউড তারকা দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর কাপুরের প্রেমের কথা কে না জানত! দীপিকা রণবীরের প্রেমে এতটাই মজে ছিলেন যে ঘাড়ে রণবীরের নামের আদ্যাক্ষরের ট্যাটুও করেছিলেন। দীর্ঘ কয়েক বছর আগে তাঁদের প্রেমের সম্পর্ক ভেঙে যায়। ভেঙে যান দীপিকাও। মানসিকভাবে একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েন তিনি। তখন থেকেই শুরু হয় মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে তাঁর সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড। দুই বছরের সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পর দীপিকার সেই অবসাদ থেকে ফিরে আসতে সময় লেগেছে প্রায় পাঁচ বছর। এই পাঁচ বছরে দীপিকার নতুন সম্পর্ক হয়েছে, বিয়ে করেছেন। রণবীরেরও একাধিক নতুন সম্পর্ক হয়েছে। তবু আজও দীপিকা পাড়ুকোন আর রণবীর কাপুরের প্রেমের কথা বিটাউনের আকাশ-বাতাসে ভেসে বেড়ায়। স্বামী রণবীর সিংয়ের সঙ্গে সুখে ঘরকন্না করছেন দীপিকা। তবুও কারণে-অকারণে সাবেক প্রেমিকের সঙ্গে জুড়ে দীপিকার নাম উঠে আসে। এবার দীপিকা নিজেই রণবীর কাপুরের সঙ্গে তাঁর সাত বছরের পুরোনো এক ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করেছেন। আর এই ছবিতে মন্তব্য করলেন জীবনসঙ্গী রণবীর সিং।

আয়ান মুখার্জি পরিচালিত 'ইয়ে জওয়ানি হ্যায় দিওয়ানি' ছবিতে রণবীর কাপুর এবং দীপিকা পাড়ুকোনের জুটি দেখা গিয়েছিল। পর্দায় তাঁদের রসায়ন রীতিমতো জমে ক্ষীর। সাত বছর আগে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিটি বক্স অফিসে দারুণ ব্যবসা করেছিল। 'ইয়ে জওয়ানি হ্যায় দিওয়ানি' ছবিটির সাত বছর পূর্তি উপলক্ষে দীপিকা দুটো ছবি শেয়ার করেছেন। ইতিমধ্যে ১৭ লাখের বেশি মানুষ পছন্দ করেছেন এই ছবি।তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে পোস্ট করা ছবিটিতে তাঁকে এবং রণবীরকে বেশ রোমান্টিক মুডে দেখা যাচ্ছে। ছবিটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দ্রুত ভাইরাল হচ্ছে। ছবির শুটিংয়ের সময় নেওয়া ছবিটি পোস্ট করে দীপিকা লিখেছেন, 'আমাদের প্রথম লুক টেস্ট।' এরপর এই বলিউড অভিনেত্রী 'ইয়ে জওয়ানি হ্যায় দিওয়ানি' ছবির এক সংলাপ লিখেছেন। বলিউডের 'মাস্তানি গার্ল' লিখেছেন, 'স্মৃতি মিষ্টির খোলা প্যাকেটের মতো। একবার খুললে তা এক টুকরো খেয়ে ক্ষান্ত দেওয়া যায় না।' দীপিকা-রণবীরের এই ছবিতে রণবীর সিং মন্তব্য করেছেন। লিখেছেন, 'কী কিউট'।

বুধবার রাজ্য মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সদর কংগ্রেস ভবনের সামনে মাস্ক বিতরণ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

জলপাইগুড়ি চা-বাগানে সমস্যা, হবে কমিউনিটি কোয়ারেন্টিস সেন্টার

জলপাইগুড়ি, ৩ জুন (হি. স.) : জলপাইগুড়ি চা-বাগানে কোয়ারেন্টিন সেন্টার খুলতে গিয়ে বিপাকে পড়েছে প্রশাসন। স্থানীয় বাসিন্দারা নিজেদের এলাকায় কোয়ারেন্টিন খুলতে দিতে চাইছে না। আবার পরিযায়ী শ্রমিকদের নিজেদের বাড়িতে হোম কোয়ারেন্টিনে থাকতেও বলতে পারছে না প্রশাসন। অগ্যতা সমস্যা মেটাতে চালু হয়েছে কমিউনিটি কোয়ারেন্টিস সেন্টার।

দেশের নানা প্রান্ত থেকে বাংলার বুকে ফিরে এসেছেন কয়েক লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক। জলপাইগুড়ি জেলা থেকে যারা বাইরে কাজ করতে গিয়েছেন তাঁরাও ফিরেছেন। এদের মধ্যে কয়েক শো শ্রমিক আছেন যারা জেলার বিভিন্ন চা-বাগান এলাকায় থাকেন। কিন্তু এখন এদের বাড়ি ফেরা নিয়েই সমস্যা দেখা গিয়েছে। সরকারের নির্দেশ অনুসারে এরা ভিন্ন রাজ্য থেকে নিজেদের এলাকায় ফিরেই চটকরে বাড়ি ঢুকতে পারবে না। তার আগে থাকতে হবে তাঁদের ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টিন সেন্টারে। আর এই কোয়ারেন্টিন সেন্টার তৈরি করা নিয়েই বেধেছে গোল।

চা বাগানে থাকা হাসপাতাল, স্কুল বা অঙ্গনওয়ারি সেন্টারগুলিকে ভালভাবে স্যানিটাইজ করে সেখানেই শয্যা বসিয়ে তৈরি করা হয়েছে এই কমিউনিটি কোয়ারেন্টিন সেন্টার। এখানেই রাখা হচ্ছে ভিনরাজ্যে ফেরত পরিযায়ী শ্রমিকদের।

চা বাগানে হোম কোয়ারেন্টিনের অন্যতম প্রধান সমস্যা শ্রমিকদের এক কামরার বাড়িতে পরিবারের লোকেদের নিয়ে হোম কোয়ারেন্টিনে থাকা কার্যত অসম্ভব ব্যাপার। এতে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কা ছিল বিস্তর।বিভিন্ন মহল থেকে তাই আপত্তি আসায় জেলা প্রশাসন ঠিক করে চা বাগানের ভিতরে থাকা স্কুল ও অঙ্গনওয়ারি সেন্টার গুলিতে কোয়ারেন্টিন সেন্টারে তৈরি করা হবে।

এই বিষয়ে চা বাগানের শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও পরিযায়ী শ্রমিকদের বিষয়টিকে সামনে রেখে জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে একটি বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে চা বাগানের শ্রমিক সংগঠনগুলির পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন চা মালিকদের সংগঠন ও স্বাস্থ্য আধিকারিকেরা। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় সমস্ত চা বাগানের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলি জীবাণুমুক্ত করা হবে। এর পর স্কুল ও অঙ্গনওয়ারি সেন্টারগুলিতে কোয়ারেন্টিন সেন্টার করা হবে। সেই সেন্টারে পরিযায়ী শ্রমিকরা থাকবে। তাদের খাওয়াদাওয়ার বিষয়টি বাগান কর্তৃপক্ষ দেখবেন। অন্যদিকে নিরাপত্তা বিষয়টি শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা নজরদারি করবেন।

গতি এল শেয়ার বাজারে, ১০ হাজারের গণ্ডি টপকালো নিফটি

মুম্বাই, ৩ জুন (হি. স.) : গতি এল দেশের শেয়ার বাজারে। বুধবার যেন অনেকটাই আশার আলো দেখালো দেশীয় ব্যবসা বাণিজ্য। ১৩ মার্চের পর থেকে এই প্রথম ১০,০০০ এর গণ্ডি টপকালো নিফটি।

অর্থনৈতিকভাবে ঘুরে দাঁড়াতে ১ জুন থেকে শুরু হয়েছে আনলক ওয়ান। দেশের প্রায় সব কলকারখানা ও কর্মপ্রতিষ্ঠানগুলোই খুলে দেওয়ার বিষয়ে মত দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। করোনা আতঙ্ককে সঙ্গে নিয়েই যাবতীয় সতর্কতা বজায় রেখে ফের কাজের দুনিয়ায় ফিরছেন দেশের সাধারণ মানুষও। আর এই কর্মদিবসের সূচনাতেই যেন দেশের কর্মসংস্কৃতি ফেরাতে নতুন করে আরও ২.১ কোটি কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছে। সূচক ১.৭৭ শতাংশ বা ৫৯৭.১৮ পয়েন্টে বেড়ে ৩৪,৪২২.৭১ এ গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিকে বিস্তৃত নিফটির সূচকটি ১০,১০৮.৩০ এদিন শুরু করে আগের দিনের বাজার বন্ধের তুলনায় ১৮০.২৫ পয়েন্ট বেড়ে ১০,১৫৯.৩৫ এ পৌঁছেছে। সকাল ১১ টা ৩৬ মিনিটে, সেনসেক্স ৪০০.৫৭ পয়েন্ট বা ১.১৮ শতাংশ বেশি লেনদেন করে ৩৪,২২৬.১০ পয়েন্টে পৌঁছেছে, যেখানে নিফটি ১২৭.৯০ পয়েন্ট বা ১.২৮ শতাংশ বেশি লেনদেন করে ১০,১০৭.০০ পয়েন্টে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

মহারাষ্ট্র উপকূলে আছড়ে পড়ল "নিসর্গ", রাইগড়ে মোবাইল নেটওয়ার্ক পরিষেবা বিঘ্নিত

মুম্বই, ৩ জুন (হি.স.): শক্তি বাড়িয়ে 'মারাত্মক ঘূর্ণিঝড়'-এ পরিণত হয়ে মহারাষ্ট্রের উপকূলে আছড়ে পড়ল ঘূর্ণিঝড় ''নিসর্গ''। বুধবার দুপুর একটা থেকে আছড়ে পড়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়, চলতে থাকে প্রায় তিন ঘন্টা ধরে। মুম্বই থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে আলিবাগের উপকূলে আছড়ে পড়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

দুপুর একটায় দেওয়া ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের বুলেটিনে জানানো হয়, ''নিসর্গ'' উপকূলে আছড়ে পড়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। পুরো প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে সময় লাগবে তিন ঘণ্টা। ঘূর্ণিঝড়ের জেরে আলিবাগ উপকূলের বিস্তীর্ণ এলাকায় শুরু হয় প্রবল ঝড়বৃষ্টি। মুম্বইয়েও ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে চলতে থাকে বৃষ্টিপাত। মহারাষ্ট্রের সিন্ধুদুর্গ, রত্নাগিরি, রাইগড় সর্বত্রই প্রবল বেগে ঝড়বৃষ্টি হয়। রাইগড়ে প্রবল বেগে ঝড়ের তাণ্ডবে উড়ে যায় টিনের ছাদ। যদিও, এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর নেই। রাইগড় জেলার বিস্তীর্ন প্রান্তে মোবাইল নেটওয়ার্ক পরিষেবা বিঘ্নিত।

দিল্লিতে ফের আগুন-আতঙ্ক! বাল্মীকি বস্তিতে ভস্মীভূত অসংখ্য ঝুপড়ি

নয়াদিল্লি, ৩ জুন (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে ফের অগ্নিকাণ্ড! এবার ভয়াবহ আগুন লাগল দক্ষিণ-পূর্ব দিল্লির তুঘলকাবাদের বস্তি এলাকায়, বাল্মীকি মহল্লা বস্তিতে। মঙ্গলবার গভীর রাতে বাল্মীকি বস্তিতে অবস্থিত অসংখ্য ঝুপড়িতে আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের মোট ২০টি ইঞ্জিন। ততক্ষনে আগুন আরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, আগুন ছড়িয়ে পড়ে প্রায় ১২০টি ঝুপড়িতে। দমকল কর্মীরা আগুন নেভানোর আগেই প্রায় ১২০টি ঝুপড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। বিভাগীয় দমকল অফিসার এস কে দুয়া জানিয়েছেন, মঙ্গলবার গভীর রাতে বাল্মীকি বস্তিতে ভয়াবহ আগুন লাগে। গভীর রাত ১.৩১ মিনিট নাগাদ ফোন করে অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে জানানো হয়। তৎক্ষণাৎ আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের ২০টি ইঞ্জিন। বুধবার ভোররাত ৩.৩০ মিনিট নাগাদ নিয়ন্ত্রণে এসেছে আগুন। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের খবর নেই। তবে, প্রায় ১২০টি ঝুপড়ি ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে।

পুলওয়ামায় এনকাউন্টারে নিকেশ ৩ জন জৈইশ জঙ্গি : পুলিশ

শ্রীনগর, ৩ জুন (হি.স.): দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলায় এনকাউন্টারে ফের বড়সড় সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। পুলওয়ামা জেলার কাঙ্গান এলাকার, আস্তান মোহল্লায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে ৩ জন জৈইশ-ই-মহম্মদ সন্ত্রাসবাদী। নিহত সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে একজন আবার ইম্প্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) তৈরিতে পটু ছিল।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গোয়েন্দা সূত্রে খবর পাওয়া যায় কাঙ্গান এলাকার, আস্তান মোহল্লায় লুকিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকজন জঙ্গি। গোয়েন্দা সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বুধবার সকাল থেকেই ওই এলাকায় অভিযান চালায় সেনাবাহিনী, সিআরপিএফ এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ। অভিযান চলাকালীন গোপন স্থান থেকে গুলি চালাতে থাকে জঙ্গিরা। সুরক্ষা বাহিনী পাল্টা গুলি চালায়, সন্ত্রাসীদের আত্মসমর্পণ করতেও বলা হয়। কিন্তু, জঙ্গিরা এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে। এরপর গুলির লড়াইয়ে খতম হয়েছে ৩ জন জৈইশ-ই-মহম্মদ সন্ত্রাসী। ৩ জন সন্ত্রাসবাদীর মৃত্যুর পর ওই এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ। জম্মু ও কাশ্মীরের ডিজিপি দিলবাগ সিং জানিয়েছেন, নিহত সন্ত্রাসবাদীরা জৈইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি সংগঠনের সক্রিয় সদস্য ছিল।

অবশেষে স্বস্তি! দুবাই থেকে দেশে ফিরলেন ১৫৩ জন ভারতীয় নাগরিক

চণ্ডীগড়, ৩ জুন (হি.স.): কোভিড-১৯ ভাইরাসের প্রকোপ রুখতে, লকডাউন লাগু হওয়ার পরই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে আটকে পড়েছিলেন অসংখ্য ভারতীয় নাগরিক। ''বন্দে ভারত মিশন''-এর মাধ্যমে দেশে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে ভারতীয় নাগরিকদের। এবার দুবাই থেকে ভারতে ফিরিয়ে আনা হল ১৫৩ জন ভারতীয় নাগরিককে। মঙ্গলবার রাতে চণ্ডীগড় আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছয় এয়ার ইন্ডিয়ার বিশেষ বিমান, ওই বিমানেই ভারতে এসেছেন ১৫৩ জন নাগরিক।

চণ্ডীগড় আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর লিমিটেড-এর জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাতে চণ্ডীগড় আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছয় এয়ার ইন্ডিয়ার বিশেষ বিমান এআই ১৯১৬। দেশে ফিরে এসেছেন ১৫৩ জন ভারতীয় নাগরিক। ১৫৩ জন যাত্রীর মধ্যে ৮০ জন পঞ্জাবের, ১১ জন চণ্ডীগড়, ১৩ জন হরিয়ানা, ৩৭ জন হিমাচল প্রদেশ, ৪ জন জম্মু-কাশ্মীর, ৪ জন দিল্লি, দু''জন উত্তরাখণ্ড এবং দু''জন উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ভূমিকম্প, রিখটার স্কেলে তীব্রতা ৪.৩

নয়াদিল্লি, ৩ জুন (হি.স.): মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত। বুধবার সকাল ৭.১০ মিনিট নাগাদ মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হয় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.৩। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জি থেকে ৮২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, বুধবার সকাল ৭.১০ মিনিট নাগাদ ৪.৩ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে। মৃদু ভূমিকম্পে হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। হালকা তীব্রতার ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জি থেকে ৮২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে।

কোচবিহারে করোনা সংক্রামিত আরও ১৬

কোচবিহার, ৩ জুন (হি. স.) : বুধবার কোচবিহারে আরও ১৬ জনের শরীরে করোনা ভাইরাসের হদিস মিলল। তার মধ্যে ৪ জন কোচবিহার পলিটেকনিকের কোয়ারান্টিনে রয়েছেন। বাকিরা বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা।

জেলাশাসক পবন কাদিয়ান জানান, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে তাঁদের পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে। প্রত্যেকেই জেলার বাইরে থেকে এসেছিলেন। কারও উপসর্গ ছিল না। কোচবিহার জেলায় করোনার সংক্রামিতের সংখ্যা হু হু করে বেড়েই চলেছে। সম্প্রতি কোচবিহারে বাংলাদেশি দুই নাগরিকের করোনা পজিটিভ ধরা পড়ে। এরপর গত শুক্রবার কোচবিহারের ৩২ জন, রবিবার ৫৫ জন, মঙ্গলবার ২৯ জন ও বুধবার ১৬ জনের করোনা পজিটিভ ধরা পড়ল।

ইন্ডিয়ার বদলে ভারতের দাবি, পিটিশন খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৩ জুন (হি. স.) : ইন্ডিয়ার বদলে দেশের নামকরণ হোক ভারত। এমন দাবিতে দায়ের করা পিটিশন খারিজ করে দিল দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদে নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে এই পিটিশন শোনার পর তা খারিজ করে দেয়।আদালতের তরফ থেকে পিটিশনকারীকে এই দাবি সরকারের কাছে করতে বলা হয়েছে।

প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে সংবিধানের মধ্যেও ভারত নামটি রয়েছে।সংবিধানে লেখা রয়েছে 'ইন্ডিয়া দেঠ ইজ ভারত' আদালতে পিটিশন কারি জানান দেশের নাম ইন্ডিয়ান রাখাটা উচিত নয়। অবিলম্বে তা প্রত্যাহার করা হোক। গ্রিক শব্দ ইন্ডিকা থেকে এর উৎপত্তি।তখন আদালত পিটিশন খারিজ করে জানান এমন দাবি সরকারের কাছে করা উচিত। পিটিশনকারীর পক্ষে সওয়াল করতে ওঠা আইনজীবী রাজকিশোর চৌধুরী জানিয়েছেন, দেশের মূল এবং প্রধান নাম ভারত রাখা উচিত। এর জন্য সংবিধানের এক নম্বর ধারা সংশোধন করা প্রয়োজন। দেশের নাম ভারত রাখলে ইংরেজদের ঔপনিবেশিক চিন্তাধারা বর্জন করা হবে এবং রাষ্ট্রভাবনা জন্ম সম্ভবপর হবে। পিটিশনে আরও বলা হয়েছিল ইন্ডিয়ান নাম না সরানোটা বিফলতা বা গোলামির প্রতীক হিসেবে থেকে গিয়েছে।

নতুন করে মৃত্যু হয়নি, ১০২ বেড়ে রাজস্থানে করোনা-সংক্রমিত ৯,৪৭৫

জয়পুর, ৩ জুম (হি.স.): রাজস্থানে করোনা-প্রকোপ বেড়েই চলেছে! মরুরাজ্যে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ১০২ জন। স্বস্তির বিষয় হল, নতুন করে কারও মৃত্যু হয়নি। নতুন করে ১০২ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৯,৪৭৫। বুধবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, রাজস্থানে নতুন করে ১০২ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে।

আক্রান্ত ১০২ জনের মধ্যে জয়পুরে ২৮ জন, ঝালাওয়ারে ১০ জন, রাজাসমন্দ জেলায় ৩ জন, আলাওয়ারে ১৩ জন, বরণে ৩ জন, ভরতপুরে ১৮ জন, দুঙ্গারপুরে ৩ জন, ঢোলপুরে একজন, কারাউলিতে দু''জন, কোটায় ৩ জন, নাগাউরে ১৩ জন এবং সিরোহিতে দু''জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। ফলে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৯,৪৭৫-এ পৌঁছেছে। মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৬,৫০৬ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ২৭৬৬ এবং মৃত্যু হয়েছে ২০৩ জনের।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ১,০৮১ জনের, আমেরিকায় করোনায় মৃত বেড়ে ১,০৬,১৮০

ওয়াশিংটন, ৩ জুন (হি.স.): আমেরিকায় ফের বাড়ল কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা। মার্কিন মুলুকে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারালেন ১,০৮১ জন। নতুন করে ১,০৮১ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় করোনায় মৃতের সংখ্যা ১,০৬,১৮০-এ পৌঁছেছে।

বুধবার জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির ট্যালি অনুযায়ী, বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১,০৮১ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। ফলে আমেরিকায় মৃতের সংখ্যা ১,০৬,১৮০-তে পৌঁছেছে। মৃত্যুর পাশাপাশি আমেরিকায় বেড়েই চলেছে আক্রান্তের সংখ্যাও, এই মুহূর্তে আমেরিকায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১,৮৩১,৪৩৫।

ভারতে দুই লক্ষ ছাড়াল করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যু বেড়ে ৫,৮১৫ : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৩ জুন (হি.স.): ভারতে করোনাভাইরাসের প্রকোপ থামছেই না, কোনওভাবেই সংক্রমণ ও মৃত্যুতে রাশ টানা যাচ্ছে না। এক ধাক্কায় বুধবার ভারতে নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৮,৯০৯। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ২১৭ জন করোনা-সংক্রমিত রোগীর। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫,৮১৫ এবং সংক্রমিত ২০৭,৬১৫ জন।

ইতিমধ্যেই ভারতে করোনাকে হারিয়ে সুস্থ হয়েছেন ১০০,৩০৩ জন। বুধবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২০৭,৬১৫ জন (সক্রিয় করোনা রোগী ১০১,৪৯৭)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫,৮১৫। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১০০,৩০৩ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ৫,৮১৫ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৬৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, অসমে ৪ জনের, বিহারে ২৪ জনের, চণ্ডীগড়ে ৫ জন, ছত্তিশগড়ে একজন, দিল্লিতে ৫৫৬ জনের, গুজরাটে ১০৯২ জনের, হরিয়ানায় ২৩ জনের, হিমাচল প্রদেশে ৫ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৪৩ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৫ জনের, কর্ণাটকে ৫২ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ১১ জন, মধ্যপ্রদেশে ৩৬৪ জন, মহারাষ্ট্রে ২,৪৬৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে একজন, ওড়িশায় ৭ জনের, পঞ্জাবে ৪৬ জন, রাজস্থানে ২০৩ জনের, তামিলনাড়ুতে ১৯৭ জন, তেলেঙ্গানায় ৯২ জন, উত্তরাখণ্ডে ৭ জন, উত্তর প্রদেশে ২২২ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৩৩৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

মহারাষ্ট্রের পরিস্থিতি ক্রমশই খারাপ দিকে এগোচ্ছে। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৭২,৩০০, দিল্লিতে ২২,১৩২ তামিলনাড়ুতে ২৪,৫৮৬, অন্ধ্রপ্রদেশে ৩৮৯৮ জন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৩৩ জন (প্রত্যেকেই সুস্থ) অরুণাচল প্রদেশে ২২ জন, অসমে ১৫১৩ জন, বিহারে ৪১৫৫ জন, চণ্ডীগড়ে ৩০১ জন, ছত্তিশগড়ে ৫৬৪ জন, দাদর নগর হাভেলিতে ৪ জন, গোয়ায় ৭৯ জন, গুজরাটে ১৭,৬১৭ জন, হরিয়ানায় ২৬৫২ জন, হিমাচল প্রদেশে ৩৪৫ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ২৭১৮ জন, ঝাড়খণ্ডে ৭১২ জন, কেরলে ১৪১২, কর্ণাটকে সংক্রমিত ৩৭৯৬ জন, লাদাখে ৮১ জন, মধ্যপ্রদেশে ৮৪২৯ জন, মণিপুরে ৮৯ জন, মেঘালয় ২৭ জন, মিজোরামে ১৩ জন, নাগাল্যান্ডে ৪৯ জন, ওড়িশায় ২২৪৫ জন, পুদুচেরিতে ৮২ জন, পঞ্জাবে ২৩৪২ জন, রাজস্থানে ৯৩৭৩ জন, সিকিম একজন, তেলেঙ্গানায় ২৮৯১ জন, ত্রিপুরায় ৪৬৮ জন, উত্তরাখণ্ডে ১০৪৩ জন, উত্তর প্রদেশে ৮৩৬১ এবং পশ্চিমবঙ্গে ৭১২৩ জন।

শক্তি বাড়িয়ে ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় "নিসর্গ", উৎকণ্ঠায় মহারাষ্ট্র

নয়াদিল্লি ও মুম্বই, ৩ জুন (হি.স.): শক্তি বাড়িয়ে দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় ''নিসর্গ''। বুধবার দুপুর একটা থেকে বিকেল চারটের মধ্যে ঘূর্ণিঝড় ''নিসর্গ'' হরিহরেশ্বর এবং দমনের মাঝামাঝি থেকে (অলিবাগের খুব কাছে) মহারাষ্ট্র উপকূল বরাবর এগিয়ে যাবে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)-র ডিজিএম মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র জানিয়েছেন, দুপুর একটা থেকে বিকেল চারটের মধ্যে ঘূর্ণিঝড় ''নিসর্গ'' হরিহরেশ্বর এবং দমনের মাঝামাঝি থেকে (অলিবাগের খুব কাছে) মহারাষ্ট্র উপকূল বরাবর এগিয়ে যাবে। উপকূল অতিক্রম করার সময় মুম্বই, থানে এবং রাইগড় জেলায় হাওয়ার গতিবেগ থাকবে ঘন্টায় ১০০-১২০ কিলোমিটার। রত্নাগিরি, সিন্ধুদুর্গ এবং পালঘরে হাওয়ার গতিবেগ থাকতে পারে ৮০-৯০ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা। মধ্যরাতের মধ্যেই ''নিসর্গ'' দুর্বল হয়ে যাবে এবং বৃহস্পতিবার সকালের মধ্যেই নিম্নচাপে পরিণত হবে।

বুধবার সকালে আইএমডি মুম্বইয়ের বিজ্ঞানী শুভাঙ্গি ভূটে জানিয়েছেন, ঘূর্ণিঝড় ''নিসর্গ'' শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে, মুম্বই থেকে মাত্র ২০০ কিলোমিটার দূরে রয়েছে। উত্তর-পূর্ব অভিমুখে অগ্রসর হয়ে রাইগড় জেলার অলিবাগের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ঘূর্ণিঝড় ''নিসর্গ''। দুপুর একটা থেকে বিকেল তিনটের মধ্যে অলিবাগের দক্ষিণ থেকে অগ্রসর হবে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় ''নিসর্গ''।

জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মহারাষ্ট্রে মোতায়েন করা হয়েছে ২০টি টিম; ৮টি টিম মুম্বইয়ে, রাইগড় জেলায় ৫টি টিম, পালঘরে দু''টি টিম, থানে জেলায় দু''টি টিম, রত্নাগিরিতে দু''টি টিম এবং সিন্ধুদুর্গ জেলায় একটি টিম মোতায়েন রয়েছে।

মহারাষ্ট্র : আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে রাইগড় জেলার অলিবাগের থালে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে প্রায় ১৫,০০ জন মানুষকে। মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলার দাহানুতে সমুদ্র সৈকতে সকাল থেকেই মোতায়েন ছিল জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।

গুজরাট : ঘূর্ণিঝড় ''নিসর্গ''-র প্রভাব পড়তে পারে গুজরাটেও। সুরাটের সুভালি সৈকতে তাই সকাল থেকেই মোতায়েন ছিল জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। গুজরাটের ভালসাদে অসংখ্য মানুষকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়।

গোয়া : ঘূর্ণিঝড় ''নিসর্গ''-র প্রভাবে বৃষ্টি শুরু হয়েছে গোয়াতেও। বুধবার সকালেই প্রবল বৃষ্টি শুরু হয় পানাজি শহরে। গোয়ায় সারাদিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর।

গণপরিবহন নেই, লোকে যাতায়ত করবে কী করে, হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের

কলকাতা, ৩ জুন (হি. স.) : গণপরিবহনের ব্যবস্থা না করে অফিস-কাছারি খুলে দেওয়ার অর্থ মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া। এ ব্যাপারে আদালত অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করুক। এই প্রশ্ন তুলে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছেন আইনজীবী অনিন্দ্যসুন্দর দাস।তাঁর বক্তব্য, লোকাল ট্রেন কবে থেকে চলাচল করবে সে ব্যাপারে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। রাস্তায় পর্যাপ্ত পরিবহণও নেই। যে সংখ্যক বাস চালানো হচ্ছে তাতে যাত্রীদের সামাজিক দূরত্ব বিধি মানা সম্ভব হচ্ছে না। কোথাও বাসে ধাক্কাধাক্কি করে ওঠার ছবি ধরা পড়ছে। কোথাও বা আবার বাস না পেয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে আছেন যাত্রীরা। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার আগামী ৮ জুন থেকে ৭০ শতাংশ কর্মী নিয়ে সরকারি এবং বেসরকারি অফিসগুলি খোলার কথা ঘোষণা করেছে।

বেসরকারি বাস চলুক বা না চলুক, লোকাল ট্রেন পরিষেবা চালু হোক বা না হোক, মেট্রো রেলের চাকা গড়াক বা না গড়াক আগামী ৮ জুন থেকে সপ্তাহে ৩ দিন করে সরকারি কর্মচারীদের অফিসে আসতেই হবে। এমনই নির্দেশ জারি করেছে রাজ্য সরকার। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে গতকালই কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যে কীভাবে গণপরিবহণ পুরোপুরি চালু না করেই সরকারি ও বেসরকারি অফিস খুলে দেওয়া হল !নবান্ন থেকে জারি হওয়া নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ৮ তারিখ থেকে ৭০ শতাংশ কর্মী নিয়ে খুলছে সরকারি অফিস। সব সরকারি কর্মীকেই আগামী সোমবার থেকে সপ্তাহে ৩ দিন অফিস করতে হবে। সমস্ত সরকারি অফিস, পুরসভা, পঞ্চায়েত সব ক্ষেত্রেই এই নির্দেশ কার্যকর হবে। তবে, স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকায় শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীদের কাজে যেতে হবে না। সমস্ত অফিসকেই নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ চালাতে হবে। তবে বেসরকারি অফিসগুলোর ক্ষেত্রে কত শতাংশ কর্মী অফিসে আসবে সেই সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষই নেবে। এই নির্দেশ ঘিরে কোনও বিতর্ক নেই। খালি প্রশ্ন উঠেছে লোকাল ট্রেন, মেট্রো বা বেসরকারি বাস না চললে কলকাতা হোক বা জেলা মানুষ তাঁর অফিসে পৌঁছাবেন কীভাবে! সেই প্রশ্নের কিন্তু কোনও জবাব মেলেনি নবান্ন থেকে।

ওয়াজিদের মৃত্যুর পরেই করোনায় আক্রান্ত হলেন তাঁর মা

মুম্বাই, ৩ জুন (হি. স.) : প্রয়াত বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী ওয়াজিদ খানের মা রাজিনা খান করোনায় আক্রান্ত। ইতিমধ্যেই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে

সূত্রের খবর, সম্প্রতি তাঁর করোনা টেস্ট হয়েছিল, এবং তা পজিটিভ এসেছে। এরপরেই তাঁকে চেম্বুরের সুরানা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। আপাতত তাঁর অবস্থা স্থীতিশীল। যদিও পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, চিন্তার কোনও কারণ নেই। তাঁর শরীরে করোনা পাওয়া গিয়েছে ঠিকই কিন্তু সেভাবে কোনও উপসর্গ ধরা পরেনি। খুব শীঘ্রই তিনি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরবেন।

প্রসঙ্গত, গত সোমবার প্রয়াত হয়েছেন বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী ওয়াজিদ খান। আকস্মিক এই ঘটনায় শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছিলেন তাঁর পরিবার এবং বলিউডের একাংশ। তবে শোকের রেশ কাটতে না কাটতেই এই মারণ ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন সাজিদ-ওয়াজিদের মা।

জলপাইগুড়ি চা-বাগানে সমস্যা, হবে কমিউনিটি কোয়ারেন্টিস সেন্টার

জলপাইগুড়ি, ৩ জুন (হি. স.) : জলপাইগুড়ি চা-বাগানে কোয়ারেন্টিন সেন্টার খুলতে গিয়ে বিপাকে পড়েছে প্রশাসন। স্থানীয় বাসিন্দারা নিজেদের এলাকায় কোয়ারেন্টিন খুলতে দিতে চাইছে না। আবার পরিযায়ী শ্রমিকদের নিজেদের বাড়িতে হোম কোয়ারেন্টিনে থাকতেও বলতে পারছে না প্রশাসন। অগ্যতা সমস্যা মেটাতে চালু হয়েছে কমিউনিটি কোয়ারেন্টিস সেন্টার।

দেশের নানা প্রান্ত থেকে বাংলার বুকে ফিরে এসেছেন কয়েক লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক। জলপাইগুড়ি জেলা থেকে যারা বাইরে কাজ করতে গিয়েছেন তাঁরাও ফিরেছেন। এদের মধ্যে কয়েক শো শ্রমিক আছেন যারা জেলার বিভিন্ন চা-বাগান এলাকায় থাকেন। কিন্তু এখন এদের বাড়ি ফেরা নিয়েই সমস্যা দেখা গিয়েছে। সরকারের নির্দেশ অনুসারে এরা ভিন্ন রাজ্য থেকে নিজেদের এলাকায় ফিরেই চটকরে বাড়ি ঢুকতে পারবে না। তার আগে থাকতে হবে তাঁদের ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টিন সেন্টারে। আর এই কোয়ারেন্টিন সেন্টার তৈরি করা নিয়েই বেধেছে গোল।

চা বাগানে থাকা হাসপাতাল, স্কুল বা অঙ্গনওয়ারি সেন্টারগুলিকে ভালভাবে স্যানিটাইজ করে সেখানেই শয্যা বসিয়ে তৈরি করা হয়েছে এই কমিউনিটি কোয়ারেন্টিন সেন্টার। এখানেই রাখা হচ্ছে ভিনরাজ্যে ফেরত পরিযায়ী শ্রমিকদের।

চা বাগানে হোম কোয়ারেন্টিনের অন্যতম প্রধান সমস্যা শ্রমিকদের এক কামরার বাড়িতে পরিবারের লোকেদের নিয়ে হোম কোয়ারেন্টিনে থাকা কার্যত অসম্ভব ব্যাপার। এতে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কা ছিল বিস্তর।বিভিন্ন মহল থেকে তাই আপত্তি আসায় জেলা

ছয়ের পাতায়

পরিযায়ী শ্রমিক ফেরানো নিয়ে নাম না করে বিজেপিকে একহাত মমতার

কলকাতা, ৩জুন (হি স): পরিযায়ী শ্রমিকদের বিশেষ ট্রেনকে রাজ্যে ঢুকতে দিচ্ছেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই মর্মে অভিযোগ করেছিল বিরোধী দলগুলি। বুধবার এই অভিযোগের পাল্টা জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন নাম না করে বিজেপিকে নিশানা করেন তিনি। প্রশ্ন ছোঁড়েন রাজ্য সরকার ঢুকতে না দিলে কিভাবে এত লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক বাংলায় ফিরে আসলেন।

এদিন নবান্নে এক প্রশাসনিক বৈঠকে নাম না করে বিজেপির উদ্দেশ্যে মমতা বলেন, 'কেউ কেউ বলছে পরিযায়ী শ্রমিকদের পশ্চিমবঙ্গ ঢুকতে দিচ্ছে না। বাংলা ঢুকতে না দিলে এত লোক এলো কিভাবে'। এরপরে মুখ্যমন্ত্রী পাল্টা কটাক্ষ করে জানান, 'বাইরের লোক এসে পরিযায়ী শ্রমিকদের খেতে দেবে না কিন্তু প্ররোচনা দেবে, উসকাবে'।

একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিযায়ীদের ট্রেনের ভাড়া মিটিয়েছে একথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, 'আমাদের ধার-দেনা সত্বেও পরিযায়ী শ্রমিকদের ভাড়া একমাত্র আমরা মিটিয়েছি। অনেক জায়গায় শ্রমিকদের কাছ থেকে ভাড়া নেওয়া হয়েছে। দশ জুনের মধ্যে আরো দশ লক্ষ মানুষ বাংলায় ঢুকছে। ইতিমধ্যেই সাড়ে ৮ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক এসে গিয়েছে। পরিযায়ীদের ফেরাতে সবরকম ব্যবস্থা করছে রাজ্য। এখানে আসার পর বাসে করে বাড়ি ও আমরাই পৌঁছে দিয়েছি।'

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, 'সরকার সরকার এর মত কাজ করছে দল দলের মত চলবে। যারা রাজনীতি করছেন তাদের বলব দয়া করে উত্তেজনা ছড়াবেন না'। পরে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য, 'লকডাউন করার আগে পরিকল্পনা করে পরিযায়ী শ্রমিকদের পাঠালে এত সমস্যা হত না। ওদের ওখানে খেতে দেওয়া হয়নি এমনকি চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হয়নি।'পরিযায়ী শ্রমিকদের ভিন রাজ্য থেকে বাসে ফেরাতে ইতিমধ্যেই রাজ্যের ১১ কোটি টাকা খরচ হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও সব মিলিয়ে ৪০ কোটি টাকা রাজ্যে ব্যয় করেছে শ্রমিকদের ফেরাতে বলে এদিন দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী।

কমিউনিটি কোয়ারেন্টিস সেন্টার

পাচের পাতার পর

প্রশাসন ঠিক করে চা বাগানের ভিতরে থাকা স্কুল ও অঙ্গনওয়ারি সেন্টার গুলিতে কোয়ারেন্টিন সেন্টারে তৈরি করা হবে।

এই বিষয়ে চা বাগানের শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও পরিযায়ী শ্রমিকদের বিষয়টিকে সামনে রেখে জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে একটি বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে চা বাগানের শ্রমিক সংগঠনগুলির পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন চা মালিকদের সংগঠন ও স্বাস্থ্য আধিকারিকেরা। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় সমস্ত চা বাগানের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলি জীবাণুমুক্ত করা হবে। এর পর স্কুল ও অঙ্গনওয়ারি সেন্টারগুলিতে কোয়ারেন্টিন সেন্টার করা হবে। সেই সেন্টারে পরিযায়ী শ্রমিকরা থাকবে। তাদের খাওয়াদাওয়ার বিষয়টি বাগান কর্তৃপক্ষ দেখবেন। অন্যদিকে নিরাপত্তা বিষয়টি শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা নজরদারি করবেন।

দুই ম্যানেজার

তিনের পাতার পর

সোচ্চার এলাকার মানুষ। মরিয়নির বিধায়ক রূপজ্যোতি কুর্মিও দোষীদের শীঘ্র গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে দাবি তুলেছেন।

দ্বিতীয় স্থানে ত্রিপুরা

তিনের পাতার পর

হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ দেওয়া হয়েছে। মিজোরামে ১৩টি মামলা ধরা পড়েছে। এর মধ্যে একজন সুস্থ হয়েছেন। অরুণাচল প্রদেশে আক্রান্ত ২২ জনের মধ্যে ১ জনকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সিকিমে এখন পর্যন্ত ২ জনকে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তাঁদের চিকিৎসা চলছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আমফানে মৎসজীবিদের ক্ষতিপূরণের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৩জুন (হি.স): সুপার সাইক্লোন আমফানের পর এক বৈঠকে কৃষিজীবীদের জন্য বেশকিছু ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার নবান্নে ফের এক প্রশাসনিক বৈঠক ডেকে এবার মৎস্যজীবীদের জন্য ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করলেন তিনি। জানালেন, ছোট নৌকো ক্ষতি হয়েছে এমন মৎস্য চাষীদের ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে নৌকার ক্ষতিপূরণ বাবদ।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী নবান্নে এক প্রশাসনিক বৈঠকে জানান, 'ঝড়ের ফলে অনেক নৌকো ভেঙেছে। মৎস্য দপ্তর থেকে ছোট নৌকাদের ক্ষেত্রে ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। ছোট নৌকাগুলি সারানোর জন্য মৎস্য দফতর ১৭.২২ টাকা বরাদ্দ করেছে। ৪ হাজার নৌকোকে মেরামতির জন্য টাকা দেওয়া হবে'। মুখ্যমন্ত্রী জানান, '৩৭ হাজার জাল কিনে দেওয়া হবে মৎস্য চাষীদের। এছাড়াও যে সমস্ত জাল সারানো যাবে সেরকম প্রতি জাল পিছু দেওয়া হবে ২৬০০ টাকা করে।'

এছাড়াও গবাদি পশুদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ২৪ হাজার ৫৮ কোটি টাকা। হাঁস মুরগির ছানার জন্যও বরাদ্দ হয়েছে ১৪.১৪ কোটি টাকা। পশুদের চিকিৎসা ঔষধের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে পাঁচ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে আমফানে ক্ষতি হয়েছে এমন সাড়ে তিন কোটি পশুর চিকিৎসা করানো হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সুরক্ষা বিধি মেনে খুব শীঘ্রই খুলতে চলেছে কালীঘাট মন্দিরের দরজা

কলকাতা, ৩ জুন (হি স): লকডাউন এর পঞ্চম দফায় শুরু হয়েছে আনলক ওয়ান। আনলক ওয়ানে রাজ্য সরকারের নির্দেশে ১ জুন থেকে ধর্মীয় স্থান খোলায় ছাড়পত্র মিলেছে। কিন্তু কলকাতায় বেশ কিছু ধর্মীয় স্থান খুললেও এখনও পর্যন্ত খোলেনি কালীঘাট মন্দির। চলতি সপ্তাহেই খুলতে পারে কালীঘাট মন্দির।

জানা যাচ্ছে ,গোটা মন্দির স্যানিটাইজ করার কাজ শুরু হয়েছে। এমনকি মন্দিরের বাইরে স্যানিটাইজ টানেলের ব্যবস্থা করা হবে। তার মধ্যে দিয়েই ভক্তরা মন্দিরে প্রবেশ করবেন। কিছুদিন আগেই নবান্ন থেকে এক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন মন্দির খুললেও সেখানে একসঙ্গে ১০ জনের বেশি প্রবেশ করা যাবে না। আর সেই বিধি মেনেই একসঙ্গে ১০ জনের বেশি মন্দিরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না কালীঘাট মন্দিরে। ১০ জন বেরিয়ে আসার পর পরের ১০ জন মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবেন।

পঙ্গপালের হানা

দুইয়ের পাতার পর

কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বাঙালির সঙ্গে পঙ্গপাল আর পঙ্গপালের হানার পরিচয় বোধহয় 'সহজপাঠ' থেকেই।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা পূর্ব আফ্রিকা দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়া এবং লোহিত সাগর সংলগ্ন এলাকায় অনুকুল আবহাওয়ার জেরেই পঙ্গপালের বিপুল প্রজনন ঘটেছে। কোনওভাবেই দমন করা যাচ্ছে না পঙ্গপালের উপদ্রব। বিশাল বড় ঝাঁক হয় এদের যার জন্য আকাশ পুরো কালো হয়ে যায়। এক বর্গ কিলোমিটার জুড়ে যদি পঙ্গপালের ঝাঁক থাকে, তবে সেই ঝাঁকে থাকা পঙ্গপালের সংখ্যা প্রায় ১৫ কোটি। এরা যে কোনও ধরনের শস্য খায়। রোজ এরা নিজেদের ওজনের খাবার খায়। একটি পূর্ণবয়স্ক পঙ্গপালের ওজন ২ গ্রাম। রাষ্ট্রসংঘের ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশনের তথ্য, এই ১৫ কোটি পঙ্গপাল একদিনে যা শস্য খায়, তা ৩৫ হাজার মানুষের খাবার মরু পঙ্গপালের ঝাঁক দিনে ১৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত উড়তে পারে। কৃষি ২০১৯ -এও ভারতে পঙ্গপাল হানা দিয়েছিল। তবে তা এত বড় ছিল না। এবারের ক্ষতির আশঙ্কা অনেক বেশি। এবার পঙ্গপালের হানার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে রাজধানী নয়াদিল্লিতেও। উত্তরপ্রদেশ থেকে পঙ্গপালের ঝাঁক দিল্লিতে হানা দিতে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছে। দিল্লি সরকার হানা দিতে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছে। দিল্লি সরকার এর মধ্যেই প্রশাসনকে কীটনাশক ছিটাতে বলেছে। এ ছাড়া ফসল, সব্জি খেত ও ফলের বাগানে পতঙ্গনাশক রাসায়নিক ছিটানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছে। এর মধ্যেই পঙ্গপালের ঝাঁক রাজস্থানে ঢুকে ফসল ধ্বংস করে দিয়েছে এবং পাঞ্জাব, গুজরাত ও মধ্যপ্রদেশেও একই দশা করেছে। এছাড়া মহারাষ্ট্রের নাগপুরে বিপুল পরিমাণে কমলালেবুর ক্ষতি করেছে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ভারতে চার ধরনের পঙ্গপাল লক্ষ করা যাচ্ছে। এগুলো হলো মরুভূমি পঙ্গপাল লক্ষ করা যাচ্ছে। এগুলো হলো মরুভূমি পঙ্গপাল, মিগ্রাটরি পঙ্গপাল, বম্বে পঙ্গপাল ও গাছের পঙ্গপাল। এদের মধ্যে সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক পঙ্গপাল হলো মরুভূমির পঙ্গপাল। এই পঙ্গপালের ঝাঁক দিনে উড়ে বেড়ায় এরং রাতে বিশ্রাম নেয়।

করোনা ভাইরাস মহামারীর মধ্যেই ভারত ও পাকিস্তানের বিস্তীর্ণ এলাকায় আক্রমণ চালিয়েছে বিশাল এক ঝাঁক পঙ্গপাল । ছোট আকারের এই পোকার বিশাল ও আগ্রাসী বাহিনী ব্যাপকভাবে ফসল ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে। এই পঙ্গপাল বাহিনী পশ্চিম ভারতের ৫০ হাজার হেক্টরের বেশি মরু এলাকায় ২৪টিরও বেশি জেলায় আক্রমণ চালিয়েছে। তাদের আক্রমণের সবচেয়ে বড় শিকার হয়েছে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও গুজরাত মরুভূমির পঙ্গপালের একটি বিশাল ঝাঁক হিমাচল প্রদেশের প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে হানা দিয়ে ফসল ধ্বংস করে দিচ্ছে। এর মধ্যেই ভারতের রাজস্থান রাজ্যের ৩৩টি জেলার ১৬টি পঙ্গপালের কবলে পড়েছে। এ ছাড়া পঙ্গপাল হানা দিয়েছে মধ্যপ্রদেশেও। পঙ্গপাল তাড়াতে ড্রাম ও থালারটি বাজানোর কথা বলা হয়েছে। এদিকে, পঙ্গপালের সতর্কবার্তায় উত্তরপ্রদেশের ১০ জেলায় অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, পঙ্গপালের দলকে যদি অটকানো না যায়, তাহলে ভারতের শস্যভাণ্ডার টান পড়তে পারে। পঙ্গপালের বিরাট দল একসঙ্গে হামলা করায় এরা যে কোনও বড় শস্যক্ষেত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফাঁকা করেদিতে পারে। এদিকে পঙ্গপাল মারতে এবার জলকামান ব্যবহারের সিদ্ধান্তও নিয়েছে।

ডিসেম্বর পার হয়ে জানুয়ারি প্রথম সপ্তাহে কোনিয়ার উত্তর অঞ্চলের ফসলি জমি বর্তমানে চারণভূমিতে পরিণত হয়েছে। কেনিয়ার কৃষিমন্ত্রী জানিয়েছেন, মরুভূমির পঙ্গপালগুলি ইথিওপিয়া এভং সোমালিয়া থেকে পূর্ব ও উত্তর কেনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে, যার কারণে খাদ্য উৎপাদন এবং ফসলি জমির উৎপাদিত ফসল হুমকি মুখে পড়েছে, সরকারিভাবে কীটনাশক ছিটিয়েও এসব পঙ্গপালকে দমন করা যাচ্ছে না। আক্রান্ত স্থানে ইতিমধ্যে হেলিকপ্টার দিয়ে কীটনাশক ছেটানো হলেও এদের আক্রমণ থামছে না। কীটনাশক ছেটানোর পর থেকে পঙ্গপালগুলি উত্তর ও দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলের গরিসা, ইসিওলো এবং সাম্বুর অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। এছাড়া ঝুঁকিতে রয়েছে কেনিয়ার প্রতিবেশী উগান্ডা এবং দক্ষিণ সুদান। এফএও আরও জানিয়েছিল যে পঙ্গপাল ইতিমধ্যে সোমালিয়া এবং ইথিওপিয়ায় ১২ হাজার হেক্টর জমির ফসল ধ্বংস করেছে এবং যা ৭০০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ পঙ্গপাল আক্রমণ। পঙ্গপাল বা ঘাসফড়িংয়ের আক্রমণে কেনিয়ায় ৮০ হাজার হেক্টর ফসল ধ্বংস হয়েছে। ২৮ জানুয়ারি থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ঘাসফড়িং ফসলি জমির ফসলের ওপর আক্রমণ শুরু করে , যা ধীরে ধীরে গোটা দেশর উত্তর অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। পূর্ব আফ্রিকার পর এশিয়ার পাকিস্তানে ভয়াবহ আকারে বেড়েছে পতঙ্গটি তাণ্ডব। পাকিস্তানের প্রায় ৩৮ শতাংশ এলাকা জুড়ে রয়েছে বেলুচিস্তান, সিন্ধ ও পাঞ্জাব প্রদেশ। পঙ্গপাল কয়েক দিন নষ্ট করে ফেলেছে হাজার হাজার একর ফসলি জমি। পঙ্গপাল দমনে এবং দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি ঠেকাতে পাকিস্তানে এক লক্ষ হাঁস পাঠাচ্ছে প্রতিবেশী চিন। পঙ্গপাল মোকাবিলায় গত ফেব্রুয়ারিতে দেশজুড়ে জরুরি অবস্থা জারি করে পাকিস্তান। গত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে দেশটিতে পোকাটির এমন তাণ্ডব আর দেখা যায়নি।

অনাবৃষ্টির পর দ্রুত ফসলের বর্ধন হলে পঙ্গপালের মস্তিষ্কে থাকা সেরোটোনিন তাদের মধ্যে আচরণগত পরিবর্তনের সুত্রপাত করে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

দূরত্ব বজায় রাখতে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে মাইকিং কলকাতা পুলিশের.

কলকাতা, ৩ জুন (হি স): দেশে চলছে পঞ্চম দফার লকডাউন আনলক ওয়ান। কিন্তু এরই মাঝেকরোনা আতঙ্কে ত্রস্ত শহরবাসী। সময়ের সাথে সাথে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। আর তাই দূরত্ব বজায় রাখতে জনগণকে সচেতন করতে বুধবার শহরের বিভিন্ন প্রান্তে মাইকিং কলকাতা পুলিশের। করোনা মোকাবিলায় তৎপর প্রশাসন।করোনাকে সংক্রমণ এড়াতে গেলে বজায় রাখতে হবে দূরত্ব।কিন্তু সকাল হতেই বাজারে ভিড় জমায় শহরবাসী। বাজারে গিয়ে দরা দরি করতে গিয়ে অনেক সময় সামাজিক দূরত্বের কথা ভুলেই যায় ক্রেতারা। আর তাই সুরক্ষা দূরত্ব বজায় রেখে বাজার, দোকান করার ক্ষেত্রে কড়া নজরদারি চালাচ্ছে পুলিশ। পাশাপাশি শহরে বিভিন্ন প্রান্তে মাইকিং করে জনগণকে সচেতন করার চেষ্টা চালাচ্ছে কলকাতা পুলিশ।

মেঘালয়ের পশ্চিম গারোপাহাড়ে বিপুল পরিমাণের আগ্নেয়াস্ত্র, সেনাপোশাক সহ গ্রেফতার তিন

দক্ষিণ শালমার (অসম), ৩ জুন (হি.স.) : অসমের সীমান্তবর্তী মেঘালয়ের পশ্চিম গারোপাহাড় জেলার টিক্রিকিল্লা থানা এলাকার গাপতলিতে অভিযান চালিয়ে তিন ডাকাতকে গ্রেফতার করে তাদের হেফাজত থেকে বিপুল পরিমাণের আগ্নেয়াস্ত্র ও সেনাপোশাক উদ্ধার করেছে পুলিশ।

গত সোমবার সন্ধ্যার দিকে ডাকাতের এক দলকে অসমের সীমান্তবর্তী মেঘালয়ের গাপতলি গ্রামে ঘোরাঘুরি করতে দেখে স্থানীয় বেসরকারি এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সংস্থার কর্মকর্তারা বিষয়টি স্থানীয় টিক্রিকিল্লা থানার পুলিশকে অবগত করেন। খবরের ভিত্তিতে গতকাল পুলিশের সশস্ত্র এক দল গাপতলি গ্রামে অভিযান চালিয়ে দুই যুবককে আটক করে। তাদের অন্য সঙ্গীরা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ফেরার হয়ে যায়। ধৃত দুই যুবককে নিম্ন অসমের ধুবড়ি জেলার চতলারপাড় গ্রামের আখিরুল ইসলাম এবং শালবাড়ি গ্রামের মাজিদুল হুসেন বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। এদিকে ধৃত দুই যুবককে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে পুলিশ গ্রেফতার করে। পরবর্তীতে ম্যারাথন জেরা চালিয়ে গতকাল মঙ্গলবার রাতে ধুবড়ি জেলার দক্ষিণ শালমারা বিধানসভা এলাকার মলাকান্দি গ্রামের নুর জামাল নামের আরও এক যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ।

তিন যুবডাকাত পুলিশি জেরায় স্বীকার করেছে, তারা অঞ্চলের বিভিন্ন গৃহস্থের ঘরে ডাকাতি, রাজপথে গাড়িতে ডাকাতি, ছিনতাই, অপহরণ ইত্যাদি কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে গাপতলি গ্রামের শুকনো এক জলাশয়ে কচুরিপানার নীচ থেকে একটি বিশাল বড় প্লাস্টিকের ব্যাগ উদ্ধার করে পুলিশ। ওই ব্যাগ থেকে বের হয় বিপুল পরিমাণের আগ্নেয়াস্ত্র ও সেনাপোশাক।

আজ বুধবার গ্রেফতার তিন যুবককে আদালতে পেশ করা হয়। আদালত তিনজনকে টিক্রিকিল্লা পুলিশের হেফাজতে পাঠিয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, অসমের, বিশেষ করে দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলা থেকে গুয়াহাটি সহ দেশের যে কোনও স্থানে যাতায়াত করতে হলে মেঘালয়ের পশ্চিম গারোপাহাড় জেলার হেলিডেগঞ্জ, ফুলবাড়ি, টিক্রিকিল্লা থানা এলাকাকে স্পর্শ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে টিক্রিকিল্লার গাপতলিকে পাহাড়ি এলাকা হওয়ার সুযোগ নিয়ে একটি দুষ্কৃতীচক্র দীর্ঘদিন ধরে অসমের নাগরিকদের অপহরণ, ডাকাতির পাশাপাশি অসমে চলাচলকারি নৈশ বাস সহ বিভিন্ন যাত্রীবাহী গাড়িতে লুটপাট করে আসছে। অতিসম্প্রতি সুখচর থানা এলাকার চরকাঁসারিপাড় গ্রামের দুই গাড়ি মালিককে অপহরণ করেছিল দুষ্কৃতীরা। পরে প্রায় তিন লক্ষ টাকা দিয়ে তাদের খপ্পর থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন তাঁরা।

কনস্টেবল

● প্রথম পাতার পর

দাশগুপ্ত। ডিউটি নিয়ে থানার অভ্যন্তরেই সামান্য বাক-বিতণ্ডা হয়। অন ডিউটি থাকা অবস্থায় সেন্ট্রি বিশ্বজিৎ দাশগুপ্ত তাঁর সার্ভিস রাইফেল থেকে শূন্যে গুলি ছুড়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে থানার অন্যান্য কর্মীদের মধ্যে। রাত বারোটার সময় তাকে থানা থেকে ক্লোজ করে বিশালগড় মহকুমার পুলিশ আধিকারিক এর কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

সূত্র মারফত জানা যায় বিশ্বজিৎ দাশগুপ্ত প্রায় সময়ই মদমত্ত অবস্থায় থাকেন। মদ মত্ত অবস্থায় ডিউটি করতে গিয়ে এর আগেও কয়েকবার ঝামেলায় জড়িয়েছেন বলে খবর। গতকালও আকণ্ঠ মদ্যপান করে ডিউটিতে গিয়েছিল সে, এমনই অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় শুধু গতকালই নয় এর আগেও অনেক অভিযোগ তার নামে করা হয়েছিল। বর্তমানে ওই কনস্টেবলকে সিপাহীজলা জেলার পুলিশ সুপারের অফিসে নিয়ে রাখা হয়েছে।

জনতা

● প্রথম পাতার পর

গতরাতে বন কর্মীরা অন্যত্র পর্যবেক্ষণে গিয়েছিলেন। ওই আধিকারিকের কথায়, হাতির পাল করিডোর দিয়ে যাওয়ার সময় সামনে এসে পড়ে অটোটি। তাতেই বিপত্তি দেখা দিয়েছে।

তিনি বলেন, হঠাৎ অটো দেখে হাতির দল আক্রমণ করে। তখন অটোর যাত্রীরা পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হন। কিন্তু চালক পালাতে গিয়ে পায়ে গুরুতর আঘাত পেয়েছেন। হাতির দল অটোকে উল্টে ফেলে দিয়েছে। তাঁর দাবি, ওই ঘটনায় বিশেষ কোনও ক্ষতি হয়নি। তবে অটো চালককে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। সেখানে তার চিকিৎসা চলছে। তিনি বলেন, ওই ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে কিছুটা আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

এদিকে, এলাকাবাসীর অভিযোগ, হাতির যন্ত্রণায় তাঁরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। মাঝেমধ্যেই হাতির দল বাড়িঘর, খেতের ফসলে হামলা চালায়। এতে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয় তাঁদের।

তান্ডব

● প্রথম পাতার পর

ভাষায় গালিগালাজ করেছেন। ভয়ে চিকিৎসা কর্মীরা বাইরে বেরিয়ে আসেন। খবর পেয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক ও পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

গন্ডাছড়ায় ছড়ার জলে রান্না হচ্ছে কচিকাঁচাদের খিচুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৩ জুন।। অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রে পানীয় জলের তীব্র সংকট, ছড়ার জলে রান্না হচ্ছে কচিকাঁচাদের খিচুরি। ঘটনাটি গন্ডাছড়া মহকুমার ডুম্বুরনগর আইসিডিএস প্রজেক্টের অধীন রামনগর এডিসি ভিলেজের বাংঙ্গাল্যা পাড়া অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রে। জানাগেছে প্রায় চার বছর ধরে এই কেন্দ্রের পানীয় জলের মার্কটুটি অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। এলাকাবাসীরা মার্কটুটি সাড়াই করার জন্য সিডিপিও অফিস থেকে শুরু করে পঞ্চায়েতে জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। পাড়াতে প্রায় সাতাশ পরিবারের বসবাস। তারা সবাই চাকমা সম্প্রদায়ের। বর্তমানে এলাকার মানুষ বাধ্য হয়ে ছড়ার জল পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করতে হচ্ছে। আর এই নোংরা জল পান করে পাড়ার জনজাতিরা এখন পেটের রোগে ভুগতে হচ্ছে। এমত অবস্থায় আবারো দাবি উঠেছে অতিদ্রুত পাড়ার একমাত্র পানীয় জলের উৎসটি সাড়াই করার জন্য।

এক্রিডিটেশন ঃ মুখ্যমন্ত্রীকে অভিনন্দন

আগরতলা, ৩ জুন।। রাজ্যের বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকদের জন এক্রিডিটেশন কার্ড চালু করায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে অভিনন্দন জানিয়েছে আগরতলা প্রেসক্লাব। সেই সাথে অভিনন্দন জানিয়েছে ত্রিপুরা জার্নালিস্টস ইউনিয়ন। প্রেসক্লাব ও ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

পরিবেশ রক্ষায় পথ দেখাবে প্রাচীন ভারত, মত শিক্ষাবিদদের

কলকাতা, ৩ জুন (হি. স.) : করোনা মোকাবিলায় দেশজুড়ে হওয়া লকডাউনের জেরে প্রকৃতি তার আগের সৌন্দর্য ফিরে পেয়েছে।প্রকৃতির মাদকতায় আচ্ছন্ন দেশবাসী। অনেক নাম না জানা পাখির ডাক ও স্বচ্ছ আকাশ এই সংকটের সময় আমাদের মনে ইতিবাচক দিকগুলোকে শক্তিশালী করেছে। এখনতো জলন্ধর শহরে বসে হিমালয়ের শৃঙ্গের চূড়া অব্দি দেখা যাচ্ছে।কিন্তু লকডাউন অনেকটাই শিথিল হয়ে গিয়েছে। ফলে রাস্তাঘাটে পেট্রোল-ডিজেলের ধোয়া ছড়ানো গাড়ি এবং কলকারখানার চিমনি দিয়ে নির্গত ধোঁয়া আবারও প্রকৃতিকে দূষিত করে তুলছে।প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে আধুনিক সভ্যতা যে জীবনধারণ করতে পারে সেই শিক্ষা প্রাচীন ভারতের জীবনচর্চা থেকে বর্তমান ইন্ডিয়া শিখতে পারে বলে মনে করেন শিক্ষাবিদরা। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অচিন্ত্য বিশ্বাস জানিয়েছেন, মহাভারত, ষোড়শ মহাজনপদের যে ভারতের কথা আমরা জানি সেখানে তপবন সংস্কৃতির প্রবণতা বেশি ছিল। বহু যোগী পুরুষ এই তপবনেই নিজেদের জীবন অতিবাহিত করতেন। জীবনের সায়াহ্নে এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিত গৃহস্তেরা। মৌর্য যুগের আগে পর্যন্ত প্রাচীন ভারত অনেক বেশি শান্ত ছিল। সেই ভারত কোনও মানুষের পেশাকে চ্যালেঞ্জ জানায়নি। বেশি গ্রহণ না করে ত্যাগ করার ধারণা সেই যুগে ছিল।প্রকৃতির মধ্যেই মানুষ দেবতাকে খুঁজে পেয়েছিল। ঋকবেদে প্রকৃতির শুদ্ধতার উপর গুরুত্ব বেশি দেওয়া হয়েছিল। খুব বড় হবার চেষ্টা নয়। আবার খুব নিচে নেমে যাওয়াও নয়। এক মধ্যবর্তীস্থানে জীবনধারণ করে আমার আমিতে প্রকৃতির মধ্যে মিলিয়ে দেওয়ার বার্তা সেই যুগ দিয়েছিল। অর্থাৎ মানুষ অতিরিক্ত কষ্ট করবে না আবার মাত্রাতিরিক্ত ভোগ করবে না। একই দর্শন দিয়েছিলেন গৌতম বুদ্ধ। প্রকৃতির শিক্ষা হচ্ছে গঠন করে নেও। নষ্ট করে নয়। মহাকবি কালিদাসের প্রসঙ্গ টেনে বর্ষীয়ান এই শিক্ষাবিদ বলেন, মেঘদূতে বিরহের ঊর্ধে প্রকৃতির নৈসর্গিক যে আনন্দ তা ফুটিয়ে তুলেছিলেন কালিদাস। রবীন্দ্রনাথও সেই প্রশংসা করে গিয়েছেন। অভিজ্ঞান শকুন্তলমের মধ্যে দান্তে স্বর্গ ও মর্ত্যেকে একসঙ্গে দেখেছিলেন। প্রকৃতির সঙ্গে শকুন্তলার যে একাত্মবোধ তা লক্ষ্য করা যায় কালিদাসের লেখায়।

আদিবাসীদের প্রকৃতি প্রেম নিয়ে বলতে গিয়ে ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ (মহিলা শাখা) বাংলার অধ্যাপিকা পম্পা হেম্ব্রম জানিয়েছেন, আদিবাসীরা প্রকৃতি কেন্দ্রিক। তাদের জীবন, রমণ, মরণ সবই প্রকৃতির মধ্যে। প্রকৃতির সঙ্গে তাদের ওঠাবসা। প্রকৃতি তাদের উপাসক। প্রকৃতির দানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং আনুগত্যের পরম্পরা আদিবাসীদের মধ্যে রয়েছে। তাইতো নতুন ফুল ফুটলে বাহা উৎসব হয়। আদিবাসীদের উৎসবগুলোও প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে। শাল গাছ হচ্ছে আদিবাসীদের পবিত্রতম গাছ।এ ছাড়াও আম, কেন্দু, মহুয়া প্রতিটি গাছকে পবিত্র বলে মনে করা হয়। নবজাতক জন্মালে তোয়ালের জায়গায় তাকে আতাং গাছের পাতা দিয়ে জড়িয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু বর্তমানে সভ্যতার আগ্রাসনে প্রকৃতিকে নির্বিচারে ধ্বংস করা হচ্ছে। ফলে আদিবাসীদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বিপন্ন হয়ে পড়ছে। অর্থনীতি কেন্দ্রিক এই সমাজ ব্যবস্থায় ৯০ শতাংশ প্রকৃতি ধ্বংস করার পেছনে কায়েমি স্বার্থ লুকিয়ে রয়েছে। কিন্তু দয়াময়ী বারলার মত প্রকৃতিপ্রেমিক রাজকীয় দাঁড়াচ্ছে। চোরাচালান রুখতে আদিবাসী যুবকেরা নিজেও উদ্যোগে রক্ষা কমিটি গড়ে তুলেছে। উল্লেখ করা যেতে পারে আগামী ৫ জুন আন্তর্জাতিক পরিবেশ দিবস। এবারের থিম জৈব বিবিধতা। বৃক্ষরোপণ ও বৃষ্টির জল সংরক্ষণের কথা প্রধানমন্ত্রী বলেছেন। কিন্তু এই জৈব বিবিধতার মাঝে ভারসাম্য রেখে বেঁচে থাকার বাণী প্রাচীন ভারতে দিয়েছে। ফলে নতুন ভারতকে প্রাচীন থেকে শিখতে হবে

ফের আমবাসায় রেলে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন।। আবারো ত্রিপুরায় রেলে কাটা পড়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। বহিঃরাজ্য থেকে আগত ট্রাকের সহ-চালকের রেল লাইনের ধারে মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনা সন্দেহজনক বলে মনে করছে পুলিশ।

আজ বুধবার ধলাই জেলার আমবাসার ডলুবাড়িতে রেল লাইনের ধারে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃত যুবকের নাম কুটনাবিশ সিনহা। তিনি অসমের শিলচরের বাসিন্দা বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। ট্রাকের সহ-চালক হিসেবে কাজ করতেন তিনি। আশঙ্কা করা হচ্ছে, পণ্যবাহী ট্রেনের ধাক্কায় তার মৃত্যু হয়েছে। এদিন সকালে রেল লাইনের ধারে রক্তাক্ত মৃতদেহটি পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় লোকজন পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে আমবাসা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়ে দেয় পুলিশ।

জানা গেছে, মঙ্গলবার একটি এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার পরিবাহী লরিতে ওই যুবক ত্রিপুরায় আসেন। আমবাসা গ্যাস এজেন্সিতে সিলিন্ডার নামানো হয়েছে। গাড়ির চালক ও সহ-চালক রাতে গাড়িতেই ঘুমিয়ে ছিলেন। ওই ঘটনা সম্পর্কে গাড়ির চালক জানান, বুধবার সকালে কুটনাবিশ সিনহাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এরই মধ্যে খবর আসে, রেল লাইনের পাশে তার মরদেহ পড়ে রয়েছে।

তবে লরি চালকের বক্তব্যে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে পুলিশের। আমবাসা থানার পুলিশ গাড়ির চালককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। ঘটনাটি হত্যা না আত্মহত্যা তা নিয়ে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। আমবাসার ডলুবাড়ি রেল লাইনের পাশে মৃতদেহ পড়ে থাকার ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ওপাড়ে

● প্রথম পাতার পর

সন্ধ্যায় তিনি জ্বর, শ্বাসকষ্ট এবং কাশির সমস্যা নিয়ে ফ্লু ক্লিনিকে ভরতি হয়েছিলেন। ওইদিনই তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। মঙ্গলবার সকাল ১১টায় তার কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ আসে। হাসপাতাল সূত্রের খবর, ওই মহিলা মানসিক অবসাদ এবং কিডনি-র সমস্যায় ভুগছিলেন। তাঁর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় হাসপাতালে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। অতিরিক্ত মুখ্যসচিব জানিয়েছিলেন, করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত মহিলা আত্মহত্যা করেছেন। তাই তার মৃতদেহ ময়না তদন্ত করা হয়েছে।

কিন্তু, ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ সৎকারের জন্য নিয়ে যাওয়া হলে বিপত্তি দেখা দেয়। রামনগরের রাজনগরে কবরখলায় ওই মৃতদেহ করোনা সংক্রান্ত স্বাস্থ্য বিধি মেনে কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারের অনুরোধে সদর মহকুমাশাসক মৃতদেহ সৎকারের জন্য ব্যবস্থা করেন। কিন্তু, কবরখলায় নিয়ে যাওয়ার পর স্থানীয় জনগণ আপত্তি জানান। করোনা আক্রান্তের মৃতদেহ সৎকারে ভীতির কারণেই তারা আপত্তি জানাচ্ছিলেন বলে মনে করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে প্রশাসনের তরফে স্থানীয়দের বোঝানোর চেষ্টা করা হলেও তাতে ব্যর্থ হয়ে মৃতদেহ গভীর রাতে জিবি হাসপাতালের মর্গে ফিরিয়ে আনেন স্বাস্থ্য কর্মীরা।

এদিকে, পুর কমিশনার এবং সদর মহকুমাশাসক মতিনগর ছুটে যান। সদর মহকুমাশাসক অসীম সাহা জানিয়েছেন, ওই মৃতদেহ হাসপাতালের কাছাকাছি সৎকারের চিন্তাভাবনা করা হয়েছিল। কিন্তু, রাজনগর কবরখলায় নিয়ে যাওয়া হলে স্থানীয় জনগণ আপত্তি জানান। তাই মহিলার মৃতদেহ মতিনগরে কবর দেওয়া হয়েছে। সেখানে সীমান্তের ওপাড়ে ভারতীয় অংশে কবরখলা অবস্থিত। ধর্মীয় নীতি মেনে মৃতদেহ সৎকার করা হয়। তিনি জানান, পুর কমিশনার এবং আমতলি থানার ওসি সীমান্তের ওপাড়ে গিয়ে সৎকার কার্য পর্যবেক্ষণ করেছেন। পিপিই পরিধান করে স্বাস্থ্যকর্মীরাই মহিলার মৃতদেহ দাফন করেছেন।

অসংখ্য ঝুপড়ি

আটের পাতার পর

আগুন লাগে। গভীর রাত ১.৩১ মিনিট নাগাদ ফোন করে অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে জানানো হয়। তৎক্ষণাৎ আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের ২০টি ইঞ্জিন। বুধবার ভোররাত ৩.৩০ মিনিট নাগাদ নিয়ন্ত্রণে এসেছে আগুন। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের খবর নেই। তবে, প্রায় ১২০টি ঝুপড়ি ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে।

ক্রীড়াঙ্গন

পাকিস্তানি তরুণের "বানি" হবেন কোহলি

বিরাট কোহলিকে নিয়ে নতুন করে বলার কিছুই নেই। বর্তমান বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান ভারতের অধিনায়ক। ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ মানেই বোলারদের পরিকল্পনার একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে কোহলিকে ফেরানোর কৌশল। সেই কোহলিকেই নাকি ভবিষ্যতে বারবার আউট করবেন পাকিস্তানের তরুণ পেস-বিস্ময় নাসিম শাহ! এমনটাই বলছেন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার ফয়সাল ইকবাল।নাসিম শাহের বয়স মাত্র ১৭। গত বছর নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক। এখন পর্যন্ত পাকিস্তানের এই পেসার চার টেস্ট খেলে ১৩ উইকেট নিয়ে প্রতিশ্রুতি দেখাতে শুরু করেছেন। ক্যারিয়ারের তৃতীয় টেস্টেই রাওয়ালপিন্ডিতে বাংলাদেশের বিপক্ষে করেছিলেন হ্যাটট্রিক। মাত্র ১৬ বছর ৩৫৯ দিনে কনিষ্ঠতম বোলার হিসেবে এই নজির গড়েছিলেন তিনি। তরুণ এই পেসারে মুগ্ধ হয়ে ফয়সালের ভবিষ্যদ্বাণী, ভবিষ্যতে এই নাসিমের "বানি" হবেন কোহলি, অর্থাৎ নাসিমের কাছে কোহলি নাকি বারবার আউট হবেন। পাকিস্তানের সাবেক ব্যাটসম্যান ফয়সাল ২০০১ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত ২৬ টেস্ট ও ১৮ ওয়ানডে খেলেছেন। কোহলির প্রতি সম্মান রেখেই তরুণ স্বদেশি তারকা নাসিমকে টুইটে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন ফয়সাল, "বিরাটের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা আছে আমার। ও দুর্দান্ত একজন ব্যাটসম্যান। তবে আমি নিশ্চিত, যে গতি ও সুইং আমাদের নতুন তারকা নাসিম শাহের আছে, তাতে বিরাট যেকোনো সময় ওর "বানি"তে পরিণত হবে। ভবিষ্যতে এই লড়াই দেখার অপেক্ষায় রইলাম।" এখনো ভারত বা যে কোন পর্যায়ে কোহলির বিপক্ষে খেলার সুযোগ হয়নি নাসিমের। তবে তাঁকে ভয় পায় না বলে জানিয়ে দিয়েছেন পাকিস্তানি তরুণ, "ভারতের বিপক্ষে আমি ভালো বল করতে পারব বলেই বিশ্বাস করি। বিরাট কোহলির ক্ষেত্রে বলতে পারি, আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু ভয় পাই না। বিশ্বের সেরা ব্যাটসম্যানের বিপক্ষে বল করা সব সময়েই চ্যালেঞ্জের। এ রকম সময়ে নিজের পারফরম্যান্সকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে হয়। ভারত এবং বিরাট কোহলির বিরুদ্ধে খেলার জন্য আমি উন্মুখ হয়ে আছি।"

হুসেইন বলছেন, কাজটা কঠিন

করোনার কারণে ক্রিকেটারদের অভ্যাসে বড় পরিবর্তন আসবে। আবার আছে কিছু ইতিবাচক দিকও। বোলারদের হাতে বল গেলেই হলো। লালা, থুতু মিশিয়ে বল উজ্জ্বল করা শুরু করেন প্রায় প্রত্যেকেই। ক্লাব ক্রিকেট, বয়সভিত্তিক ক্রিকেট থেকেই এই অভ্যাস গড়ে ওঠে। এরপর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও তা-ই করে থাকেন বোলাররা। উইকেট পেলে এক হয়ে উদযাপন করাও ক্রিকেটারদের অভ্যাস। ক্রিকেট মাঠে এসব একদমই স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু করোনাভাইরাস এসে ক্রিকেট মাঠের এসব স্বাভাবিক ঘটনা অস্বাভাবিক করে তুলছে। আইসিসি ক্রিকেট বলে থুতু বা লালা ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। ক্রিকেটারদের বলা হচ্ছে দূরত্ব বজায় রেখে খেলতে। কিন্তু দীর্ঘদিনের অভ্যাস তো হুট করেই চলে যাবে না। ক্রিকেটারদের নতুন করে নিজেদের করোনাকালের ক্রিকেটের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। সাবেক ইংলিশ অধিনায়ক নাসের হুসেইন কাজটাকে সহজ মনে করছেন না। তিনি বলেন, "কিছু কিছু কাজ ক্রিকেটাররা তাদের ক্যারিয়ারের ১০ বছর ধরে করে আসছে। বল উজ্জ্বল করা, উদযাপন করা, এই কাজ গুলো কঠিন হবে সবার জন্য। বলে লালা মাখতে সবাই অভ্যস্ত। এখন সেটা ওরা করতে পারবে না। ওদের মস্তিস্ককে আবার প্রশিক্ষণ দিতে হবে।" ইংলিশ অধিনায়ক জো রুট আবার ইতিবাচক দিকটা দেখছেন।

এতে কোন কিছুর সাহায্য ছাড়াই বোলারদের সুইং করানোর দক্ষতা বাড়বে বলে মনে করেন রুট, "বোলারদের দক্ষতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। কোন কিছুর সাহায্য না পাওয়া মানে হচ্ছে আপনাকে বোলার হিসেবে খুবই ভালো নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। বোলারদের উইকেট নেওয়ার ভিন্ন উপায় বের করতে হবে। সেটা ক্রিজের পাশ থেকে, নতুন কোণ সৃষ্টি করে, উইকেট থেকে ভিন্ন উপায়ে সাহায্য নিয়ে, বলের সিম কাঁপিয়ে হতে পারে। এতে পাঁচ-ছয় সপ্তাহে আমাদের বোলাররা আরও পরিণত হয়ে উঠবে।"

করোনার ভয়ে ইংল্যান্ড যেতে চান না তিন ক্যারিবীয় ক্রিকেটার

করোনার ভয়ে ইংল্যান্ডে টেস্ট খেলতে যেতে চান না তিন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটার গতকালই আসে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। করোনার পরে সবার আগে মাঠে ফিরবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা এরই মধ্যে সিরিজের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে অনুশীলন করতে দেখা গেছে বেশ কয়েকজন ক্যারিবীয় টেস্ট ক্রিকেটারকে। কিন্তু সবাই যে ইংল্যান্ড সফরে যেতে মুখিয়ে আছেন তেমন কিন্তু নয়। ইংলিশ সংবাদমাধ্যমের খবর, তিন ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ক্রিকেটার করোনার ভয়ে ইংল্যান্ড সফরে যেতে চান না। সেই তিন ক্রিকেটারের নাম অবশ্য এখনো প্রকাশ পায়নি। তবে তিন সদস্য না গেলেও ইংল্যান্ড সফরের জন্য পূর্ণ শক্তির দলই পাঠাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বেশিরভাগ ক্রিকেটারই ইংল্যান্ড সফরে সায় দিয়েছে। জানা গেছে, তিন টেস্টের সিরিজের জন্য ২৫ সদস্যের বিশাল বহর নিয়ে ইংল্যান্ড যাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কদিন আগেই ক্ষতি কমাতে ক্রিকেটার ও কর্মচারীদের বেতন ৫০ ভাগ কমিয়ে দিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড। ৫০ ভাগ কম বেতন নীতি চলতে পারে আরও ৩ থেকে ৬ মাস পর্যন্ত। তবু ক্রিকেটাররা খেলতে মুখিয়ে। করোনার বিশেষ অবস্থার মাঝেও ম্যাচ খেলার আবার ভিন্ন সুবিধা পাবে ক্রিকেটাররা। প্রতি ম্যাচে ক্রিকেটাররা প্রত্যেকে বাড়তি ৫ হাজার পাউন্ড করে পাবেন। ঝুঁকি নিয়ে লাভও আছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে রাজি না হলে ইংলিশ গ্রীষ্ম সম্পূর্ণ ভেস্তে যেতে পারত। করোনার কারণে পুরো গ্রীষ্মে কোন আন্তর্জাতিক সিরিজ না হলে বড় ক্ষতি হতো ইসিবির। কঠিন সময়ে ইংল্যান্ড সফরে রাজি হওয়ায় ভবিষ্যতে ইংলিশ ক্রিকেট বোর্ডের সুনজরে থাকবে

নতুন রোনালদোকে দলে টানতে উন্মুখ সাবেক ইউনাইটেড তারকা

গত দুই মৌসুম ধরেই বুন্দেসলিগায় নিজের জাত চেনাচ্ছেন ইংলিশ উইঙ্গার জাডন সানচো। ইংলিশ এই তরুণের মধ্যে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর ছায়া দেখছেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাবেক তারকা ডিফেন্ডার ওয়েস ব্রাউন সার্জিও আগুয়েরো, লিরয় সানে, রাহিম স্টার্লিং, রিয়াদ মাহরেজ, গ্যাব্রিয়েল জেসুস, কেভিন ডি ব্রুইনা, বার্নার্দো সিলভা, ডেভিড সিলভা। এত তারকার ভিড়ে তরুণ জাডন সানচোর প্রতিভার পরিচর্যা করতে রাজী হয়নি ম্যানচেস্টার সিটি। দেয়নি নিয়মিত খেলার সুযোগ। সানচো তাই নিয়মিত খেলার আশায় দেশই ছেড়ে চলে যান। যোগ দেন বুন্দেসলিগার ক্লাব বরুসিয়া ডর্টমুন্ডে। রবার্ট লেভানডভস্কি থেকে শুরু করে মারিও গোটসে, মার্কো রয়েস, ম্যাটস হামেলস, শিনজি কাগওয়া, ইলকায় গুন্দোগান — বছরের পর বছর এমন একাধিক খেলোয়াড়কে কুঁড়ি থেকে তুলে এনে প্রস্ফুটিত করার কাজে সহায়তা করে যাচ্ছে যে ক্লাবটা। সানচোর প্রতিভা ডর্টমুন্ড চিনেছিল। প্রতিভার বিকাশ করতে সানচোও বেশি সময় নেননি। বিশ্বের অন্যতম সেরা উইঙ্গার মানা হয় এখন তাঁকে। সানচোর উত্থান দেখে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গিয়েছে ইংলিশ লিগের ক্লাবগুলোর। যে সানচোকে তাঁরা কেউই নিতে চায়নি, এখন তাঁর পেছনেই ঘুরঘুর করছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, চেলসি, লিভারপুলের মতো ক্লাবগুলো। সুযোগ বুঝে ডর্টমুন্ডও আশি লাখ পাউন্ড দিয়ে কেনা উইঙ্গারের দাম হাঁকিয়েছে ১২ কোটি পাউন্ড! সানচো যে ডর্টমুন্ড ছাড়ছেন এটা মোটামুটি নিশ্চিত। আর অন্য যেকোনো ক্লাবের চেয়ে ডর্টমুন্ডকে পাওয়ার দৌড়ে এগিয়ে আছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। আর এ ব্যাপারটাই খুশি করেছে ইউনাইটেডের সাবেক লিগজয়ী রাইটব্যাক ওয়েস ব্রাউনকে। সানচোর মধ্যে রোনালদোর ছায়া দেখা এই সাবেক তারকা চান, ইউনাইটেডে যেন চলে আসেন এই উইঙ্গার, "সানচোর মতো একজনকেই আমাদের ক্লাবে দরকার। ওর প্রতিভা ও কৌশল আক্রমণভাগের জন্য দরকারি। ওর মতো শিহরণ জাগানিয়া খেলোয়াড় আমাদের আগেও ছিল, ও আসলে আমাদের আক্রমণভাগে সেই ধার আবারও ফিরে আসবে। যেটা কি না দলের জন্যও ভালো। অতীতে ওর মতো খেলোয়াড় ছিল আমাদের, যেমন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ওরা এমন খেলোয়াড় যারা অনায়াসেই তিন-চারজন ডিফেন্ডারকে ব্যস্ত রাখতে পারে। ফলে সতীর্থদের কাজ সহজ হয়ে যায়। ওকে দলে আনতে পারলে অসাধারণ হবে।" এ মৌসুমে লিগে ২৭ ম্যাচ খেলে ১৭ গোল ও ১৬ অ্যাসিস্ট করেছেন সানচো। সর্বশেষ লিগ ম্যাচে পাদেরবনের বিপক্ষে করেছেন হ্যাটট্রিক।

জন্মদিনের অভিবাদন, সুইংয়ের সুলতান

কীভাবে মনে রাখবেন তাঁকে? অথবা তাঁর কথা মনে পড়লে কোন দৃশ্যটি চোখের সামনে ভেসে উঠবে সবার আগেদুর্দান্ত গতি, ভয় জাগানিয়া বাউন্সার, অনিন্দ্যসুন্দর সুইং, অবিশ্বাস্য ইয়র্কার, নাকি চাবুকে অ্যাকশন? ওয়াসিম আকরামগতি, বাউন্স, সুইং, ইয়র্কার আর অ্যাকশন; সব মিলিয়ে অনন্য এক ফাস্ট বোলার তিনি। কখনো তাঁকে দেখা গেছে গতিতে পরাস্ত করেছেন ব্রায়ান লারাকে। কখনো অসাধারণ বাউন্সারে ভয় ধরিয়ে দিয়েছেন সৌরভ গাঙ্গুলিকে। কখনো আবার সুইং বা ইয়র্কারে হকচকিয়ে দিয়েছেন শচীন টেন্ডুলকারকে। এ সবের সমন্বয়ে নিজেকে অন্য এক উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন ওয়াসিম আকরাম। কী সেই উচ্চতা? আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৯১৬ উইকেট পেয়েছেন পাকিস্তানের সাবেক এই ফাস্ট বোলার। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন ১৭ বছর হয়েছে, কিন্তু তাঁর ওই ৯১৬ উইকেট এখনো পাকিস্তানের পক্ষে যে কোনো বোলারের সর্বোচ্চ শিকার। ভাবছেন ওয়াসিম আকরামের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের হিসেবই কেন শুধু দেওয়া হচ্ছে? আসলে কিংবদন্তি এই ফাস্ট বোলারের ক্রিকেট আকাশে আবির্ভাবই যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট দিয়ে। সেটাও কি এক "অলৌকিকভাবে"! দেশের আনাচকানাচ থেকে ক্রিকেটার তুলে আনতে পাকিস্তানব্যপী প্রতিভা অন্বেষণ শুরু করে পিসিবি। কে আগে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলেছে, কে খেলেনি সেটা বিবেচ্য ছিল না। কে ভালো বোলিং করতে পারে বা কে পারে ভালো ব্যাটিংএটাই ছিল সেই প্রতিভা অন্বেষণের মূল বিবেচ্য বিষয়। তা এই প্রতিভা অন্বেষণের জন্য ১৯৮৪ সালের শুরুর দিকে একটি ট্রায়ালের আয়োজন করা হয়েছিল লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে। পাঞ্জাবে জন্ম নেওয়া লাহোরেরই ছেলে ওয়াসিম আকরামের কানেও পৌঁছে যায় প্রতিভা অন্বেষণের খবর। চলে আসেন গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে। তাঁর বোলিং দেখে মুগ্ধ হয়ে যান পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক ও ব্যাটসম্যান জাভেদ মিঁয়াদাদ। কী গতি, কী সুইং আর বাউন্সারএ ছেলেকে তো সুযোগ দেওয়া দরকার! সেদিন এমনটাই মন্তব্য করেছিলেন পাকিস্তানের ক্রিকেটের বড়ে মিঁয়া। ওয়াসিম আকরামের সেই সুযোগ আসে সে বছরেই নভেম্বরে। নিউজিল্যান্ড সফরের পাকিস্তান দলে জায়গা হয় তাঁর। ১৮ বছর বয়সে অভিষেক হয় পাকিস্তান দলে।

কিন্তু প্রথম ম্যাচে মুগ্ধতা ছড়ানো বোলিং করতে পারেননি। প্রথম ওয়ানডেতে মাত্র ৪ ওভার বোলিং করে ৩১ রান দিয়ে উইকেটশূন্য ছিলেন আকরাম। পরের ম্যাচে বলই হাতে পাননি। নিজের জাতটা আকরাম চিনিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে। দুই টেস্টের তিন ইনিংসে বোলিং করে ১২ উইকেট নিয়েছেন সাবেক ফাস্ট বোলার। সেই যে উইকেট পাওয়া শুরু, আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ২০ বছরের ক্যারিয়ারে অনেক উইকেট নিয়েছেন। কিন্তু ১৯৯২ বিশ্বকাপে পাওয়া তাঁর দুটি উইকেট হয়তো পাকিস্তানিরা ভুলতে পারবে না কোনো দিন।

ইংল্যান্ডের অ্যালান ল্যাম্ব ও ক্রিস লুইসকে আউট করা ওই দুটি ডেলিভারি ভুলতে পারবে না পুরো ক্রিকেট বিশ্বই।

যে দুটি ডেলিভারিকে সেই সময়ের ধারাভাষ্যকাররা বলেছিলেন, "সিম্পলি আনপ্লেয়েবল।" পুরো ক্যারিয়ার জুড়েই তো আসলে "আনপ্লেয়েবল" ছিলেন সুইংয়ের সুলতান নামে পরিচিত ওয়াসিম আকরাম। এই মিস্টার আনপ্লেয়েবলের আজ জন্মদিন। শুভ জন্মদিন সুইংয়ের সুলতান।

লালা ছাড়াই রিভার্স সুইং করাবেন শামি

লালা ফিরিয়ে দাওক্রিকেট বিশ্বে রীতিমতো হাহাকার চলছে। বিশেষ করে বিশ্বের তাবৎ ফাস্ট বোলার এমন সুরই তুলেছেন। বল উজ্জ্বল করার জন্য আইসিসি লালার ব্যবহার নিষিদ্ধ করার পরই হা-হুতাশ শুরু করেছেন অস্ট্রেলিয়ার দুই ফাস্ট বোলার প্যাট কামিন্স ও মিচেল স্টার্ক। বল উজ্জ্বল না করাতে পারলে যে সুইংই পাওয়া যাবে না।

কিন্তু ভারতের ফাস্ট বোলার মোহাম্মদ শামি বলছেন অন্য কথা। লালার ব্যবহার ছাড়া শুধু সুইং কী, রিভার্স সুইংও নাকি করাতে পারবেন শামি। রোহিত জুগলানের সঙ্গে ইনস্টাগ্রাম কথপোকথনে ভারতীয় ফাস্ট বোলার বলেছেন, "কাজটা কঠিন হবে। ছোটবেলা থেকে লালা ব্যবহার করে অভ্যস্ত আমরা। ফাস্ট বোলাররা অভ্যাসবশতই বল উজ্জ্বল করতে লালা ব্যবহার করে। তবে হ্যাঁ, শুকনো বলের উজ্জ্বলতা ঠিক রাখতে পারলে রিভার্স সুইংও পাওয়া সম্ভব।"করোনার কারণে থমকে গেছে ক্রিকেট বিশ্ব। ভাইরাসটির তাণ্ডব একটু কমে আসতেই আবার মাঠে ক্রিকেট ফেরানোর কথা ভাবছে বিভিন্ন দেশের বোর্ডসহ ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি। তবে সংক্রমণের ভয় যেহেতু এখনো পুরোপুরি মুক্ত হয়নি, তাই কিছু বিধিনিষেধও আরোপ করেছে আইসিসি। এরই অংশ হিসেবে বল উজ্জ্বল করার জন্য লালার ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি। বোলাররা অবশ্য বল উজ্জ্বল করতে ঘাম ব্যবহার করতে পারবেন। তবে দুটি এক জিনিস নয় বলেই মনে করেন শামি, "ঘাম আর লালা এক রকম কাজ করে না। আমার মনে হয় না (বল উজ্জ্বল করতে) ঘাম খুব একটা কাজে আসবে। তবে করোনা মহামারির কারণে লালা ব্যবহার বন্ধ করাটাও জরুরী হয়ে পড়েছে।"

CORRIGENDUM
(AGAINST PNIT No. 01/PNIeT/EE/DWS/BLN/2020-21)
Due to unavoidable circumstances the Work at SI. No. 01 bearing DNIT No. 01/DNIeT/EE/DWS/BLN/2020-21 having Tender Id: 2020SEDWS_10021_1 floated against PNIT No.01/PNIeT/EE/DWS/BLN/2020-21 circulated vide this office Memo. No. F.7(10)/EE/DWS/BLN/512- 56, Dl.:- 14/05/2020 is hereby cancelled.
ICA/C-449/202021
FOR & ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA.
(Er. T. Chakma) Executive Engineer
DWS Division, Belonia Belonia,
South Tripura

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

হাঁপানিয়ার গড়ে তোলা হয়েছে কোভিড কেয়ার সেন্টার। বুধবার তোলা ছবি নিজস্ব।

ইন্টারনেট সমস্যায় জম্পুইজলার বিভিন্ন অফিসে কাজকর্ম ব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩ জুন।। ইন্টারনেট পরিষেবার অভাবে জম্পুইজলা মহকুমার বিভিন্ন অফিসের কাজকর্ম স্তব্ধ হয়ে রয়েছে দীর্ঘদিন যাবত। সিপাহীজলা জেলা প্রশাসন এবং মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বারংবার অবগত করা হলেও অদ্যাবধি নেট পরিষেবা সমস্যার সমাধান হয়নি। দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে জম্পুইজলা মহকুমা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের উদ্বোধন হয়েছে। উদ্বোধনের স্যার কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে। সমস্যা একটাই ইন্টারনেট পরিষেবা নেই।

সাইনবোর্ড সর্বস্ব জম্পুইজলা মহকুমার সাব রেজিস্ট্রি অফিস। ২০১৯ সালের ১৬ নভেম্বর ঘটা করে সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের উদ্বোধন করেছিলেন রাজস্ব মন্ত্রী তথা এলাকার বিধায়ক নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা। বিশালগড় মহকুমাকে দ্বিখন্ডিত করে ২০১২ সালে জম্পুইজলা মহকুমার পথ চলা শুরু হয়েছিল। এরপর থেকেই মহকুমাবাসী সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। সরকার পরিবর্তনের পর সাব রেজিস্ট্রি অফিস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার। যথারীতি ঢাকঢোল পিটিয়ে উদ্বোধন করা হয় মহকুমা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের। কিন্তু উদ্বোধনের সাত মাসেও সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের সুবিধা ভোগ করতে পারছে না জম্পুইজলা মহাকুমার উপজাতি নাগরিকরা। জনদুর্ভোগ লাঘবের উদ্দেশ্যে এই সাব রেজিস্ট্রি অফিস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সরকার। কিন্তু বাস্তবে সুবিধা ভোগিদের হয়রানি এক বিন্দুও কমেনি অদ্যাবধি।

এর ফলে এডিসি নির্বাচনের প্রাক্কালে সেখানকার উপজাতি নাগরিকদের মধ্যে চাপা ক্ষোভের চরম আকার ধারণ করছে প্রতিনিয়ত। জমি বিক্রি করে সেই জমির দলিল পর্চা হস্তান্তর করা সম্ভব হচ্ছে না তাদের। অনেকের জমিনের পর্চা বের করতে পারছে না। যার কারণে ব্যাংক থেকে লোন নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের অসুবিধা হচ্ছে। সাত মাস পূর্বেই জম্পুইজলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস উদ্বোধন করেছিলেন রাজ্যের রাজস্বমন্ত্রী এন সি দেববর্মা। কিন্তু বাস্তবে এই সাব রেজিস্ট্রি অফিস আদৌ জনগণের কোন কাজে আসছে কিনা সে বিষয়ে তিনি খোঁজ খবর রাখেননি বলে অভিযোগ সাধারণ মানুষের। সম্প্রতি জম্পুইজলা মহকুমায় পরিদর্শনে যান সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক উদয়ন সিনহা। পরিদর্শনকালে নেট পরিষেবা সমস্যার বিষয়টি উদয়ন বাবুর নজরে আসে। তখন তিনি বলেছিলেন ইন্টারনেট পরিষেবা সমস্যার কথা সিপাহীজলা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকেও বিভাগীয় দপ্তরকে জানানো হয়েছে। যতটুকু খবর বিভাগীয় দপ্তরের কর্মকর্তারা যৎ সামান্য চেষ্টা করেছেন বলে জানা যায়। এ বিষয়ে মহকুমা শাসক সঞ্জীব দেববর্মা জানান ইন্টারনেট সমস্যার কারণে জমি সফটওয়্যার এর সার্ভার খোলা সম্ভব হচ্ছে না। বিগত সাত মাসে মাত্র একটি জমি রেজিস্ট্রি করা সম্ভব হয়েছে। অনেকগুলি আবেদনপত্র জমা পড়েছে অফিসে। কিন্তু ইন্টারনেট সমস্যার কারণে কাজ করা যাচ্ছে না। তিনি আরো জানান বিষয়টি উর্ধতন কর্তৃপক্ষের গোচরে নেওয়া হয়েছে। ইন্টারনেট সমস্যা সমাধান হলেই সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের কাজকর্ম স্বাভাবিক হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। তবে কখন ইন্টারনেট পরিষেবার ভোগান্তির শেষ হবে এখনো বলা মুশকিল। এখন দেখার বিভাগীয় দপ্তর এ বিষয়ে তড়িঘড়ি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে কিনা।

ঊনকোটি ও উত্তর ত্রিপুরা জেলার একান্তবাস কেন্দ্র পরিদর্শন মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন।। করোনা সংক্রমণজনিত উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরকারের ঘোষিত সিদ্ধান্তগুলির সুযোগ সুবিধা জনগণ পাচ্ছেন কিনা তা সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ বুধবার উত্তর ত্রিপুরা এবং ঊনকোটি জেলা সফর করেছেন। ঊনকোটি জেলার পেঁচারথল ব্লকের নবীনছড়া ভিলেজ পরিদর্শনের পর মুখ্যমন্ত্রী বিকেল চারটায় কুমারঘাটের পঞ্চায়েতরাজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে তৈরি প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাস কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে ছিলেন বিধায়ক ভগবান দাস, কুমারঘাট পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন অনামিকা মালাকার, কুমারঘাট পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান হ্যাপি দাস, জেলাশাসক রবীন্দ্র রিয়াং, মহকুমাশাসক সন্দীপ চক্রবর্তী, বিডিও মিঠুন দাসচৌধুরী প্রমুখ। পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের সাথে কথা বলেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ঊনকোটি জেলার পেঁচারথল ব্লকের নবীনছড়া ভিলেজে একান্তবাস কেন্দ্রটি পরিদর্শন করেছেন। এখানে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে অন্যান্যদের মধ্যে ঊনকোটি জেলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, জেলাশাসক রবীন্দ্র রিয়াং, বিধায়ক ভগবান দাস, পুলিশ সুপার রতিরঞ্জন দেবনাথ ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী এই একান্তবাস কেন্দ্রে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। জেলাশাসকের কাছে মুখ্যমন্ত্রী জেলার করোনা পরিস্থিতির বিষয়েও খোঁজখবর নেন। একান্তবাস কেন্দ্র পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রী জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে জেলার একান্তবাস কেন্দ্রগুলির বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাইরে থেকে যাঁরাই আসবেন তাঁদের একান্তবাসে থাকা বাধ্যতামূলক। এক্ষেত্রে যাতে কোনও দুর্বলতা না থাকে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। উল্লেখ্য, নবীনছড়া ভিলেজের একান্তবাস কেন্দ্রে বেঙ্গালুরু থেকে আগত ৪ জন রয়েছেন।

করোনা সংক্রমণজনিত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ সকালে প্রথমে উত্তর ত্রিপুরা জেলা সফরে আসেন। উত্তর ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রী প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাস এবং বাড়িতে একান্তবাস পরিদর্শন করেছেন। একান্তবাসে থাকা মানুষের সাথে তিনি কথা বলেন। উত্তর ত্রিপুরা জেলার একান্তবাস কেন্দ্রগুলি পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে ছিলেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস, মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ সচিব পি কে গোয়েল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের অধিকর্তা ডা. শুভাশিস দেববর্মা, জেলাশাসক ও সমাহর্তা রাভাল হেমেন্দ্র কুমার, পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. জগদীশ চন্দ্র নমশূদ্র সহ জেলার পদস্থ আধিকারিকগণ।

জেলার বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রী যুবরাজনগর ব্লকের উত্তর গঙ্গানগর পঞ্চায়েত অফিস, কালাছড়া ব্লকের বালিছড়া এডিসি ভিলেজ, ভিলেজ কমিটির অফিস, কদমতলা ব্লকের বড়গুল পঞ্চায়েত অফিস এবং পানিসাগর ব্লকের অগিপাশা পঞ্চায়েত অফিস পরিদর্শন করেন। এই সমস্ত এলাকা পরিদর্শনের সময় করোনা ভাইরাস সংক্রমণজনিত পরিস্থিতিতে লকডাউনের কারণে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের ঘোষিত বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ সুবিধাগুলি সঠিকভাবে রূপায়িত হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখেন এবং খোঁজখবর নেন। মুখ্যমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধি, অটল জলধারা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা এবং আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প রূপায়ণের বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন।

লকডাউনের সময়ে ন্যায্যমূল্যের দোকান থেকে জনগণ বিভিন্ন সামগ্রী সময় মতো পেয়েছেন কিনা সে বিষয়েও মুখ্যমন্ত্রী খোঁজখবর নিয়েছেন। বালিছড়া ভিলেজ এলাকা পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণে সরকারের অগ্রাধিকারের বিষয়টি তুলে ধরে বলেন, জনজাতি এলাকার উন্নয়নে সরকার সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। বালিছড়া ভিলেজে উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণে অগ্রগতির বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী খোঁজখবর নেন এবং ভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যানকে এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য বলেন। ভিলেজ এলাকায় এমজিএনরেগা প্রকল্পে চলতি বছরে যথাযথভাবে কাজ হচ্ছে কিনা সে বিষয়েও খোঁজ নেন মুখ্যমন্ত্রী। এম জি এন রেগায় কর্মসংস্থান আরও বাড়াতে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। গ্রামীণ এলাকার কাঁচা রাস্তাগুলি এমজিএনরেগা এবং পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিলের অর্থে উন্নত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ জেলার ধর্মনগর মহকুমার গঙ্গানগর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়, বালিছড়া এসবি স্কুল, পানিসাগর মহকুমার স্পোর্টস স্কুলের প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাস কেন্দ্রও পরিদর্শন করেন। একান্তবাস কেন্দ্রগুলিতে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের সাথে কথা বলে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। একান্তবাস কেন্দ্রের সমস্ত সুযোগ সুবিধা তাঁরা পাচ্ছেন কিনা সে বিষয়েও খোঁজ নেন মুখ্যমন্ত্রী। তাছাড়া একান্তবাসের আওতাধীন বিরাজ দাসের বাড়িতে গিয়েও তাঁর খোঁজখবর নেন মুখ্যমন্ত্রী। একান্তবাস কেন্দ্র পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রী আশাকর্মীদের সাথেও কথা বলেন। পরে মুখ্যমন্ত্রী পানিসাগর কমিউনিটি হেলথ সেন্টারটি পরিদর্শন করেন। কোয়ারেন্টাইন সেন্টার পরিদর্শনের পর মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করে বলেনন যাঁরা বাড়িতে একান্তবাসে রয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই সুস্থ থাকবেন এবং যাঁরা প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে আছেন তারা সুস্থভাবেই বাড়ি ফিরে যেতে পারবেন।

জোলাইবাড়িতে মহিলার উপর হামলা, থানায় মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩ জুন।। জোলাইবাড়ী বাজারে মহিলাকে আক্রমনকরার অভিযোগ এনে জোলাইবাড়ী থানায় এক লিখিত মামলা দায়ের করলো মহিলারা। ঘটনার বিবরনে জানাযায় জোলাইবাড়ীর কাকুলিয়ার বাসিন্দা কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী জোলাইবাড়ী গ্রামীনবেঙ্কে রেগার টাকা তুলতেগিয়ে কিছু মহিলার উপর আক্রমন করেনবলে অভিযোগ। রেগার টাকা নিয়ে প্রথমে বিবাদের সৃষ্টিহয় বলেজানাযায়। পরবর্তীসময় কৃষ্ণ গোপাল গোস্বামীর দ্বারা আক্রান্তহয়ে মহিলারা একত্রিতহয়ে কৃষ্ণ গোস্বামীক জোলাইবাড়ী বাজারে গনধোলাইদেন। পরবর্তীসময় এইঘটনার খবরপেয়ে জোলাইবাড়ী ফাঁড়ী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলেগিয়ে কৃষ্ণ গোস্বামীকে ঘটনাস্থলথেকে উদ্ধার করে থানায় নিয়েআসেন। এই ঘটনার পরিপেক্ষিতে মহিলারা গনস্বাক্ষরের মাধ্যেমে জোলাইবাড়ী ফাঁড়ীথানায় এক লিখিত মামলা দায়েরকরেন। এই ঘটনার বিবরন জানিয়ে মহিলারা সংবাদমাধ্যমের সামনে একরাশ ক্ষোভ উবরেদেন। অপরদিকে এই ঘটনা সম্পর্কে কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট জানতে চাইলে তিনি জানান এই বিষয়ে তিনি কিছুই জানেননা। অতর্কিত ভাবে জোলাইবাড়ী বাজারে মহিলারা উনার উপর আক্রমন করেছে বলে তিনি জানান। এইদিকে মারামারির ঘটনাকে কেন্দ্রকরে সমগ্র জোলাইবাড়ী বাজার জুরে আতঙ্কের সৃষ্টিহয়েছে।

ভূমিধসে ২১ জনের মৃত্যুর খোঁজ নিতে আজ বরাক সফরে

শিলচর (অসম), ৩ জুন (হি.স.) : আগামীকাল বৃহস্পতিবার একদিনের বরাক উপত্যকা সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। গতকাল মঙ্গলবার সকালে মর্মান্তিক ভূমিধসে তিন জেলার ২১ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছিল। তাই উপত্যকার তিন জেলার ভূমিধসগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে আসবেন মুখ্যমন্ত্রী। আকাশপথেই তিনি বরাকের তিন জেলার অকুস্থলগুলি পর্যবেক্ষণ করবেন। জানা গেছে সরকারি সূত্রে। সূত্রটি জানিয়েছে, ২১ জনের মৃত্যু পরবর্তী পরিস্থিতি এবং ধসের ভয়াবহতা খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের বরাক সফরের মূল উদ্দেশ্য।

কাছাড় জেলা তথ্য ও জনসংযোগ দফতর এক প্রেসবার্তা পাঠিয়ে জানিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল বৃহস্পতিবার সকাল ১১.১৫ মিনিটে বায়ুসেনার বিশেষ বিমানে শিলচরের কুম্ভিরগ্রাম বিমানবন্দরে অবতরণ করবেন। সেখান থেকে হেলিকপ্টারে করে তিনি প্রথমে করিমগঞ্জ সফর করবেন। আকাশপথে ক্ষয়ক্ষতি পর্যবেক্ষণ করে অস্থায়ী হেলিপ্যাডে নেমে করিমগঞ্জ জেলার শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। ১.১৫ মিনিটে তিনি করিমগঞ্জ থেকে হাইলাকান্দির উদ্দেশে রওয়ানা হবেন। হাইলাকান্দির পরিস্থিতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে বেলা ২.০০ টায় তিনি হাইলাকান্দি জেলার শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। বিকেল ৩.০০ টায় মুখ্যমন্ত্রী হাইলাকান্দি থেকে শিলচরের উদ্দেশে রওয়ানা দেবেন। ৩.২৫ মিনিটে শিলচরের অস্থায়ী হেলিপ্যাডে অবতরণ করে এখানে বৈঠক করবেন জেলার বিভিন্ন বিভাগের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে। এদিন সাংবাদিকদের সঙ্গেও মুখ্যমন্ত্রী কথা বলবেন বলে জানানো হয়েছে। এর পর বিকেল ৪.১৫ মিনিটে মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল শিলচর থেকে হেলিকপ্টারে কুম্ভিরগ্রামের উদ্দেশে রওয়ানা হবেন। সেখান থেকে বিকেল ৫.০০ টায় বায়ুসেনার বিশেষ বিমানে চড়ে তিনি গুয়াহাটিতে ফিরে যাবেন।

এখানে উল্লেখ্য, গতকাল মঙ্গলবার সকালে পাহাড় ধসে মাটি চাপায় কাছাড়ে ৭, হাইলাকান্দিতে ৭ এবং করিমগঞ্জে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছিল। আহত হয়েছিলেন অনেকেই। এঁদের মধ্যে রাতে করিমগঞ্জ জেলার একজনের মৃত্যু হয়েছে। এনিয়ে বরাক উপত্যকার তিন জেলার মোট ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে।

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিকল্প একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩ জুন (হি. স.) : উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিকল্প একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রকাশিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল"নিশঙ্ক "আজ নয়াদিল্লিতে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের (ক্লাস একাদশ এবং দ্বাদশ) জন্য বিকল্প একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ করেছেন। কোবিড-১৯ পরিস্থিতিতে বাড়িতে থেকে অভিভাবক এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সহযোগিতায় ছাত্রছাত্রীদের পঠন-পাঠনের সাথে যুক্ত থাকার জন্য কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের সহায়তায় এনসিআরটি ওই ক্যালেন্ডার তৈরি করেছে।

এ-বিষয়ে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী বলেন, শিক্ষক-শিক্ষিকারা মজাদার এবং আকর্ষণীয় উপায়ে পাঠ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম এবং সামাজিক মিডিয়া সরঞ্জামগুলি ব্যবহারের বিষয়ে ক্যালেন্ডারে নির্দেশিকা রয়েছে। ঘরে বসেও তা ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক এবং শিক্ষকরা এমনকি ব্যবহার করতে পারবেন। সাথে তিনি যোগ করেন, বিভিন্ন সরঞ্জাম এবং মোবাইল প্ল্যাটফর্ম, রেডিও, টেলিভিশন, এসএমএস এবং বিভিন্ন সামাজিক মিডিয়াতে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন স্তরের ব্যবহার বিবেচনা করা হচ্ছে।

মন্ত্রীর কথায়, যে শিক্ষার্থীর কাছে ইন্টারনেটের সুবিধা নেই বা বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন- হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, টুইটার, গুগল ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারবেন না, শিক্ষক-শিক্ষিকারা এসএমএস এবং ভয়েস কল-র মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী এবং ছাত্রছাত্রীদের সহায়তা করার দিকনির্দেশনা রয়েছে ওই ক্যালেন্ডারে। তাঁর দাবি, এই ক্যালেন্ডারে দিব্যাং শিশু (বিশেষ প্রয়োজনের শিশু) সহ সমস্ত শিশুর চাহিদা পূরণ করা হবে। তাতে, অডিও বইগুলির জন্য লিঙ্ক, রেডিও প্রোগ্রামগুলি, ভিডিও প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

গর্ভবতী হস্তিনীকে নৃশংস হত্যায় ফেসবুকে প্রবল প্রতিক্রিয়া

কলকাতা, ৩ জুন (হি. স.) : কেরলের মাল্লাপ্পুরমে এক গর্ভবতী হস্তিনীকে নৃশংস হত্যায় ফেসবুকে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

সংগৃহীত একটি লেখায় প্রকাশ, "কেরালার মালাপ্পুরমের অন্তঃসত্ত্বা ১৫ বছরের এই হস্তিনীটি অরণ্য ছেড়ে স্থানীয় গ্রামে গিয়েছিল খাবারের সন্ধানে। গ্রামবাসীরা একটি আনারসের মধ্যে বাজিপটকা স্টাফ করে তাকে খেতে দেয়। গর্ভিণী হাতিটি সরল বিশ্বাসে তা খায়। তারপর পেটের মধ্যে গিয়ে বাজি ফাটতে শুরু করলে সে হকচকিয়ে যায়। অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে সে সারা গ্রাম ছুটে বেড়াতে থাকে। সেই অবস্থাতেও সে কোন বাড়ি বা গাছ ভাঙচুর করেনি।

তারপর যখন বোঝে সে আর বাঁচবে না, বাঁচবেনা গর্ভস্থ সন্তানও, এইভাবে নদীমধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে মৃত্যুবরণ করে নীরবে। এই ভয়ঙ্কর হৃদয়বিদারক ঘটনাটি প্রকাশ করেছেন স্থানীয় ফরেস্ট অফিসার। তাঁরা উদ্ধারকারী দল নিয়ে যখন পৌঁছন, তখন হাতিটি কিছুতেই আর মানুষের কাছে আসার ভুল দ্বিতীয়বার করেনি। তার বিশ্বাস ভেঙে গিয়েছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মারা গিয়েছে সে। সবাইকে স্তম্ভিত করে।

হুমায়ুন আহমেদ বলেছিলেন, 'মানুষই একমাত্র জীব যে খিদের জন্য ছাড়াও হত্যা করে!' মা, তোমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার মুখ নেই! মানুষ হয়ে জন্মেছি, এ বড় লজ্জা! মাঝে মাঝে মনে হয়, আমাদের উপর করা প্রকৃতির অবিচারগুলো নেহাত ফেলনা নয়, প্রকৃতিও একজন মা, তার কোল থেকে সন্তান ছিনিয়ে নিলে তিনি তো প্রতিবাদ করবেই, প্রতিশোধ নেবেই। "

ঘটনার বিবরণ দিয়ে অর্পিতা সরকার তাঁর এক চিলতে রোদ্দুর' কলমে লিখেছেন, ডাক্তার যখন হাতিটির পোস্টমর্টেম করেন তখন জানতে পারেন, পনেরো বছরের হস্তিনীটি ছয়মাসের অন্তঃসত্ত্বা। কেরলের সাইলেন্ট ভ্যালি ন্যাসানাল পার্ক থেকে হাতিটি খাদ্যের সন্ধানে এসেছিল কেরলের একটি গ্রামে। মানুষ- পয়েন্ট টু বি নোটেড মাই লর্ড, মানুষ এই অভুক্ত অন্তঃসত্ত্বা হস্তিনীটিকে আনারস খেতে দেয়। মানুষ যেহেতু সর্বশ্রেষ্ঠ জীব তাই এটুকু দয়া মায়া যে তার থাকবে এটাই স্বাভাবিক। হাতিটি বিশ্বাস করে সেই আনারস খাবার পরেই পেটের মধ্যে শুরু হয় আওয়াজ। কারণ মানুষ ওই আনারসের মধ্যে বাজি ভরে সেটাই খেতে দিয়েছিল। অসহ্য জ্বলনের কষ্টে হাতিটি মাঝনদীতে ঠান্ডা জলের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে ছিল মৃত্যুর প্রতীক্ষায়। হয়তো বুঝতে পারছিল তার গর্ভের শিশুটি মারা যাচ্ছে। একমুখ রক্ত নিয়ে সে জলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করছিল।

এরপরেও যদি মানুষ দাবি করে এ পৃথিবী তার বাসস্থান থাকবে, তাহলে তো আর বলার কিছুই থাকেনা। ওই জন্যই এদিন প্রকৃতি প্রতিশোধ নিয়ে চলেছে। এ প্রকৃতিকে একার বাসস্থান বানাতে গিয়ে এমন নৃশংস হতে পারে যে জীব, তার বিনাশ আসন্ন। সাক্ষরতা অভিযানে কেরালা প্রথম স্থান অধিকার করেছিল না? লজ্জা।"

সুপর্ণা পন্ডিত প্রতিক্রিয়ায় লিখেছেন, "যে যন্ত্রনা আমরা প্রকৃতিকে দিচ্ছি প্রকৃতির অবলা প্রাণীদের দিচ্ছি সেই যন্ত্রণায় আবার আমরা ফিরে পাচ্ছি কিন্তু মানুষ আজও সেই যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে পারছে না , যেহেতু মানুষের হাতে আছে সবকিছু আছে, একটা দিন আসবে যেই সুদিন টা মানুষের হাতে কিছুই থাকবে না তখনই মানুষ বুঝতে পারবে নিজেদের ভুলের কথা। " বাসুদেব মন্ডল প্রতিক্রিয়ায় লিখেছেন, "কোনো দিন বুঝবে না।" পিউ মুখার্জি লিখেছেন, "উফআমি ভাবতে পারছি না কি নৃশংসতা!!!দু-দুটি নিরীহ প্রাণীকে এইভাবে মেরে ফেলল,ছিঃছিঃ।মানুষ ভাবতে নিজেকে ভীষণ লজ্জা করছে!!!এরাই নাকি(!!!)জীবজগতের শ্রেষ্ঠ জীব বলে ভাবে নিজেদের!!!"

সুজিত সিনহা লিখেছেন, "মানুষ নিজেদের ভুলের কথা স্বীকার করতেই ভুলে গেছে, পৃথিবীটাই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গেছে, পরোপকার ও ভালোবাসা থেকে আমার মনে হয় মানুষ অনেক দূর সরে গেছে। রিয়া সেনদত্ত লিখেছেন, "এই জন্যে মানুষের এতো ভোগান্তি বেইমানি যেন রক্তে মিশে আছে, পাপ কিন্তু কোনোদিন ছাড়ে না কাউকে এটা ঈশ্বর কিন্তু বারবার সতর্ক করছে কিন্তু আমরা... মরে যাওয়াই ভালো আমাদের... ঘৃণা হয় আমার নিজেকে মানুষ বলতে...।

তিন ঘণ্টার মধ্যে অসমে আরও ৫১টি করোনা-মামলা সংখ্যা বেড়ে ১৬৭২

গুয়াহাটি, ৩ জুন (হি.স.) : মাত্র তিন ঘণ্টার মধ্যে অসমে আরও ৫১টি করোনা পজিটিভ মামলার তথ্য দিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এ নিয়ে রাজ্যে কোভিড-১৯ সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৬৭২। এরও সকলেই বহিঃরাজ্য থেকে করোনা সংক্রমিত হয়ে অসমে এসেছেন। বুধবার বেলা ১:৫৫ মিনিটে আজকের দ্বিতীয় টুইট আপডেটে মন্ত্রী ড় শর্মা জানিয়েছেন নতুন আক্রান্তদের মধ্যে ২৮ জন ধুবড়ি জেলার, ১৩ জন দরং জেলার, ৫ জন করিমগঞ্জ জেলার, ৩ জন শোণিতপুর জেলার, ২ জন লখিমপুর জেলার বাসিন্দা। সর্বমোট ১৬৭২ জনের মধ্যে এখন পর্যন্ত ৩৩৭ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি চলে গেছেন। অন্যদিকে সক্রিয়ের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৩২৮ জন। তাঁদের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। মৃত্যু হয়েছে চারজনের, টুইট আপডেটে এই তথ্য জানিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিনি জানান, এ মুহূর্ত পর্যন্ত আজ ১১১ জনের পজিটিভ রেজাল্ট এসেছে।।

এর আগে আজ সকাল ১০:৫০ মিনিটে নতুন আরও ৬০ জনকে শনাক্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছিলেন মন্ত্রী। তখনকার আক্রান্তদের মধ্যে ৩৮ জন ধুবড়ি জেলা, ১৮ জন গোলাঘাট এবং চার জন নগাঁও জেলার বাসিন্দা। গতকাল মঙ্গলবার একদিনে ৭৬ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছিল। রাত ১১:৫৫ মিনিটে দিনের শেষ টুইটে নতুন ৪৮ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন বলে জানিয়েছিলেন মন্ত্রী। ওই টুইটে আক্রান্তদের ঠিকানা জানিয়ে মন্ত্রী ড় শর্মা বলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিশ্বনাথের ১৩, পশ্চিম কারবি আংলঙের ৯ জন, ৭ জন করিমগঞ্জের, ১ জন কাছাড়ের, ৫ জন শিবসাগরের, ৪ জন হোজাইয়ের এবং ৯ জনের গৃহজেলার নাম জানা যায়নি।

তবে এর আগে রাত ৮:২০ মিনিটে (গতকাল) ১৩ জনের সুস্থ হওয়ার খবর জানিয়েছিলেন তিনি। সুস্থ বলে যাঁদের ছুটি দেওয়া হয়েছে তাঁরা গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ১০, বরপেটার ফকরউদ্দিন আলি আহমেদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ২ এবং ডিফু মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ১ জন। এ নিয়ে কোভিড-১৯-এর হামলা থেকে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩৩৭ জন।

প্রসঙ্গত গতকাল (মঙ্গলবার) ৭৬ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ রিপোর্ট আসার পাশাপাশি সোমবার (১ মে) ১৪৬, ৩০ মে ১৫৯ জন, ২৯ মে ১৭৭ জন, ২৮ মে ৯৭ জন, ২৭ মে ১০১ জন করোনা সংক্রমণে আক্রান্ত হয়েছিলেন। গত ১৩ মে থেকে আজ এ মুহূর্ত পর্যন্ত রাজ্যে মোট ১,৫৯১ জন কোভিড-১৯-এ সংক্রিমিত হয়েছেন। তাঁদের প্রায় সকলেই বহিঃরাজ্য থেকে সংক্রমিত হয়ে রাজ্যে এসেছেন বলে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গেছে।

দিল্লিতে ফের আগুন-আতঙ্ক! বাল্মীকি বস্তিতে ভস্মীভূত অসংখ্য ঝুপড়ি

নয়াদিল্লি, ৩ জুন (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে ফের অগ্নিকাণ্ড! এবার ভয়াবহ আগুন লাগল দক্ষিণ-পূর্ব দিল্লির তুঘলকাবাদের বস্তি এলাকায়, বাল্মীকি মহল্লা বস্তিতে। মঙ্গলবার গভীর রাতে বাল্মীকি বস্তিতে অবস্থিত অসংখ্য ঝুপড়িতে আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের মোট ২০টি ইঞ্জিন। ততক্ষনে আগুন আরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, আগুন ছড়িয়ে পড়ে প্রায় ১২০টি ঝুপড়িতে। দমকল কর্মীরা আগুন নেভানোর আগেই প্রায় ১২০টি ঝুপড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই।

বিভাগীয় দমকল অফিসার এস কে দুয়া জানিয়েছেন, মঙ্গলবার গভীর রাতে বাল্মীকি বস্তিতে ভয়াবহ

ছয়ের পাতায় দেখুন

কাশীপুরে পাইপ লাইন লিক, অল্পেতে রক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন কাশিপুর এলাকায় গ্যাস পাইপলাইন কেটে গিয়ে অল্পেতে বড় ধরনের বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে এলাকাটি। জানা যায় ড্রজার দিয়ে রাস্তার পাশের ড্রেন পরিষ্কার করার সময় ডোমেস্টিক গ্যাস পাইপ লাইন কেটে যায়। গ্যাস লাইন কেটে যাওয়ার ফলে ব্যাপকহারে গ্যাস নির্গত হতে শুরু করে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুধবার কাশিপুর এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ , অগ্নিনির্বাপক বাহিনী এবং পিএনজি শিয়ালকে খবর পাঠানো হয়। প্রত্যেক দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকজন নাই দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। টি এন জি সি এল এর কর্মীরা পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনেন। ফলে বড় ধরনের অঘটন এর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে কাশীপুর সহ পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলো। উল্লেখ্য গত কয়েকদিন আগেও খয়েরপুর এর বিজয় সংঘ এলাকায় ড্রজার দিয়ে ড্রেইন পরিষ্কার করতে গেলে ডোমেস্টিক গ্যাস পাইপলাইন ফেটে গিয়েছিল। বিজয় সঙ্গের পর কাশিপুর এলাকায় একইভাবে ড্রেজার দিয়ে ড্রেইন পরিষ্কার করার সময় বুধবার ডোমেস্টিক গ্যাস পাইপ লাইন কেটে গিয়ে বিপত্তি ঘটে। পরপর এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনগণের মধ্যে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় জনগণের অভিযোগ ও বৈজ্ঞানিক ভাবে মাটির নিচ দিয়ে ডোমেস্টিক গ্যাস পাইপলাইন সহ অন্যান্য টেনে নেওয়ার ফলে এই ধরনের বিপত্তি ঘটে চলেছে। মাটি খোঁড়া কিংবা ড্রেন পরিস্কার সহ যেকোন কাজ করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে। বুধবার অল্পেতে রক্ষা পেয়েছে কাশিপুর সহ পার্শবর্তী এলাকা গুলো। জননিরাপত্তা নিশ্চিত করেই এ ধরনের কাজকর্ম করা প্রয়োজন বলেও জনগণ দাবি জানিয়েছেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।